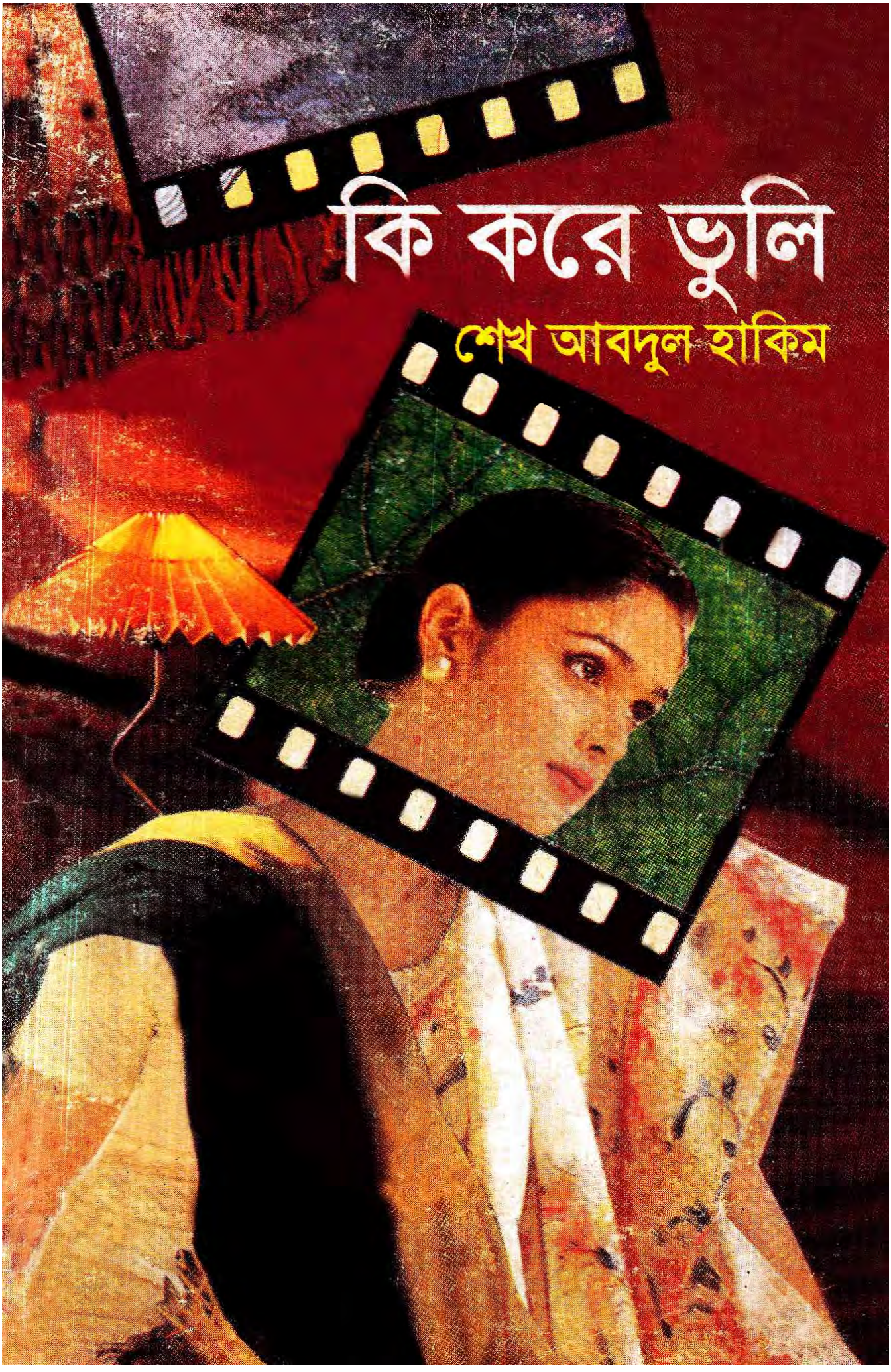
কি করে ভুলি
শেখ আবদুল হাকিম

সেবা রোমান্টিক

কি করে ভুলি

শেখ আবদুল হাকিম

মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে ও—
মিনতি এখন প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী। প্রতিভাবান এক
তরুণ চিত্র-পরিচালক কাফি চৌধুরীর চোখে পড়ে গেল।
ছবি তৈরি করবে ওকে নিয়ে···শুধু তাই নয়,
আরও অনেক স্বপ্ন দেখতে শুরু করল কাফি।
কিন্তু মিনতির হৃদয় যে এক তরুণ চিত্রকরের দখলে।
ভালবাসে ওরা পরস্পরকে।
কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন প্রত্যাখ্যান করল
ওকে চিত্রকর—অকারণে।

কোনওদিকেই তো আর কূল দেখা যাচ্ছে না!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী: ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সেবা রোমান্টিক

কি করে ভুলি

শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 0175-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KI KOREY BHULI
By: Sheikh Abdul Hakim

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

কি করে ভুলি

ক'টি সেবা রোমান্টিক

খন্দকার মজহারুল করিম: সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, নও শুধু ছবি, সোনালী গরল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা; দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা, ফাগুনের ফুল, হংস পাখায় লেখা, আমার এ ভালবাসা, কেন ডাকো, সন্ধ্যার মেঘমালা, এসো আমার ঘরে, ঝড়ের রাতে, তোমাকে ভালবেসে, কঙ্কাবতী, করবী গরবিনী, কথা রাখো, জোনাকি ঝিকিমিকি। **রোকসানা নাজনীন;** বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১, ২, অন্ধকারে একা ১, ২, স্বপ্নপুরুষ। **বাবুল আলম:** স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়। **মোস্তাফিজুর রহমান:** ছলনাময়ী। **বিশু চৌধুরী:** অচেনা পরবাসী। **খসরু চৌধুরী** তবু অচেনা। **শেখ আবদুল হাকিম:** নগ্ন প্রাচীর ১, ২, সে আমার, একা আমি, অন্তরা, হায় চিল, রজনী চঞ্চলা, বান্ধবী, সুচরিতাসু, মধুযামিনী, তমা, তুমি চিরকাল, কি শুভক্ষণে তুমি সুন্দর, প্রিয়, যে ছিল আমার, প্রথম প্রেম, চন্দ্রাহত, হৃদয়ে তুমি, দাও বিদায়, কে তুমি এলে, একটি মেয়ে একা, কাঁটা, দহন, যদি জানতেম, না বলা কথা, বলো কী অপরাধ, কথা দাও। **শাহরিয়ার শামস:** স্বপ্নের অপরাহ্ন। **মিলা মাহফুজা:** তোমার দু-চোখে, সুধাবিষে। **হেলেন নওশীন:** নিঝুম। **ইফতেখার আমিন:** শুধু তোমাকে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

হোটেল মাধবী'র চারতলার ঝুল-বারান্দায় বসে মা-মেয়েতে অন্তরঙ্গ আলাপ হচ্ছে। বেশ অনেকটা দূরে হলেও এত উঁচু থেকে ফয়েজ লেক পরিষ্কারই দেখা যায়। মা বনিতা ইসলাম সেদিকেই তাকিয়ে আছেন, মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন তিনি, দু'চোখে সাধ-আহ্লাদে ভরপুর রঙিন স্বপ্ন। বাপ হারা একমাত্র মেয়েটিকে নিজের হাতে তালিম দিয়ে বড় করেছেন বনিতা। ছোটবেলায় নাচ-গান শিখিয়েছেন, ঢাকার নাম করা স্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন, ভারতের একটা থিয়েটার অ্যাকাডেমি থেকে অভিনয়ের ওপর দু'বছরের একটা কোর্সও কমপ্লিট করিয়েছেন। ঢাকার গ্রুপ থিয়েটারে এক বছর কাজ করেই নাম হয়ে যায় মিনতির, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তরুণ চিত্র পরিচালক কাফি চৌধুরীর নজর কেড়ে নেয়। সেই সূত্রেই সিনেমায় নামা মিনতির। এটা ওর প্রথম ছবি হলেও, নাম করে ফেলার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। মিনতিকে নায়িকা করে কাফি চৌধুরী তৈরি করতে যাচ্ছে শিল্পগুণসমৃদ্ধ একটা আর্টফিল্ম, ছবিটা ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ছাড়াও অন্য কয়েকটা ভাষায় ডাব করা হবে। মা ও মেয়ের সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন, বাকি আছে শুধু সমস্ত মেধা ঢেলে মিনতির অভিনয় করা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে সাফল্যের চূড়ায় উঠে যাওয়া।

'কথা হলো, তোকে নিয়ে কাফি এই যে এত বড় স্বপ্ন দেখছে,

'তুই সেটার তাৎপর্য ধরতে পারছিস কিনা,' বনিতা ইসলামের ঠোঁট টেপা হাসিতে গর্ব ও আত্মতৃপ্তির ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

'এর আবার তাৎপর্য কি?' মিনতির গলায় হালকা সুর, সে-ও দূরে তাকিয়ে, তবে নির্দিষ্ট একটা চারতলা বাড়ির পাঁচতলা বাগানে আটকে গেছে ওর দৃষ্টি। ছাদের ওপর বাগান, এরকম বাড়ি গোটা চট্টগ্রাম শহরে আর একটাও দেখেনি ও। 'সবাই জানে কাফি ভাই চান আমি খুব বড় অভিনেত্রী হই।'

'তুই ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করছিস, মিনতি,' মায়ের কণ্ঠে মৃদু অভিযোগ। 'কাফি যে তোকে নিয়ে মেতে উঠেছে, এটা জানতে কারও আর বাকি নেই। তোকে নিয়ে ব্যক্তিগত স্বপ্ন দেখছে সে। বোঝাই যায়, তোকে সে ভালবাসে।'

কথা না বলে আকাশের গায়ে বাগানটার দিকে তাকিয়ে থাকল মিনতি। কাফি চৌধুরীর মত বিখ্যাত ও বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ ওকে ভালবাসে, চিন্তাটা ওর মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, সেগুলো এত জটিল যে বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। মিনতি তাকে পছন্দ করে, দারুণ পছন্দ করে। তার গুণের কদর দেয়। কাফি চৌধুরীর গুণমুগ্ধ ভক্ত বলা যায় ওকে। শ্রদ্ধা আর সমীহেরও কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু ভালবাসা? না, এ-সবের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই।

'কি রে,' ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে বনিতার। 'কি ভাবছিস?'

'ওই বাড়ি আর বাগানটার মালিক যে-ই হোক, সে খুব সুখী আর গর্বিত মানুষ—তাই না, আম্মি?'

মেয়ের কামিজে সুতো দিয়ে নকশা তৈরি করছিলেন বনিতা, হাতের সুই-সুতো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পোশাক তৈরিতে তিনি একজন প্রফেশন্যাল, ছোটখাট একটা গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি আছে তাঁর, নিজের পেশা নিয়ে গর্বেরও অন্ত নেই, কাজেই এই আচরণ প্রমাণ

করে যে প্রচণ্ড রেগে গেছেন তিনি। 'মাঝে মধ্যে তুই আমাকে এরকম খেপিয়ে তুলিস কেন বল তো? কত সাধনা করে এখানে তুলে এনেছি তোকে, বলা যায় দুনিয়াটা এখন তোর পায়ের সামনে গড়াগড়ি খেতে যাচ্ছে, আর তুই···।'

'দেরি আছে, আম্মি।'

'কোথায় দেরি আছে? কাফি বলেনি ছবিটা রিলিজ হওয়ামাত্র স্টার হয়ে যাবি তুই?'

ম্লান হাসি ফুটল মিনতির ঠোঁটে। 'আম্মি, দুনিয়াটা আমার পায়ের সামনে গড়াগড়ি খাক, এ আমি চাই কিনা ঠিক বুঝি না।'

মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন বনিতা, চোখে সতর্ক একটা ভাব। এই সতর্কভাব তাঁর মনে আজকাল ঘন ঘন জাগছে। তিনি যে ভাবে চাইছেন সেভাবে পা ফেলতে রাজি হচ্ছে না মিনতি। একজন সেনানায়ক যেভাবে যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনা তৈরি করেন, তিনিও ঠিক সেভাবে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। মেয়ে যখন খুব ছোট, তখনই বোঝা গেছে ওর প্রতিভা আছে। তাঁর মিনতি বর্ন অ্যাকট্রেস। এই ধারণা একা যে শুধু তাঁর, তা নয়। ঢাকার থিয়েটার পাড়ার দর্শকরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে সেটা। তারচেয়েও বড় সার্টিফিকেট পেয়েছে মিনতি কাফি চৌধুরীর আর্ট ফিল্মে নায়িকার চরিত্র ছিনিয়ে নিয়ে। এই চরিত্রটি পাবার জন্যে উপমহাদেশের অন্তত চারজন প্রতিষ্ঠিত নায়িকা ব্যাকুল ছিল। সবাইকে বাদ দিয়ে মিনতিকে পছন্দ করেছে কাফি চৌধুরী। পরিচালক হিসেবে ঈর্ষণীয় সাফল্য আছে তার, ইংরেজিতে তিনটে শর্ট ফিল্ম তৈরি করে রীতিমত হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে সে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর তার একটা ডকুমেন্টারী সর্ব মহলে শুধু প্রশংসিতই নয়, অসংখ্য পুরস্কারও এনে দিয়েছে। তার আর্ট ফিল্ম সম্পর্কে বলিউড আর হলিউডে আলোচনা হয়, সেই সূত্রে

মিনতিও উঠে এসেছে ফিল্ম ম্যাগাজিনগুলোর পাতায়। কাফি চৌধুরী কথায় কথায় প্রায়ই বনিতাকে বলে, 'মিনতির ভেতর প্রবল আবেগ আছে, তার গভীরতা এখনও মাপা হয়নি। সেই আবেগ আমি বের করে আনব। আমার নির্দেশনায় এমন অভিনয় করবে সে, প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীদের কাছ থেকে যা কেউ আদায় করতে পারেনি।'

মিনতি করছেও ঠিক তাই। শুরুতে অবশ্য ভাল হচ্ছে না, চট্টগ্রামে আসার পর প্রতিটি শটই বারবার রিটেক করতে হচ্ছে, তবে রিটেক অস্বাভাবিক কিছু নয়। কয়েকবার চেষ্টা করার পর এমন অভিনয় করছে সে, কাফি চৌধুরীর মত মানুষও গর্ব ও আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। রিটেক করতে হচ্ছে বলে তাকে অসন্তুষ্ট হতে দেখা যায়নি।

কাজেই, ছবিটা যদি ভালয় ভালয় শেষ হয়, তারপর উঠতি স্টার মিনতির সঙ্গে কাফি চৌধুরীর বিয়ে হতে অসুবিধে কি? কাফির যে শুধু নাম আর প্রতিভা আছে তা নয়, দেশে-বিদেশে ওর বাবার বিশাল ব্যবসা আছে, আর ও-ই পরিবারের একমাত্র সন্তান। কাফির প্ল্যান, পালা করে আর্ট ও কমার্শিয়াল ছবি বানাবে সে, তার সব ছবিই আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তৈরি করা হবে, এবং জানা কথা বিয়েটা হলে স্ত্রীকেই সে নায়িকার ভূমিকায় দেখতে চাইবে। এত বড় সিঁড়ি কেউ হাতছাড়া করে নাকি!

সুই-সুতো আবার কুড়িয়ে নিলেন বনিতা। তাঁর অভিধানে হতাশা বলে কিছু নেই, কাজেই সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। তাঁর আশা ও আত্মবিশ্বাস সীমাহীন, সেই সঙ্গে আছে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা, কোনরকম পরাজয় মেনে নিতে একদমই প্রস্তুত নন।

স্বামী যখন মারা গেলেন, তাঁর মিনতি তখন তিন বছরের শিশু। বি.এ. পাস তিনি, ইচ্ছে করলে চাকরি করতে পারতেন। কিন্তু

চাকরির পয়সায় মেয়েকে মনের মত করে মানুষ করতে পারবেন না, তাই ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন বনিতা। ড্রেস মেকিং ও ফ্যাশনের দিকে তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল, ফ্যাশনের ওপর প্রচুর বিদেশী ম্যাগাজিন কিনতেন, লেটেস্ট ট্রেণ্ড সম্পর্কে খবর রাখতেন নিয়মিত। স্বামী বেঁচে থাকতেই ড্রেস মেকিং-এর ওপর দেড় বছরের একটা কোর্স করেছিলেন, সেটা কাজে লেগে গেল। শুরু হলো তাঁর সংগ্রাম। ব্যবসাটাকে ইচ্ছে করলে অনেক বড় করতে পারতেন বনিতা, কিন্তু তা তিনি চাননি। তাঁর একটাই স্বপ্ন ছিল, অভিনয়ে তালিম দেবেন মেয়েকে, ওর প্রতিভার বিকাশ ঘটাবেন। তাঁর সেই সাধনার পুরস্কার এতদিনে তিনি পেতে শুরু করেছেন। পাঁচ লাখ টাকায় চুক্তিপত্রে সই করেছে মিনতি, থ্রী স্টার হোটেল মাধবী'-তে রাখা হয়েছে তাদেরকে, ব্যবহার করার জন্যে মাঝে মধ্যে গাড়িও দেয়া হচ্ছে। পাঁচ লাখ টাকা খুব বেশি নয়, তবে প্রথম ছবির পারিশ্রমিক হিসেবে কমও নয়। কাফি চৌধুরী বলেছে, ছবিটা রিলিজ হবার পর মিনতির বাজারদর পঁচিশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে।

বনিতা বোঝেন, একার চেষ্টায় মিনতি এতদূর আসতে পারত না। সাফল্যের চূড়ায় উঠতে এখনও যে পথটুকু পাড়ি দিতে হবে তা-ও একা মিনতি পার হতে পারবে না, মায়ের গাইডেন্স ও সহযোগিতা দরকার হবে ওর। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়, সমস্যা মিনতির আত্মবিশ্বাস নিয়ে। মিনতির এখনও ধারণা, অভিনয় শিখতে আরও সময় লাগবে ওর।

নিউ জেনারেশন ফিল্ম কোম্পানীর মালিক ও পরিচালক কাফি চৌধুরী, নিজের ছবি নিজেই প্রযোজনা করে সে। কাজেই তাকে সোনার একটা খনি বলাই উচিত। এই খনিকে পায়ে ঠেলবে মিনতি, বনিতা তা কখনও মেনে নেবেন না। মেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফুলগাছে ভরা ছাদটার দিকে তাকালেন তিনি। বাগানটা পাঁচতলায়,

সেখানে কাচ ঘেরা চিলেকোঠা ছাড়া আর কোন ঘর নেই। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে ফুল আর লতা-পাতা। সন্দেহ নেই, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। কিন্তু শুধু একটা বাগান কিভাবে মিনতির সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়? ওখানে আরও নিশ্চয়ই কিছু আছে। কি সেটা? হাসি হাসি মুখ করে তিনি বললেন, 'তোর যখন এতই শখ, এখন থেকেই প্ল্যান কর নিজের বাড়ির ছাদেও ওরকম একটা বাগান তৈরি করবি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ব্যবসাটা এত বড় কোনদিনই হলো না যে একটা বাড়ি বানাব। দেখ, তুই যদি পারিস। তবে ঢাকাতে হলে সবচেয়ে খুশি হব আমি।'

'ঢাকার কথা তুমি ভুলতে পারো না। অস্থির হয়ো না, কাফি ভাই বলেছেন এখানে আমাদের শূটিং এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

'কিভাবে, বারবার শুধু যদি রিটেক করতে হয়? মিনতি, তুই মা আর একটু মন লাগিয়ে কাজ করতে পারিস না?'

'তারমানে বলতে চাইছ, কাফি ভাইয়ের এক্সপেকটেশন আমি পূরণ করতে পারছি না?'

'না, ঠিক তা বলছি না। তোর বোধহয় চরিত্রটা একটু কঠিন লাগছে। তবে আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। আমি তোকে চিনি, জানি কোন চরিত্র সহজ বলে মনে হলে তোর অভিনয়ে প্রাণ এসে যায়।'

'বর্ন অ্যাকট্রেস যে-কোন চরিত্র অনায়াসে অভিনয় করতে পারবে,' বলল মিনতি। 'আমি পারছি না, তারমানেই আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা ঠিক নয়।'

'কাফি বলেছে, তোর ভেতর আবেগের অতল গভীরতা আছে,' প্রতিবাদের সুরে বললেন বনিতা।

'অভিনয় ক্ষমতা নেই এমন অনেক মানুষের মধ্যে ওই জিনিস থাকতে পারে।'

'তুই যদি এরকম হতাশ মুড নিয়ে কথা বলিস, তোর সঙ্গে আমি কোন তর্কে যাব না।'

হেসে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরল মিনতি। 'আরও মন লাগাব, কথা দিলাম। আসলে, সত্যি আমি চেষ্টা করছিও।'

'এবং সফলও হচ্ছিস,' মন্তব্য করলেন বনিতা।

'তাহলে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই তোমার, তাই না?'

হাসি মাখা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বনিতার ইচ্ছে হলো, ধরে খুব জোরে একটা ঝাঁকি দেন। কিন্তু না, মিনতিকে খুব সাবধানে সামলাতে হবে। বাড়াবাড়ি করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। যদি বোঝে যে ওকে জোর করা হচ্ছে, এমন বেঁকে বসবে, শেষ পর্যন্ত কনট্র্যাক্টই না বাতিল হয়ে যায়। সাংঘাতিক একগুঁয়ে মেয়ে, একবার যেটা বলবে সেটা না করে ছাড়বে না।

তবে সব যখন ঠিকমত চলছে, দুশ্চিন্তা করার দরকার কি। ছবিটা শেষ হোক, মিনতির খ্যাতি হোক, জনপ্রিয়তার মজাটা উপভোগ করুক ও, তারপর ওকে আর কিছু বলার দরকার হবে না, নিজের ভাল নিজেই বুঝতে পারবে। কাজেই ধৈর্য ধরা উচিত তাঁর। এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছেন, আর দু'তিন মাস অপেক্ষা করতে পারবেন না!

দূরের ছাদ ও বাগানে ঘোরাফেরা করছে মিনতির চঞ্চল দৃষ্টি। চিলেকোঠার দেয়ালগুলো কাচের, কাচ বেয়ে লতাগাছ উঠে গেছে। ভেতরে পর্দা টাঙানো, তার ফাঁক দিয়ে চেয়ার-টেবিল দেখা যায়। কার বাড়ি ওটা? কে থাকে? এত সুন্দর তার রুচি!

সেই দীর্ঘদেহী যুবক ওই কাচ ঘেরা চিলেকোঠা থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে। রোজ এই সময় বেরিয়ে এসে বাগানে বসে সে।

ওই যুবকই কি মালিক বাড়িটার? নাকি সে ভাড়া থাকে? ছাদে বা বাগানে আর কাউকে কখনও দেখা যায় না।

মিনতি বলতে পারবে না কেন প্রত্যেকদিন অচেনা যুবককে লক্ষ করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ওর। ওই সুন্দর দৃশ্যের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায় তাকে। বাগানটা ওকে আকৃষ্ট করে, দৃশ্যটার সঙ্গে মানিয়ে যাওয়া যুবকও। বিকেলের দিকে ওর আম্মি দিবানিদ্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েন, নিজের কামরায় ওর কাফি ভাইও বই-পত্রে নাক ডুবিয়ে থাকে, সবার অগোচরে একা নিজেদের সুইটের ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে আসে ও, উপভোগ করে সময়টা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে চিলেকোঠা, বাগান আর রহস্যময় তরুণের দিকে।

দূরত্বটা কম নয়, তাই তরুণের চেহারা পরিষ্কার দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায় লম্বা সে, একহারা গড়ন, গায়ের রঙ শ্যামলা বা উজ্জ্বল শ্যামলা, শক্ত-সমর্থ কাঠামো। শক্ত-সমর্থ ভাবার কারণ হলো, তার হাঁটাচলার মধ্যে শক্তির একটা বিচ্ছুরণ অনুভব করে মিনতি, ওকে আঘাত করে ইলেকট্রিক কারেন্টের মত। এরকম অনুভব করার কারণ সম্ভবত তার চওড়া কাঁধ, কিংবা পা ফেলার মধ্যে দৃঢ় ভঙ্গিটা, অথবা মাথা উঁচু করে থাকার ঢংটা। কাচঘেরা চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে হাঁটে সে, দু'একবার থেমে ঝুঁকে হয়তো দু'একটা ফুলের গন্ধ নেয় নাকে, তারপর ছাদের প্রায় কিনারায় এসে একটা বেতের চেয়ারে বসে। ওখানে বসে ফয়েজ লেকের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মিনতির তাকে শুধু রহস্যময় নয়, নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন বলে মনে হয়, মনে হয় তার মনে বোধহয় অনেক দুঃখ, কেউ তাকে বঞ্চিত করেছে বা ফাঁকি দিয়েছে। শুধু কি তাই? কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়া কাকে বলে। মিনতি ভাবে, ওই ছেলে নিশ্চয়ই কবিতা লেখে আর ছবি আঁকে। ওর বিশ্বাস করতে

ইচ্ছে করে, একটা মেয়েকে ভালবাসত সে, সে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবার পর ছেলেটা এখন শুধু দুঃখ আর বেদনার কবিতা ছাড়া আর কিছু লেখে না। গভীর রাতে নিশ্চয়ই গান হয় বাড়িটায়, গায় ওই ছেলেটাই, সে-ও বড় করুণ সুরে দুঃখেরই গান হবে। ছেলেটা জানে না একটা মেয়ে তাকে প্রতিদিন লক্ষ করছে, যতই দেখছে ততই ভাল লাগছে তাকে,—ভাল লাগছে অস্পষ্ট চেহারাটা, তার হাঁটাচলা, ঘাড় ফেরানোর ভঙ্গি, ফুলের দিকে ঝোঁকাটা, আড়মোড়া ভাঙার ধরনটা। এমন কি, এত দূর থেকেও, মিনতির মনে হয় তার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও শুনতে পায় ও। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা তার গায়ের গন্ধটাও যেন অনুভব করতে পারে। আর এ-সবই অসম্ভব ভাল লাগার কারণ হয়ে ওঠে। নেশা ধরিয়ে দেয় ওর মনে।

মিনতি ভাবছে, ওর গায়ে প্রচুর শক্তি। ধ্যেত, তা আমি জানব কিভাবে, আমি তো তাকে চিনিই না।

'মিনতি,' আম্মির কথায় বাস্তবে ফিরে এল মিনতি। 'দুপুরে একটু ঘুমাতে পারিস না? তোকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'না, আমার কোন ক্লান্তি নেই।'

'কি রকম গরম পড়েছে দেখেছিস? যাই, আমার একটু না ঘুমালেই নয়।' বারান্দা থেকে সিটিংরুমে চলে গেলেন বনিতা। মোজাইক করা মেঝেতে তাঁর পায়ের আওয়াজ পেল মিনতি, তারপর শোনা গেল বেডরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

বেতের ইজি চেয়ারে আধশোয়া হলো মিনতি। হাতল ঘুরিয়ে মাথার ওপর বিশাল রঙিন ছাতাটা একটু কাত করল একদিকে, ফলে এখন আর চোখে রোদ লাগছে না। ওর আধশোয়া ভঙ্গিটা শিথিল, তবে চোখ দুটো সতর্ক, তাকিয়ে থাকল দূরের ছাদ ও বাগানে।

পিছন থেকে সিটিংরুমের দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল।

মিনতি ভাবল, বয়-বেয়ারা কেউ হবে। কিন্তু না, জুতো পরা পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে। এ শব্দ মিনতির পরিচিত।

মিনতি বলতে পারবে না কেন সে চোখ বুজে ঘুমের ভান করল। কাফি চৌধুরীকে পছন্দ করে ও। শ্রদ্ধা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে কৃতজ্ঞতা বোধ। কোন একটা দৃশ্য ঠিকমত করতে না পারলে ও যখন হতাশায় মুষড়ে পড়ে, ওকে উৎসাহ দিয়ে সতেজ করার জন্যে কি রকম অস্থির হয়ে ওঠে সে। তার ধৈর্যের যেন কোন শেষ নেই, ওর প্রতি তার বিশ্বাসেরও সীমা নেই। কাফি চায় মিনতি ওর অভিনয় ক্ষমতার সবটুকু ব্যবহার করে তাকে চমকে দেবে। এ-ধরনের একজন মানুষকে কিভাবে নিরাশ করে মিনতি! কিন্তু ঘটছে ঠিক তাই, কাফির আশা পূরণ করতে পারছে না ও।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল কাফি। মিনতি অনুভব করছে, ওর মুখের দিকে ঝুঁকল সে। নিঃশ্বাস বন্ধ করল মিনতি। একটু ভয় ভয় করছে ওর। এখন যদি কাফি ওকে চুমো খেয়ে ফেলে, কিছুই করার নেই ওর। কিন্তু না, নির্ভেজাল ভদ্রলোক কাফি চৌধুরীর কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ আশা করে না মিনতি। 'তুমি ঘুমাওনি, মিনতি, আমি জানি,' বলল সে। 'ঘুমালে ভঙ্গিটা এরকম আড়ষ্ট লাগত না।' বিকেল বেলাটা কেন মিনতি এই ঝুল-বারান্দায় এসে বসে, কারণটা আন্দাজ করতে পারে কাফি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসল মিনতি। চোখ মেলে বলল, 'আপনাকে তাহলে ঠকানো সম্ভব নয়?'

'প্রায় অসম্ভব। অন্তত তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এতদিনে তোমার সব ধরনের মেজাজই চিনে ফেলেছি আমি। ভালই লাগে, এমন কি তোমার খারাপ মেজাজটাও আমি উপভোগ করি।'

'আমি কি মেজাজ খারাপ করি, কাফি ভাই?'

'করো, এবং করা উচিত। আবেগতাড়িত যে-কোন মানুষ মাঝে

মধ্যে নিজের গভীরে ডুব দেয়, তখন তাকে বুঝতে পারা সত্যি কঠিন। তোমার মধ্যে একধরনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততা আছে, ওগুলো না থাকলে অভিনয় করতে পারতে না।' পাশের চেয়ারটায় বসল কাফি। 'আণ্টি তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছে, জানো কি?'

'আমাকে নিয়ে নয়, আমার অভিনয় নিয়ে। আম্মির ভয় চরিত্রটা আমি ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারছি না। সে ভয় আমারও।'

'ভয় পাবার কোন দরকার নেই। তেমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, প্রতিটি দৃশ্যে ঠিক যেমন অভিব্যক্তি চাই, ঠিক তেমনটিই তোমার কাছ থেকে আদায় করা হবে। আমার ধৈর্য আছে, অপেক্ষা করতে জানি।' সুরটাই বলে দিল, অন্যান্য ব্যাপারেও ধৈর্য ধরতে রাজি আছে সে।

ভুরু কুঁচকে মিনতি বলল, 'কাফি ভাই, স্বীকার করা উচিত, চরিত্রটা সত্যি আমার খুব কঠিন লাগছে। বুঝতে পারছি না কেন।'

'কঠিন বলেই কঠিন লাগছে। প্রাণচঞ্চল একটা মেয়ের সামনে জীবনের লোভনীয় ও উপভোগ্য দিকগুলো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। তোমার জন্যে কাজটা আরও কঠিন, কারণ জীবনের এই দিকগুলো সম্পর্কে এখনও তুমি পুরোপুরি সচেতন নও। তবে ধীরে ধীরে তোমারও চোখ খুলবে।' বলার ভঙ্গিতে দারুণ আত্মবিশ্বাসী লাগল কাফিকে। তার সমস্ত গুণের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসটাই প্রবল।

কি বলা উচিত বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল মিনতি। তবে তার কথাগুলো ওকে কেন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিল। হাত বাড়িয়ে মিনতির আঙুল ছুঁলো সে। মিনতি নিজের হাত সরিয়ে নিল না, ছোঁয়াটুকুতে এক ধরনের আশ্বাস বোধ করল ও। 'আমি তোমাকে জাগিয়ে তুলব,' নরম সুরে বলল কাফি।

হাতটা এবার কোলের ওপর টেনে নিল মিনতি। চেহারা দেখে

মনে হলো না কাফি মাইণ্ড করল, সে হয়তো ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি। তবে, মিনতি জানে, কাফি এমন একজন মানুষ যাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। একটু কৌশল করে বলল, 'আপনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করছেন।'

'এভাবে আমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা কোরো না, মিনতি। সেটে আমার ডাইরেকশন প্রসঙ্গে কথাটা আমি বলিনি। তুমি যখন অভিনয় করো তখন আমি তোমার কাছ থেকে যেমনটি চাই তেমনটি আদায় করে নিতে পারব। কিন্তু তোমাকে জাগাতে হলে শুধু ভালবাসা দিয়েই তা সম্ভব।'

'প্লীজ, কাফি ভাই···।'

'আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে, মিনতি। তোমাকে আমি চাই। স্বীকার করছি, আমার জীবনে আরও অনেক মেয়ে এসেছে, কিন্তু একমাত্র তোমাকেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে আমার। বয়েস তো কম হলো না, বত্রিশে পড়তে যাচ্ছি, এবার থিতু হওয়া দরকার না? ভালবাসা, সংসার আর সুখ চাই আমার। আমি জানি, এ-সব একমাত্র তুমিই আমাকে দিতে পারো।'

চোখ বন্ধ করল মিনতি। ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কাফি। তার ওপর এই মেয়ের এতটা প্রভাব কেন? ঢাকার একটা নাটকে ওকে দেখামাত্র কেন আটকে গেল চোখ? কেন মন হলো মেয়েটার সবটুকু জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে ওর সমস্ত গুণ আর মেধা? চোখ-ধাঁধানো রূপ দায়ী, তা বলা যাবে না। প্রচলিত অর্থে সুন্দরীও নয় মিনতি। অথচ প্রথম দর্শনেই মেয়েটা তাকে জাদু করেছে। এমন মজাই মজেছে সে, আত্মকেন্দ্রিক জীবনের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে বিয়ের মত একটা কঠিন বাঁধনে নিজেকে জড়াবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা সত্যি খুব অস্বস্তিকর। সে খুব মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ, মিনতি?'

ইতিমধ্যে সে দেখে নিয়েছে পাঁচতলা বাগানে হাঁটিহাঁটি করছে একটা ছেলে। সে জানে, ওই ছেলেকে দেখার জন্যেই এই ঝুল-বারান্দায় সময় কাটায় মিনতি।

মিনতির বন্ধ চোখের পাতা কেঁপে উঠল। ওর ঠোঁটের কোণ কৌতুকে বাঁকা হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, কাফি ভাই, অনেক বার। পাশের বাড়ির ছেলেটার প্রেমে পড়েছি, আমার তখন দশ বছর বয়েস। সে আমাকে তার সাইকেলে চড়াত, ফলে আমি তার ভক্ত হয়ে পড়ি। কলেজে উঠে ইংলিশ লেকচারারের প্রেমে পড়ি, কারণ তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমার কানে ভারি ভাল লাগত। তারপর ড্রামাটিক অ্যাকাডেমির ইন্সট্রাকটর ভদ্রলোক আমাকে মুগ্ধ করেন, যদিও যখন জানতে পারলাম যে তিনি বিবাহিত ও তিন সন্তানের জনক, তখন খুবই হতাশ হলাম। এছাড়াও, আমাদের ব্যাচে যতগুলো ছেলে ছিল তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই প্রেম করতে ইচ্ছে হত।'

চোখ মেলল মিনতি, দেখল কাফির চোখের তারায় ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে রয়েছে। দৃষ্টি এত নরম, যেন আদর করছে মিনতিকে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বলল, 'তুমি আসলে কাউকেই ভালবাসনি, মিনতি। আর ভাল না বাসলে তোমার ভেতর যে অভিনয় ক্ষমতা আছে তা কোনদিন পুরোপুরি··· বিকশিত হবে না। একজন শিল্পীকে সব রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আসতে হয়। একটা মেয়ের জন্যে এর অর্থ হলো—সে ভালবাসবে, ভুগবে, আবার ভালবাসবে। হৃদয়টা অবশ্যই ভাঙবে, আবার জোড়া লাগবে, তারপরও অরক্ষিত থাকবে। আর এ-সব যত কম বয়েসে ঘটবে ততই তোমার জন্যে ভাল।'

মিনতি ওর শরীরে অদম্য একটা কাঁপুনি অনুভব করল। ভয়? উত্তেজনা? ওর জানা নেই। তবে হঠাৎ করে মনে হলো, সে চলে যাক। কিন্তু তার বদলে ঝুঁকল কাফি, ওর কাঁধ ধরে আকর্ষণ করল,

ফলে ইজি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো মিনতি। ভারসাম্য ফিরে পায়নি তখনও, অকস্মাৎ ওকে চুমো খেলো কাফি।

প্রচণ্ড রাগ হলো মিনতির। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু যতই ছাড়াতে চাইল ততই ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছে কাফি। হঠাৎ পেশীতে ঢিল দিল মিনতি, বুঝতে পারছে শক্তিতে তার সঙ্গে পারবে না। অপমানকর কিছু একটা বলতে যাবে, কাফিও হঠাৎ ছেড়ে দিল ওকে, একটু পিছিয়ে হেসে উঠল। তার হাসিতে কোমলতা আছে, তবে সন্তুষ্টিও আছে—ভাবটা যেন, এতদিনে মিনতিকে যখন পোষ মানানো গেছে, এখন নরম হওয়াতে কোন অসুবিধে নেই।

একটু সরে গেলেও, মিনতির কাঁধ থেকে হাত সরায়নি কাফি। 'আপনি আমাকে ছাড়বেন?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল মিনতি। ছাড়া পেয়ে আবার বলল, 'আপনি বোধহয় এখন চলে যাবেন। আমার বিশ্রাম দরকার। আজ সকালে শূটিং শেষ হতে আপনিই আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন।'

হঠাৎ করে কাফির চোখে শীতল একটা দৃষ্টি ফুটল। 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি, মিনতি। তবে, তুমি আমার বিরোধিতা কোরো না। যা চাই তা আমি জীবনের কাছ থেকে আদায় করে ছাড়ি। চেয়েছি যখন, তোমাকে আমার পেতেই হবে।' ঘাড় ফিরিয়ে বাগানটার দিকে তাকাল সে, মুখে বিজয়ীর হাসি।

কাফির দিকে পিছন ফিরে সরাসরি ফয়েজ লেকের দিকে তাকাল মিনতি, আর অমনি চোখ পড়ে গেল ছাদের ওপর বাগানটায়। সেই অচেনা রহস্যময় পুরুষ ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখছে ওদেরকে।

কাফি চলে যাবার পর ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল মিনতি, মুখ লুকাবার

জন্যে যতটা সম্ভব কাত করল ছাতা। অত দূর থেকে ওই যুবক ওকে দেখতে পাচ্ছে না, কাজেই চোখ-মুখ লাল ও গরম হয়ে ওঠায় ওর লজ্জা পাবার দরকার কি? আসলে কাফির ওকে চুমো খাওয়াটা অবমাননাকর। দৃশ্যটা নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছে সে।

এক চুল না নড়ে শুয়ে থাকল ও, চরম বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্যে রাগ ও ঘৃণা হচ্ছে কাফির ওপর। সান্ত্বনা এইটুকুই যে ওই ছেলেটার সঙ্গে কোনদিন ওর দেখা হবে না। আজই শেষ, বিকেলের দিকে ভুলেও মিনতি আর ঝুল-বারান্দায় আসবে না। আম্মি যদি ঘরের ভেতর থাকতে পারে, ও-ও পারবে।

খানিক পর চোখে তন্দ্রা এসে গেল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল মিনতি। ঘুম ভাঙল ঠাণ্ডা ও ভাল লাগার একটা অনুভূতি নিয়ে। সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি ঝুলে আছে, আগের মত গরম লাগছে না, ফুরফুরে বাতাসও বইছে। অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল মিনতি, শরীরটা তাজা আর মনটা তৃপ্ত লাগছে। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতে পারলে হয়। তারপর কাপড় পরে মনের মত সাজবে।

চেয়ার ছাড়ল মিনতি, পায়ে পায়ে বারান্দার কিনারায় এসে নিচের দিকে ঝুঁকল। কার্জন স্ট্রীটে যান বাহনের মিছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখ তুলল, দৃষ্টি চলে গেল ছাদের ওপর সেই বাগানে। অপমানকর সেই মুহূর্তটির কথা ঝট করে মনে পড়ে গেছে।

ছেলেটা এখনও রয়েছে বাগানে। বেতের চেয়ারে তার লম্বা শরীরটা নেতিয়ে আছে, মনে হলো ঘুমাচ্ছে। তার গায়ে রোদ লেগে আছে, তবে মুখটা ছায়ার ভেতর। ওই মুখ কেমন দেখতে? প্রশ্নটা নিজের অজান্তেই জাগল মনে। একটু লজ্জা পেল মিনতি। সে যে শক্তিশালী তা জানে, রোগা হলেও কোথাও কোন হাড় বেরিয়ে নেই, বরং পেশীর আভাস টের পাওয়া যায়; এ-ধরনের একটা

কাঠামোর সঙ্গে দুর্বল মুখ মানাবে না। দূর থেকে সেটা একটু লম্বাটে দেখায়, তবে খুঁটিনাটি আর কিছু বোঝা যায় না।

কোনদিনই জানা হবে না সত্যি কেমন দেখতে সে। দেখা হলে তো। কাজেই এই কৌতূহলের কোন মানে নেই। দেখা না হওয়াটাই বোধহয় ভাল। ওর সম্পর্কে নিশ্চয়ই খুব খারাপ একটা ধারণা হয়েছে ছেলেটার। কাফির আচরণই প্রমাণ করে সে ওর স্বামী নয়, অথচ ওকে চেয়ার থেকে তুলে চুমো খেয়েছে সে। দেখা হলে নিশ্চয়ই ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাত ছেলেটা। ব্যাপারটা মিনতির জন্যে খুব অপমানকর হত।

স্যুইটে ফিরে এসে শাওয়ার সারল মিনতি, কাপড় পাল্টে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে বসল। কেন যেন সাজতে ইচ্ছে করল না। শুধু একটু লিপস্টিক লাগাল ঠোঁটে, আর কপালে ছোট একটা টিপ পরল। তৈরি হয়ে আম্মির ঘরে একবার উঁকি দিল। এখনও তিনি ঘুমাচ্ছেন। কিছু করার নেই, কাজেই একটু হেঁটে আসা যায়, এই ভেবে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল মিনতি।

ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে বসেছে হকাররা, হালকা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে মিনতি। কোন প্রয়োজন নেই, তবু রজনীগন্ধার কয়েকটা স্টিক কিনল। আগে কখনও একা বেরোয়নি, চট্টগ্রাম ওর পরিচিত শহরও নয়, কাজেই রাস্তা-ঘাট চেনে না। যে-কেউ এখন ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। পথ হারিয়ে ফেলার ভয় নয়, অন্য একটা সংকোচ আড়ষ্ট করে তুলেছে ওকে, হার্টবিট বেড়ে গেছে।

চারতলা বাড়িটার সামনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে বলতে পারবে না মিনতি। কলাপসিবল গেটটা খোলা, ভেতরে পাশাপাশি সিঁড়ি ও লিফট দেখা যাচ্ছে। দুটোর মাঝখানের দেয়ালে অনেকগুলো নেমপ্লেট। সেগুলো পড়তে চেষ্টা করল মিনতি। তিনতলায়

কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে একটা বিউটি পার্লার। চিন্তা করার খুব বেশি সময় দিল না নিজেকে, লিফটের ভেতর ঢুকে চারতলার বোতামে চাপ দিল। বিউটি পার্লার তিনতলায়, আমি যাচ্ছি চারতলায়—কেন? ভেতর থেকে যুক্তিসঙ্গত কোন জবাব পাওয়া গেল না। মাঝে মধ্যে একটু পাগলামি করা ভাল, এ-ধরনের একটা দার্শনিক অজুহাত জাগল মনে। তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা, দেখা করতেই যাচ্ছে কিনা, মুখোমুখি হলে কি বলবে, এ-সব কিছুই নিজেকে ভাবতে দিচ্ছে না।

চারতলায় এসে থেমে গেল লিফট। ফাঁকা করিডরে বেরিঁয়ে এল মিনতি। দু'পাশে সারি সারি দরজা, ফ্ল্যাট নাকি অফিস বোঝার উপায় নেই। পাশেই সিঁড়ি দেখে হার্টবিট আরও একটু বেড়ে গেল ওর। পাঁচতলা পর্যন্ত লিফট নেই, উঠতে হলে এই সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। ছেলেটা এখনও সম্ভবত ছাদে। উঠলেই দেখা হয়।

কিন্তু না। পাগলামিরও একটা সীমা আছে। অনেক হয়েছে, এবার ওর ফিরে যাওয়া উচিত। এতদূর এসে? এত কাছাকাছি এসে? যাই না, কি হবে। না, সে বোধহয় এখনও ঘুমাচ্ছে। ঘুমালে তো আরও সুবিধে, চেহারাটা একবার দেখেই ফিরে আসা যাবে, টেরটিও পাবে না। না। হ্যাঁ। না। হ্যাঁ।

আরে, এরইমধ্যে কখন যেন সিঁড়ির অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে ও! মিনতি, মুখপুড়ী, এখনও সময় আছে, পালিয়ে যা। না। তবে যা, ছাদে উঠে দাঁড়া তার সামনে। বল, দেখতে এলাম আপনি কেমন। যাবিই যখন, এত ন্যাকামি করছিস কেন?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মিনতি। ঘাম ছুটে গেছে শরীরে। সেই সঙ্গে হুঁশ ফিরে পেয়েছে। ছি, সুস্থ কোন মেয়ে এই কাণ্ড করে! সিঁড়ি বেয়ে নামার গতি বেড়ে গেল ওর।

'আপনি কি কাউকে খুঁজছিলেন?' পিছন থেকে, সিঁড়ির মাথা

থেকে, মার্জিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মিনতি। ছেলেটার চোখের ভাষা ঠিকমত পড়তে পারল না ও। চোখের তারায় ওটা কি আনন্দ চিকচিক করছে, নাকি ব্যঙ্গ? তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত মিনতি, ওকে সে চিনে ফেলেছে।

'না, মানে, আমি সম্ভবত একটা ভুল করে ফেলেছি,' বলল মিনতি। 'আমি আসলে বিউটি পার্লারে এসেছিলাম।'

'ওটা তিনতলায়। চারতলায় আমরা থাকি।'

'দুঃখিত। নেমপ্লেটটা ভালমত খেয়াল করিনি।'

মিনতি আবার ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে দেখে পিছন থেকে ছেলেটা বলল, 'আপনার ভুল হওয়ায় আমার খুশিই লাগছে। এই সুযোগে পরিচয় পর্বটা সেরে ফেলা যেতে পারে। দূর থেকে বেশ অনেক দিন হলো পরস্পরকে দেখছি আমরা, অথচ সম্পর্কটার কোন উন্নতি ঘটছে না।'

সে কি ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, সে যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, অন্য লোক সেখানে সফল হলো? নাকি এটা স্রেফ মিনতির কল্পনা? সিঁড়িতে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে ও, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'দুঃখিত, আমার তাড়া আছে।'

'তাড়া আছে মানে তো বিউটি পার্লারে যাবেন, তাই না? কিন্তু এখন মাত্র ছ'টা বাজে, নীলিমা আপা তাঁর অফিস খুলবেন আবার সেই সাতটায়।'

'তিনি কি এই বিল্ডিঙে থাকেন না?'

'না। অপেক্ষাই যদি করতে চান, আমাদের ফ্ল্যাটে এসে বসতে পারেন। কিংবা যদি ভাল লাগে ছাদেও উঠতে পারেন। আমার তো ধারণা বাগানটা আপনাকে জাদু করেছে।'

তার মুখ ও গলা দুটোই ভরাট, দুটোতেই পৌরুষের ছাপ

স্পষ্ট। এখনও ইতস্তত করছে মিনতি। কেমন মানুষ, তার সঙ্গে ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে কিনা, এ-সব না জেনে ভেতরে ঢোকা কি উচিত হবে?

'অন্তত মেহমানদারির সুযোগটা দিন, এক কাপ চা খেয়ে যান,' বলল ছেলেটা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো মিনতি। ওকে পাশ কাটিয়ে নিচের করিডরে নামল তরুণ, একটা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকতেই নরম কার্পেটে পা ডুবে গেল। জানালার পর্দা সরানো, বাইরে দিনের আলো এখনও ফুরিয়ে যায়নি। বৈঠকখানার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে মিনতি, তরুণ বলল, 'প্লীজ, বসুন। আমি ঝিলামকে চা দিতে বলি।'

অন্দর মহলে চলে গেল ছেলেটা। ঝিলাম কে? বোঝা গেল না নামটা কোন ছেলের, নাকি মেয়ের। বৈঠকখানাটা ভারি সুন্দর, সাজানোর মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতার আভাস যেমন আছে তেমনি আছে শিল্পসম্মত রুচির ছাপ। দু'সেট সোফা, একটা মেটে রঙের, অপরটা হালকা নীল। কাচের টিউব দিয়ে তৈরি করা তিনটে ট্রলি দেখা গেল, ভেতর থেকে সোনালি আলো বেরিয়ে আসছে। নিচু তেপয়ের ওপর ছোট আকৃতির বিচিত্র সব অ্যান্টিকস ফেলে রাখা হয়েছে। দেয়ালের খালি অংশে পর্দা ঝুলছে, বাকি অংশে ছবি—পেইন্টিংই বেশি, তবে ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফও আছে। ঘরের তিন কোণে তিনটে বিশাল মর্মরমূর্তি—রবি ঠাকুর, নজরুল আর মৌলানা ভাসানীর। সিলিং ছোঁয়া একটা কাঠের ফার্নিচারে চোখ আটকে গেল মিনতির। বোঝাই যায় সেগুন কাঠ। আলমিরার মত দেখতে, তবে কোন কবাট নেই, গায়ে বিভিন্ন আকৃতির তাক। নিচের তাকটা সবচেয়ে বড়, তাতে বিশাল একটা ডেক সেট।

অন্যান্য তাকে বিভিন্ন আকৃতির অ্যান্টিকস। কালো একটা ট্রলির ওপর কালার টিভিটা সম্ভবত ঊনত্রিশ ইঞ্চি, পিছনে ডিশ অ্যান্টেনার সাদা ও মোটা তার। ট্রলির নিচের সেলফে ভিসিআর। খুট করে আওয়াজ হলো, অমনি উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ঘরটা। মাথার ওপর তাকাতে স্বচ্ছ স্ফটিকের ঝাড়বাতিটা দেখতে পেল মিনতি। তারপর দরজার দিকে তাকাল ও।

ফিরে এসেছে তরুণ। একটা সোফায় শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে মিনতি। রজনীগন্ধার স্টিকগুলো কোলের ওপর।

'চা খেয়েই আপনি কিন্তু পালাতে পারবেন না,' দরজার সামনে থেকে বলল সে। 'ছাদের ওপর নিয়ে গিয়ে বাগানটা যদি আপনাকে না দেখাই, আমার অপরাধ হবে।'

হেসে ফেলল মিনতি। 'কেন, অপরাধ হবে কেন?'

সে বলতে যাচ্ছিল, আমাকে যদি না-ও হয়, আপনি নিশ্চয়ই ওই বাগানটা দেখার জন্যেই এসেছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'বাগানটা যে আপনাকে জাদু করেছে, এ আমি বেশ বুঝতে পারি। তা না হলে রোজ কেউ এভাবে তাকিয়ে থাকে।' লজ্জায় লালচে হয়ে উঠল মিনতির চেহারা। সেটা লক্ষ করে আবার বলল সে, 'না-না, বিব্রত বোধ করার কোন কারণ নেই। বাগানটা আপনার ভাল লাগায় নিজেকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে।' লাজুক একটু হাসি খেলা করছে তার ঠোঁটের কোণে, সেটা অসম্ভব ভাল লেগে গেল মিনতির। 'কারণ, ওই বাগান আমার নিজের হাতে তৈরি কিনা। কথা যা বলার একা কিন্তু আমিই বলছি। আপনি কিছু বলছেন না।' এগিয়ে এসে মিনতির সামনে একটা সোফায় বসল সে।

'কি বলব?' ক্ষীণ হাসি মিনতির ঠোঁটে। 'আমার কথাগুলো আপনিই তো বলে ফেলছেন। সত্যি, বাগানটা আমার দারুণ

লাগে।'

'ধন্যবাদ। তবে কি জানেন, আপনাদের হোটেল আর এই বাড়ির মধ্যে দূরত্বটা একটু বেশি হয়ে গেছে। সবই দেখা যায়, তবে কোনকিছুই পরিষ্কার নয়।'

মিনতির মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'আমিও ঠিক তাই ভাবতাম।' ওর চোখে কোন সংকোচ নেই, খোলা দৃষ্টিতে সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ওর এই নিঃসংকোচ খোলামেলা দৃষ্টি অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয় কাফিকে, কিন্তু সদ্য পরিচিত এই তরুণ কোন রকম অস্বস্তিবোধ করছে না, বরং আগ্রহ নিয়ে সে-ও সরাসরি তাকিয়ে থাকছে। বরং মিনতিরই প্রতিক্রিয়া হলো। তার নির্নিমেষ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে কেঁপে উঠল ওর চোখের পাতা। ওকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে ছেলেটা, অথচ ব্যাপারটার মধ্যে নির্লজ্জতার ছিটেফোঁটাও নেই। তার চোখ বা চেহারা দেখে মনে হলো না সে অসন্তুষ্ট বা হতাশ, দূর থেকে দেখে মিনতি সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছিল তার সঙ্গে সম্ভবত মিলই খুঁজে পাচ্ছে। আর মিনতি ভাবছে, ছেলেটার চেহারা বাংলা ছবির নায়কদের মত গোল না হওয়ায় আমি খুশি। প্রচলিত অর্থে সুদর্শন তাকে বলা যাবে না, তবে চেহারার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আছে আলাদাভাবে চেনার মত স্বাতন্ত্র্য। তবে দূর থেকে দেখে মাঝে মধ্যে সন্দেহ হত, ছেলেটা বোধহয় নির্লিপ্ত ও কঠোর প্রকৃতির, তা আসলে সত্যি নয়। তার গোটা অস্তিত্বের মধ্যে দৃঢ়তা ও কর্তৃত্বের ভাব থাকলেও, মানুষ হিসেবে কৌতুকপ্রিয় ও সরল লাগছে।

'আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমার জানা হয়নি,' বলল সে। 'ঠিক আছে, আগে আমার নামটা জানুন—আমি জাকি আজাদ। বাবার একমাত্র সন্তান, তিনিও আর্টিস্ট ছিলেন।'

'তিনিও?' প্রতিধ্বনি তুলল মিনতি। 'তারমানে আপনিও একজন আর্টিস্ট?'

'বিখ্যাত নই,' সামান্য তাচ্ছিল্যের সুরে বলল আজাদ। 'আঁকি বলেই চিলেকোঠাটা বড় করে তৈরি করা হয়েছে। ওখানেই আমার স্টুডিও, প্রচুর প্রাকৃতিক আলো পাওয়া যায়। সেজন্যেই বাড়িটা আমি বিক্রি করতে রাজি নই।'

'বিক্রি করবেন? এত সুন্দর একটা বাড়ি? কেন?'

'না-না, বিক্রি করব না,' বলেই অন্য দিকে তাকাল আজাদ, মিনতি যেন তার নরম কোন জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে। 'আপনার নামটা বলবেন না?'

'আমি মিনতি, শেখ মিনতি ইসলাম।'

'মিনতি? বাহ্, সুন্দর।'

নামটা তার ভাল লাগায় উত্তেজনা ও সন্তুষ্টবোধ করল মিনতি। এই নামে উঠতি এক নায়িকা আছে, এ খবর বোধহয় সে রাখে না। শুধু নামটা আর এই নামের মানুষটাকেই তার ভাল লাগছে। ওকে সে একটা মেয়ে হিসেবেই গুরুত্ব দিচ্ছে, সম্ভাবনাময়ী ফিল্ম স্টার হিসেবে নয়। হঠাৎ করে অচেনা এক তরুণের সঙ্গে নিভৃতে বসে সময় কাটানোটা দারুণ মজার বলে মনে হলো মিনতির। অনেক দিন পর এই প্রথম একজনের সঙ্গে পরিচিত হলো, যে সিনেমা লাইনের লোক নয়। এর মানে হলো, অন্য বহু বিষয়ে আলাপ করা যাবে। কাফির সঙ্গে চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথাই বলা যায় না। না, আরও একটা বিষয়ে আলাপ করতে আগ্রহী কাফি। সেটা হলো, ভালবাসা। চিন্তার এই সূত্র ধরেই কাফির বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল—'একজন শিল্পীকে সব রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আসতে হয়। একটা মেয়ের জন্যে এর অর্থ হলো—সে ভালবাসবে, ভুগবে, আবার ভালবাসবে। হৃদয়টা অবশ্যই ভাঙবে,

আবার জোড়া লাগবে, তারপরও অরক্ষিত থাকবে।' কথাগুলো তখন মন দিয়ে শোনেনি মিনতি, এখন মনে হচ্ছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

একটা ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল এক মহিলা। ট্রেটা ট্রলিতে নামাল সে, ঠেলে মিনতির সামনে নিয়ে এল। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী সে, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, বয়েস হবে চল্লিশের কাছাকাছি। আজাদ বলল, 'পরিবেশন করো, ঝিলাম।'

আচ্ছা, এই তাহলে ঝিলাম, আদিবাসি চাকরানী, আজাদের স্ত্রী নয়। সে কি বিবাহিত?

যেন মিনতির মনের কথা বুঝতে পেরেই আজাদ বলল, 'আমি এতিম তো, ঝিলামই আমার দেখাশোনা করে। এ-বাড়িতে সেই একেবারে দশ বছর বয়েসে ওকে নিয়ে আসেন আমার মা। মা নেই, কিন্তু ঝিলাম আমাকে অভাবটা টের পেতে দেয় না।'

'আপনি একা থাকেন এখানে?'

'জানি না কোন অর্থে জিজ্ঞেস করছেন। যদি জিজ্ঞেস করেন বিয়ে করেছি কিনা, উত্তরটা হলো—না। আর যদি জিজ্ঞেস করেন, এখানে আর কে থাকে, তাহলে বলব আমার সঙ্গে ঝিলাম আর লিয়া থাকে। সে অবশ্য এখন হোস্টেলে।'

ঝিলাম শুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চায়ে দু'চামচ চিনি দিই?'

'দাও,' মাথা ঝাঁকাল মিনতি। তারপর আজাদের দিকে তাকাল। 'প্রথম যেদিন হোটেলের বারান্দা থেকে বাগানটা দেখলাম, ভুলেও ভাবিনি যে এখানে আমার আসার সুযোগ হবে। বললে বিশ্বাস করবেন না দেখার শখটা কি রকম পেয়ে বসেছিল আমাকে। রীতিমত নেশা ধরে গিয়েছিল, রোজ বিকেলে তাকিয়ে না থাকলে রাতে ঘুম আসতে চাইত না।'

'আপনি কি চট্টগ্রামে বেড়াতে এসেছেন?'

'ঠিক তা নয়।' ইতস্তত করছে মিনতি, নিজের পরিচয়টা দিতে চাইছে না। সিনেমায় অভিনয় করাটা অনেকেই ভাল চোখে দেখে না, পরিচয়ের সময় অভিনেত্রী বলায় অনেক মানুষের দৃষ্টি ও আচরণ বদলে যেতে দেখেছে ও। খেয়াল করল, এখনও ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সে, যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ওর ভাল-মন্দ বা ওজন বোঝার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ আজাদ জানতে চাইল, 'আপনি আমার জন্যে বসবেন? আপনাকে আমি আঁকতে চাই। আপনি সুন্দর বলে নয়…,' হেসে ফেলল সে, 'আপনি সুন্দর কিনা বুঝতে পারছি না—তবে আপনার ফেসটা খুব ইন্টারেস্টিং।'

এতই অবাক হলো মিনতি যে কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারল না।

আজাদ তাড়াতাড়ি বলল, 'কোন অজুহাত দেখাবেন না, প্লীজ। অন্তত এ-কথা বলবেন না যে সময় নেই। আপনাকে আমি অলস সময় কাটাতে দেখেছি।'

'তা দেখেছেন, তবে একটা কাজে সত্যি আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়,' ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বলল মিনতি।

'বলছেন যখন, বিশ্বাস করলাম। তবে আপনার অলস সময়ের সামান্য একটু চাইতেই পারি আমি।'

'চাইতেই পারেন?'

'ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।' হাসছে আজাদ। 'আপনার রয়েছে বাগান দেখার লোভ, আর আমার লোভ আপনার ছবি আঁকার। আমার বাগানে যখন খুশি আসতে পারেন আপনি, বিনিময়ে আমার সামনে কিছুক্ষণ বসবেন। প্লীজ!'

কিন্তু মিনতি ভাবছে, এখানে সময় দিতে হলে আম্মি আর কাফি ভাইকে কি বলবে? মাথা নাড়ল ও। 'দুঃখিত। সত্যি আমি ব্যস্ত।

চট্টগ্রামে আমরা বেড়াতে আসিনি। এখানে আমাকে কাজ করতে হয়।'

'কি ধরনের কাজ।'

'ছবির কাজ?'

'ছবির কাজ মানে? সিনেমা?'

'হ্যাঁ।'

'ছবিতে আপনি কি কাজ করেন?'

'অভিনয়।'

'কিন্তু আপনাকে দেখে তো আমার অভিনেত্রী বলে মনে হয়নি।'

'হ্যাঁ, আপনার মত অনেক লোকই অবাক হয়,' স্বীকার করল মিনতি। 'ভাগ্যই বলতে পারেন, চেহারাটা আমার ফটোজেনিক। তাতেই উতরে গেছি।'

'অবশ্য কিছুটা আভাস পাওয়া যায় আপনার হাত নাড়ার ভঙ্গিতে।'

'বলেন কি! আমার হাত নাড়ায় নাটকীয়তা আছে? সেটা তো যাত্রাশিল্পীদের বেলায় সত্যি, অমার্জিত ও নিন্দনীয়।'

মাথা নাড়ল আজাদ। 'ভঙ্গিটা···কি বলব···গ্রেসফুল। স্বতঃস্ফূর্ত, এবং অবশ্যই মার্জিত, কৃত্রিম বা আড়ষ্ট কোন ভাব থাকে না, কাজেই নিন্দনীয় বা নিম্নমানের নয় মোটেই। আমি ওই হাত দুটোর স্কেচ করতে চাই। আর্টিস্টিক, সফট অ্যাণ্ড বিউটিফুল।'

চায়ের কাপটা ট্রলিতে নামিয়ে রেখে হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ রাখল মিনতি। সাড়ে ছ'টা বাজতে চলেছে, মনে মনে আঁতকে উঠল। 'চলুন, আপনি না আমাকে বাগান দেখাবেন?'

'হ্যাঁ, চলুন,' বলে সোফা ছাড়ল আজাদ, তারপর যেন কৌতুকের সুরেই জানতে চাইল, 'হাতের ওগুলো কি নিজের জন্যে

কিনেছেন, নাকি কাউকে দেবেন বলে?'

মুঠোয় ধরা রজনীগন্ধার স্টিকগুলোর দিকে চোখ নামাল মিনতি। 'না, কিছু ভেবে কিনিনি,' বিব্রত দেখাল ওকে। দাঁড়াল, চোখের পাতা কেঁপে উঠল, তারপর কি করছে ভাল করে না বুঝেই সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরল ওগুলো। 'আপনি নেবেন?'

যেন মনে হলো অভিভূত হয়ে পড়েছে আজাদ। স্টিকগুলো নিয়ে বুকের কাছে ধরে থাকল সে। খুব নরম সুরে শুধু বলতে পারল, 'ধন্যবাদ। আসুন।'

সিঁড়ি বেয়ে বাগানে ওঠার সময় মনে মনে নিজের চুল ছিঁড়ছে মিনতি। এ কি করলাম! ফুল দিলাম তাকে! ছি-ছি, কিনা কি ভাবল। নির্লজ্জের মত সরাসরি তার বাড়িতে চলে এসেছি, তার সঙ্গে একা বসে চা খেয়েছি, না চাইতেই দিয়ে বসেছি ফুল। আসলে হয়েছেটা কি আমার? চিনি না, জানি না, অথচ এমন ভাল লেগে গেল যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে হবে! তোর উদ্দেশ্যটা কি বল তো? নিজেও কি জানিস ঠিক কি চাইছিস?

নিজেকে বদ্ধ উন্মাদ মনে হলো মিনতির। ভাবল, সে যদি জানে আমি কি চাইছি, নির্ঘাত আমাকে কলঙ্কিনী ভাববে। কলঙ্কিনী, অসতী, চরিত্রহীনা ইত্যাদি যত খারাপ বিশেষণ এক শ্রেণীর মেয়েদের জন্যে প্রযোজ্য তার সবই ভাববে। হ্যাঁ, সে যা ভাববে তা মিথ্যেও হবে না। কিন্তু মজা হলো, আমি কি ভাবছি তা চিরকাল গোপন থাকবে, কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে আমি কত ভাল। কিন্তু ভেতরে বিচিত্র সব সাধ আর গর্হিত সব লোভ ডালপালা বিস্তার করছে। কি করব, এ তো আর ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু তারমানে এই নয় যে আমি নষ্টা একটা মেয়ে। জন্মসূত্রে যে পবিত্রতা পেয়েছি, অর্থাৎ শিশুকন্যা হিসেবে যে পবিত্রতা থাকে, সেটা আমি গত বাইশটা বছর পাহারা দিয়ে

রেখেছি, কোনদিন হারাবার কথা ভুলেও ভাবিনি, অথচ আজ তোমাকে দেখে কি হলো আমার যে সব দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে চাইছি? ঈশ্বর সাক্ষী, এই দান করতে চাওয়ার মধ্যে নষ্টামি নেই, আছে শুধু তোমার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, তোমার ভেতর নিঃশেষে হারিয়ে যাবার তীব্র আকুতি। তুমি যদি শয়তান হও, হে যুবক, আমাকে নষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছ তুমি। কিন্তু জেনো, তুমি শয়তান জানলে এরকম পাগল করা ভালবাসা আমার ভেতর জন্ম নিত না—সেক্ষেত্রে তোমার ভেতর নিজেকে আমি দেখতে চাইতাম না, আমার ভেতরও তোমাকে আমি পেতে চাইতাম না।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের ভেতর ছিল মিনতি। কাচঘেরা চিলেকোঠায় উঠে এসে ওর সংবিৎ ফিরল। ধারণা ছিল না ঘরটা এত বড় হবে। একপাশে একটা ডিভান দেখা গেল। ছবি আঁকার সরঞ্জাম আরেক পাশে। সব এত সুন্দর গোছানো, চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সব শিল্পীই আত্মভোলা ও আগোছাল হয় না। চিলেকোঠায় দাঁড়ায়নি আজাদ, কাজেই তার পিছু নিয়ে বাগানে বেরিয়ে আসতে হলো মিনতিকে। সূর্য ডুবছে, চারদিকে ঠাণ্ডা ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। বাগানে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই হোটেল মাধুরীর দিকে দৃষ্টি ছুটে গেল ওর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের চারতলা স্যুইটের ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এলেন বনিতা, এ-বাড়ির ছাদের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর সঙ্গে কাফিও রয়েছে।

মিনতির দৃষ্টি অনুসরণ করে আজাদও সেদিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। একটা গোলাপ ঝোপের আড়ালে সরে এল মিনতি, চায় না হোটেল থেকে তারা ওকে দেখে ফেলুক। এখানে আসার কারণে লজ্জিত নয় মিনতি, বরং আসাটা হঠাৎ করে

অতি গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান বলে মনে হলো। দেখে ফেললে জেরা করবে ওরা, এবং তাতে এখানে ওর আসার গুরুত্ব ও মূল্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কাফিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে আজাদ। তাকে সে চিনতে পারছে। ঘণ্টাখানেক আগে এই লোকই মিনতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এমন কি এত দূর থেকেও পরিষ্কার টের পাওয়া গেছে মিনতিকে জোর করছিল সে, হয়তো চুমো খাবারই চেষ্টা ছিল সেটা। খেয়েছে কিনা বলতে পারবে না, কারণ লোকটা তার দিকে পিছন ফিরে ছিল। তবে মিনতি যে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল, এটা সে দেখেছে। লোকটা সম্পর্কে আগ্রহ হলো তার। জানা দরকার মেয়েটার জীবনে লোকটার কতটুকু গুরুত্ব।

বনিতা আর কাফি ঝুল-বারান্দা থেকে ঘরের ভেতর চলে গেল। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে মিনতি বলল, 'এবার আমাকে যেতে হয়।'

'কেন? নীলিমা আপার পার্লারে চুল কাটবেন?'

বিউটি পার্লারের কথা ভুলেই গিয়েছিল মিনতি। হেসে ফেলে মাথা নাড়ল ও, বলল, 'এখন আর সময় নেই। আজ রাতে আমার শূটিং আছে।'

'তাহলে তো আরও কিছুক্ষণ থাকতে বলতে পারি না,' ম্লান সুরে বলল আজাদ। 'তবে অনুরোধটা করতে পারি—আবার আসবেন, প্লীজ। আমি সত্যি আপনাকে আঁকতে চাই। অলস সময়ের সামান্য একটু দিলেই হবে।'

'ঠিক আছে, আসব,' চোখ নামিয়ে বলল মিনতি।

'বসবেনও তো?'

'এত করে যখন বলছেন।' হেসে ফেলল মিনতি।

ওকে নিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে এল আজাদ, তার ইচ্ছে

হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। মিনতি বলল, তার কোন দরকার নেই। বিদায় নিয়ে ফিরছে ও, যতক্ষণ দেখা গেল তাকিয়ে থাকল আজাদ। তারপর উঠে এল চিলেকোঠায়, হাতের স্টিকগুলো এখনও বুকের কাছে ধরে আছে।

চিলেকোঠায় উঠেই কাজ শুরু করল আজাদ, কিন্তু কয়েক মিনিট পর উপলব্ধি করল ভাল আঁকতে পারছে না। রঙ-তুলি ফেলে বাগানে বেরিয়ে এল সে। মাধবীর ঝুল-বারান্দায় কেউ নেই, দরজাটা বন্ধ। ছাদের কিনারায় চলে এল সে, তাকিয়ে থাকল হোটেলটার গেটের দিকে। কিছুক্ষণ পর গেট দিয়ে বেরিয়ে এল বড় একটা প্রাইভেট কার, ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে মিনতির সঙ্গে ঝুল-বারান্দায় দেখা সেই লোকটা। লোকটার পরিচয় তার জানা নেই, তবে সে যে-ই হোক, আজাদের তাকে পছন্দ নয়। গাড়িটা চলে যাবার পর আবার ইজেলের সামনে ফিরে এল সে, কাজে মন বসাবার চেষ্টা করল।

সে ভাবছে, এরকম বিষণ্ন হয়ে ওঠার কোন মানে হয় না। শ্যামলীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর এই প্রথম এ-ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করছে সে। আশ্চর্য, ঠিক এই সময় তার শ্যামলীর কথা মনে পড়বে কেন? শ্যামলী মানে তো অতীত, তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সময়। বিরাট ধনী এক সিল্ক মিলের মালিককে বিয়ে করেছে ও, সেই সূত্রে বিত্তই শুধু নয়, অর্জন করেছে সামাজিক মর্যাদা ও জাগতিক সমস্ত সুখ, যা কিনা আজাদ ওকে দিতে পারত না। সেজন্যেই ঢাকার কমার্শিয়াল আর্ট গ্যালারি বিক্রি করে দিয়ে চট্টগ্রামে চলে এসেছে সে। অবশ্য এখানে চলে আসার পিছনে আরও একটা কারণ ছিল।

চট্টগ্রাম এটা ওদের পারিবারিক বাড়ি। বাবা ও কাকা, দুই ভাই মালিক। কাকা আমেরিকায় অধ্যাপনা করতেন, স্ত্রী মারা যাবার পর

মেয়ে লিয়াকে নিয়ে একাই ওখানে থাকতেন তিনি। কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার ধরা পড়ার পর লিয়াকে তিনি ভাই-ভাবীর কাছে পাঠিয়ে দেন, সে-ও আজ দশ বারো বছর আগের কথা। লিয়ার চট্টগ্রামে আসার তিন বছর পর আজাদের মা মারা গেলেন, গত বছর মারা গেলেন বাবা। বাড়িটা যেহেতু পারিবারিক সম্পত্তি, অভিভাবকরা মারা যাবার পর লিয়া ও আজাদই এখন এটার মালিক। লিয়ার বয়েস মাত্র আঠারো, আজাদের চেয়ে দশ বছরের ছোট সে। বাবা মারা যাবার পর লিয়া এ-বাড়িতে একা থাকে কিভাবে, কাজেই ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে আসার দরকার ছিল আজাদের। সে ছাড়া লিয়াকে দেখেশুনে রাখবে এমন কেউ নেই। শ্যামলী তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবার পর ঢাকা ছাড়ার একটা তাগাদাও অনুভব করছিল সে।

চট্টগ্রামে আসার পর খুব যে শান্তিতে আছে আজাদ, তা নয়। শ্যামলীর কথা আজকাল তত ভাবে না সে, তবে লিয়াকে নিয়ে নানা ধরনের সমস্যায় ভুগতে হয় তাকে। লেখাপড়ায় একদমই মন নেই মেয়েটার, অথচ সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। হোস্টেলে তার এত রকম দুর্নাম যে মাঝে মধ্যে লজ্জায় অপমানে মুখ লুকাতে ইচ্ছে করে তার।

ঝিলাম অবশ্য বলেছে, লিয়াকে বাড়িতে এনে রাখলে সে-ই তার দেখাশোনা করবে। কে জানে, ঝিলামের কথা শুনতেও পারে, ছোটবেলায় তার কাছেই তো মানুষ হয়েছে লিয়া। তবে লিয়ার দায়িত্ব কাঁধে চাপায় আজাদ যে অসন্তুষ্ট, তা নয়। বয়েস কম, একটু বেশি ছটফটে, তা বললে কি হবে, চাচাতো বোন তো বটে। সে জানে, লিয়ার বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যেহেতু সে নিজে কোন দিন বিয়ে করে সংসারী হবে না, যতদিন না বিয়ে হচ্ছে লিয়ার দায়িত্ব বহন করা তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। তাছাড়া,

লিয়াকে সে খুবই স্নেহ করে।

হঠাৎ আজাদ আবিষ্কার করল, তুলি ফেলে দিয়ে পেন্সিল দিয়ে একটা কাগজে স্কেচ এঁকেছে সে। ঝুঁকে দেখল, একটা হাত। হাতটা এক রমণীর, অর্থবহ ভঙ্গিমায় সামনের দিকে প্রসারিত, আঙুল-গুলোয় নাচের মুদ্রা, খুবই প্রাণবন্ত আর আকর্ষণীয় লাগছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আজাদ। এই হাত মিনতি নামে এক রহস্যময়ী তরুণীর হাত, তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

দুই

'কাট!' চেঁচিয়ে উঠল কাফি।

ক্যামেরা স্থির হলো, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, কৃতজ্ঞচিত্তে আড়মোড়া ভাঙল মিনতি। আজকের মত এখানেই শূটিং শেষ। সারা শরীর টনটন করছে ব্যথায়। পুরো দৃশ্যটায় হাসপাতালের বেডে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শুয়ে থাকতে হয়েছে ওকে—রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করছে একটা মেয়ে, অসীম তার ধৈর্য, তবে ভয় আর হতাশারও কোন সীমা নেই। অভিনয়ে শুধু চোখ ব্যবহার করতে হয়েছে মিনতিকে, ক্লোজ-আপে। কাফিকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করে ওই হতাশা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে ও।

মিনতি জানে ওর ওপর খুব খুশি কাফি। 'লক্ষ্মী মেয়ে,' শান্ত গলায় বলল সে। 'দৃশ্যটায় তোমার অভিনয় ভারি চমৎকার হলো। কি ঘটেছিল বলো তো? সকালে তো কত চেষ্টা করেও পারলে না।'

হ্যাঁ, সত্যি একটা অদ্ভুত জাদুময় ঘটনা ঘটেছে। জীবনে এই প্রথম একজনকে ভালবেসে ফেলেছে মিনতি। ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে মৃদু চাপ দিল কাফি। 'প্রতিটি দৃশ্যে এরকম অভিনয় করো, রকেটের মত সবাইকে ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যাবে। দেখে মনে হলো না অভিনয় বা অনুকরণ করছ। মনে হলো নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ওই চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছ।' মুচকি হাসল কাফি। 'তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে গাড়িতে উঠে বসো, তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি কোথাও থেকে। গ্রিল হাউসে যাওয়া যেতে পারে, কি বলো?'

একা হতে ইচ্ছে করছিল মিনতির, ড্রেসিং রূমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু ওখানে আগেই চলে এসেছেন বনিতা। 'ক্লান্ত নাকি, মিনতি?' নরম, আদর মাখা গলায় জানতে চাইলেন তিনি।

'সামান্য।'

'স্বাভাবিক। এরকম মন ঢেলে অভিনয় করলে শক্তি ক্ষয় হয়। সত্যি, তোকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। অভিনয় কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছিস।'

মিনতি কিছু বলল না।

'কি রে, কিছু বলছিস না কেন?' বনিতা হাসলেন। 'তোর সঙ্গে আলাপ করার জন্যেই না এখানে এসে···।'

'কিসের আলাপ, আম্মি?'

'মা-মেয়ে কথা বলবে, তার আবার আলোচ্যসূচী থাকতে হবে নাকি?' এখনও হাসছেন বনিতা। 'বিকেলে শপিং করতে গেলি, অথচ ফিরে এলি খালি হাতে, আমার জানতে ইচ্ছে করে না, ব্যাপারটা কি?'

'আমি শপিং করতে যাইনি। একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।'

'আর হাঁটতে বেরিয়ে ছাদের ওপর বাগানটাও একবার দেখে

এলি, তাই না?' প্রশ্নটায় কৌতুক আনার চেষ্টা করলেন বনিতা।

'এলাম দেখে, তাতে ক্ষতিটা কি হলো?'

'তুই যে ছেলেটাকে চিনিস তা আমার জানা ছিল না।'

'কে বলল চিনতাম? আজই প্রথম পরিচয় হলো।' ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে এল মিনতি। 'আম্মি, প্লীজ, এ-ব্যাপারে আমাকে তুমি কোন প্রশ্ন কোরো না।' বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বনিতা। ভাবছেন, মিনতি কি তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে? সে ক্ষেত্রে ওর লাগাম টেনে ধরতে হবে। এমন একটা পেশায় রয়েছে ও, যেখানে কোন ডাইভারশান থাকা চলবে না। আগে সাফল্য আসুক, ছবিটা শেষ হোক, শুধু তারপরই সুখ আর আনন্দ পাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে ওকে—তা-ও কাফির সঙ্গে।

ড্রেসিংরুমের দরজায় নক হলো, ভেতরে উঁকি দিল কাফি। 'কোথায় ও?'

ইঙ্গিতে বাথরুমটা দেখালেন বনিতা। 'গোসল করছে। ওকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে, বাবা। মেজাজ বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।'

'ও কিছু না, ক্লান্ত।' ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল কাফি।

বনিতা ভাবছেন, যা হবার হয়েছে, মিনতিকে দ্বিতীয়বার আর ওই পাঁচতলা বাগানে যেতে দেয়া উচিত হবে না। ভাগ্যিস তিনি একাই ছেলেটার সঙ্গে মিনতিকে বাগানে ঢুকতে দেখেছিলেন। কাফিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঝুল-বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে আসেন। কাফি দেখে ফেললে কি ভাবত!

কাফি বলল, 'আণ্টি, মিনতিকে নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছি আমি। আপনার অনুমতি আছে তো?'

'কি বলছ! তোমরা বেড়াতে যাবে, আমার অনুমতি লাগবে কেন।'

ফেরার পথে বনিতা আর কাফিই শুধু কথা বলল; মিনতি চুপ করে আছে। বনিতাকে হোটেলে নামিয়ে দেয়া হলো। গ্রিল হাউসে খেতে বসেও মিনতি কথা বলছে না দেখে কাফি বলল, 'খাওয়া শেষ হলে চলো হোটেলে ফিরে যাই। আরেক দিন বেড়ানো যাবে, তুমি আজ সত্যি খুব ক্লান্ত।'

সামান্য হলেও বিবেকের দংশন অনুভব করল মিনতি। খুব যে ক্লান্ত লাগছে, তা নয়; কোন কিছুতে আনন্দ না পাবার কারণটা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। 'সত্যি দুঃখিত, কেন যেন কিছুই ভাল লাগছে না।'

মিনতির হাতে হাত রাখল কাফি। 'কাল অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাবে তুমি, কেমন? সকালে কোন শূটিং রাখছি না। রেন্ট-আ-কার থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব, ড্রাইভারও থাকবে, পতেঙ্গা সী-বীচ থেকে ঘুরে আসতে পারো। শরীর ও মন, দুটোই ভাল হয়ে যাবে।'

হোটেলের চারতলায় উঠে করিডরে দাঁড়াল কাফি, মিনতির হাতটা ধরল। মৃদু চাপ দিল সে, কিন্তু মিনতি সাড়া দিল না। সেজন্যে অবশ্য কাফি উদ্বিগ্ন হলো না। নিজেদের স্যুইটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে মিনতি, সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। তার জানা আছে, মিনতির জীবনে অন্য কোন পুরুষ এখনও সেভাবে আসেনি। প্রেমটা এখনও হয়তো একতরফা, তবে ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে মিনতির ভালবাসা আদায় করা সম্ভব, এ আত্মবিশ্বাস তার আছে। ওর মা বনিতা তাকে সাহায্য করছেন, এটাও একটা প্লাস পয়েন্ট। আণ্টি লক্ষ রাখবেন তার যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না জোটে।

স্যুইটে ঢুকে নিজের কামরায় না ঢুকে সরাসরি ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল মিনতি। পাঁচতলার বাগানটা অন্ধকার, তবে চিলে-কোঠার ভেতর আলো জ্বলছে। সামনে গাছপালা থাকায় কাচের দেয়ালের ভেতর দৃষ্টি পৌঁছায় না। মিনতি ভাবল, এত রাতে চিলেকোঠায় কি করছে আজাদ? ছবি আঁকছে নাকি? কার ছবি?

হঠাৎ তার আঁকা ছবিগুলো খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। চিলেকোঠায় পা রাখলেও, ছবিগুলো দেখা হয়নি। কেমন আঁকে সে? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কাল একবার যাবে ও। যেতে তো বলেইছে।

পরদিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এল মিনতি। ওকে দেখে আজাদ অবাক হলো কিনা বোঝা গেল না, তবে খুব খুশি দেখাল তাকে। 'সকাল সকাল এসে ভাল করেছেন। সকালের আলোর অন্য রকম বৈশিষ্ট্য আছে।' ওকে নিয়ে সরাসরি চিলেকোঠায় উঠে এল সে।

ভেতরে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল মিনতি। অনেকগুলো ক্যানভাস দেখা যাচ্ছে। যেমন আশা করেছিল, আজাদের কাজ অত্যন্ত রঙচঙে ও জমকালো, প্রতিটি ছবি এত বেশি জ্যান্ত ও মূর্ত যে বিস্মিত না হয়ে পারল না মিনতি। ইচ্ছে ছিল ঘুরেফিরে দেখবে সব, কিন্তু আজাদ ওকে সুযোগ দিল না। ছোট একটা মঞ্চে বসিয়ে ওর সামনে কাশ্মীরী কয়েকটা শাল রাখল, সেগুলো থেকে বেছে নিল একটা ময়ূরকণ্ঠী, উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণের সমাহার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। 'আপনার চুল এত কালো, শালের বর্ধিত অংশ বলে মনে হবে,' শালটা মিনতির গায়ে যত্ন করে জড়িয়ে দেয়ার সময় বলল আজাদ। পিছিয়ে এসে কেমন লাগছে পরীক্ষা করল আধবোজা চোখে, তারপর হাসি মুখে ইজেল সেট করে কাজ শুরু করে দিল।

ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে অভ্যস্ত, কাজেই মিনতি কোন

রকম আড়ষ্টবোধ করছে না। তবে কাফির সঙ্গে আজাদের পার্থক্যটা স্পষ্ট টের পাচ্ছে। নতুন ভঙ্গিতে উত্তেজক ক্যামেরা শটের জন্যে সব সময় অস্থির হয়ে থাকে কাফি, একের পর এক নির্দেশ দিয়ে খাটিয়ে মারে মিনতিকে। আর আজাদ ওকে আরাম করে বসতে বলল, বলল ইচ্ছে হলে হাসুন। পরিবেশটা ঘরোয়া, কয়েক ডজন চোখ মিনতির ওপর স্থির হয়ে নেই।

একটু বেলা হতে কেক আর কফি দিয়ে গেল ঝিলাম, মঞ্চের ধাপে আজাদের পাশে বসে খেলো মিনতি। তখনই কিশোরী এক মেয়ের পোর্ট্রেইটের ওপর চোখ পড়ল ওর। বয়েস কম হলে কি হবে, রূপ তো নয়, যেন আগুন জ্বলছে। অন্যান্য ছবির সঙ্গে দেয়ালের গায়ে কাত করা রয়েছে সেটা। মেয়েটাকে খুব চঞ্চল লাগছে ছবিতে, মুখ এত সজীব যেন এখুনি হেসে ফেলবে বা কথা বলে উঠবে, টিউলিপ ফুলের কুঁড়ির মত আকৃতি। ওই কুঁড়ি যখন পুরোটা ফুটবে, কল্পনা করা যায় না কি সুন্দর হবে সেই ফুল…। আবার বসার পর সারাক্ষণ শুধু ওই মেয়েটার কথাই ভাবল মিনতি। তার আরও অনেক ছবি রয়েছে আজাদের স্টুডিওতে, সবগুলোই অতি যত্নের সঙ্গে নিখুঁতভাবে আঁকা। কে মেয়েটা? আজাদের কোন মডেল? নাকি এই মেয়েটাকে ভালবাসে সে? চিন্তাটা বিষণ্ন করে তুলল মিনতিকে, মন সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরে ওকে ছাড়ল না আজাদ, জোর করে খেতে বসাল। খাওয়ার পাট চুকতে টেবিল পরিষ্কার করে নিচে নেমে গেল ঝিলাম। মঞ্চের ওপর, মিনতির পিছন দিকে, কয়েকটা বালিশ রাখল আজাদ, বলল, 'হেলান দিয়ে আরাম করে বসুন, তারপর আপনার গল্প শোনান আমাকে।'

'আমার কোন গল্প নেই। আমি মিনতি, বাইশ কি তেইশ বছর বয়েস, প্রথম ছবিতে অভিনয় করার জন্যে ঢাকা থেকে এসেছি।

আর কি বলার আছে? বরং আপনার গল্প শোনান।'

'আমার গল্প একেবারেই ইন্টারেস্টিং নয়,' হাসিমুখে বলল আজাদ। 'বয়েস ত্রিশ হতে আর বেশি দেরি নেই, সিগারেট খাই, মাঝে মধ্যে বিয়ারও খাই, প্রচুর বই পড়ি, গান শুনি, আর যখন কিছু ভাল লাগে না একা একা রাত জাগি। জানেন, নৌকা চালাবার খুব শখ আমার। মুড ভাল থাকলে প্রায়ই ফয়েজ লেকে চলে যাই, নৌকো ভাড়া নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই।'

'নৌকো চড়েন! বাহ, ভারি মজার ব্যাপার তো। শুনে মনে হচ্ছে আমারও ভাল লাগবে।'

'তাহলে চলুন না একদিন।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মিনতির। 'আজ আমার পতেঙ্গায় সমুদ্রস্নানে যাবার কথা।'

'শুনে মনে হচ্ছে কারও নির্দেশ ছিল··· কিংবা আমন্ত্রণ।'

হেসে উঠল মিনতি। 'কোনটাই না। পতেঙ্গায় নিয়ে যাবে বলে আমার জন্যে একটা গাড়ি রাখা হয়েছে।'

'তাহলে যাননি কেন?'

'তারচেয়ে মনে হলো এখানে এলে ভাল লাগবে,' সত্যি কথাটা বলতে কোন দ্বিধা করল না মিনতি।

মিনতির হাত ছুঁলো আজাদ। ক্ষণিকের হালকা স্পর্শ, তবে সংযোগটা মিনতিকে কাঁপিয়ে দিল। 'শুনে ভাল লাগল,' বলল আজাদ। 'আমি আশা করছিলাম আপনি আসবেন।'

অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল সে। শার্টের ভেতর তার কাঁধের পেশী ফুলে উঠতে দেখল মিনতি। এই লোকের শারীরিক শক্তিতে যেন জাদু আছে, মিনতিকে প্রবল আকর্ষণ করে, আবার এক ধরনের অস্বস্তিতেও ফেলে দিচ্ছে। আজাদ বলল, 'কাজটা আবার ধরি আমি। আপনি যতক্ষণ বিশ্রাম নেবেন, ছবিটার অন্য

কাজগুলো সেরে ফেলি।'

চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে মিনতি, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। একটা কথা ভেবে মনে মনে খুবই অবাক হলো—সদ্য পরিচিত আজাদের সামনে ঘুম পাচ্ছে ওর, অথচ কাফির উপস্থিতিতে এটা কখনই হয় না। তবে নিজেকে চোখ রাঙাল, এ্যাই, খবরদার, ঘুমাবি না। যেন ওর সমস্যার কথা বুঝতে পেরেই একটা ট্রেতে করে কফি পট নিয়ে হাজির হলো ঝিলাম। ওদেরকে রেখে নিচে নেমে গেল আজাদ।

'কোথায় গেলেন উনি?' এক সময় জিজ্ঞেস করল মিনতি।

'এখুনি এসে পড়বে, রঙ কিনতে গেছে। তুমি আবার বসবে তো, আপামণি?'

ইতিমধ্যে মিনতির জানা হয়ে গেছে ঝিলামকে এ-বাড়িতে চাকরানী বলে মনে করা হয় না, পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে দেখা হয়। 'উনি যদি চান,' জবাব দিল ও।

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা দোলাল ঝিলাম। 'ভালই হলো। লিয়া যখন থাকে না, তার জায়গায় তোমার মত একজনকেই দরকার ওর।'

'লিয়া কে?'

ঝিলামের চোখে গর্ব ও স্নেহ ফুটে উঠল। 'লিয়া কে? লিয়া হলো চট্টগ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে—হয়তো বলা উচিত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।'

নিজের অজান্তেই সেই পোর্ট্রেইটটার দিকে চোখ চলে গেল মিনতির।

ঝিলাম বলল, 'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। আজাদ ওর অনেক ছবি এঁকেছে। আঁকবে না, ওকে যে সে ভালবাসে। লিয়া পোজ দেয়, সে-ও তো ওই একই কারণে।'

'ও। তাহলে কি ওদের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে?' অনেক কষ্টে

প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে পারল মিনতি।

'তা হয়নি, তবে ও-সবের কোন দরকারও নেই। বুঝলে না, ঘটনাটা ওদের হৃদয়ে ঘটে গেছে। আর একটু বয়েস হোক, এ-বাড়িরই বউ হয়ে থেকে যাবে লিয়া। ওর মাত্র আঠারো চলছে। আর মাত্র কয়েকটা মাস, উনিশে পা দিলেই বিয়েটা হয়ে যাবে।'

এই মুহূর্তে বিদায় নিতে চাওয়াটা দৃষ্টিকটু ও অভদ্রতা, তবু উঠে পড়ল মিনতি। আজাদ না ফেরা পর্যন্ত ওকে আটকে রাখার অনেক চেষ্টা করল ঝিলাম, কিন্তু রাজি হলো না ও, বলল, 'খুব গরম পড়েছে, যাই পতেঙ্গা থেকে একটু ঘুরে আসি।'

ঝিলাম হাসল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আজাদকে বলব সাগরে গোসল করতে গেছ তুমি।'

হোটেলে ফিরে মিনতি খেয়াল রাখল আম্মির যাতে ঘুম না ভাঙে, একটা ব্যাগে কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল স্যুইট থেকে। কাফির কথার কোন নড়চড় হয় না, ওর জন্যে রেন্ট-আ-কার কোম্পানীর একটা গাড়ি ঠিকই হোটেলের পার্কিং-লটে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। রিশেপসনে গাড়ির নম্বর রেখে গেছে সে, জেনে নিয়ে পার্কিং-লটে চলে এল মিনতি।

সত্যি খুব গরম পড়েছে; সাগরসৈকতে প্রচুর লোক। তবে বেশিরভাগই তারা হাওয়া খেতে এসেছে, অবগাহন বা সন্তরণলোভীদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করে আনন্দ ও স্বস্তিবোধ করল মিনতি, সৈকতের একটা অংশ মেয়েদের জন্যে সম্ভবত আলাদা করে রাখা হয়েছে, পুরুষদের সেখানে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। অনেকেই পানিতে নেমেছে, প্রায় সবাই তারা বিদেশী ট্যুরিস্ট। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাপড় পাল্টাল মিনতি, সুইমস্যুট পরে নেমে পড়ল পানিতে। একটা বেসরকারী পর্যটন কোম্পানী এখানে রাবারের ভেলা ভাড়া দেয়ার

ইজারা নিয়েছে, সেই ভেলায় চড়ে অনেকেই তীর থেকে বেশ খানিক দূরে চলে যাচ্ছে, দেখে মিনতিরও লোভ ও উত্তেজনা জাগল। সাঁতার জানে, কাজেই ভেলা থেকে পড়ে গেলেও ডুবে মরবে না। তবু ভয় ভয় লাগল, কারণ কোন ভেলাতেই একা কোন মেয়ে নেই, সঙ্গে একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী আছে। কিন্তু ও তো একা।

তবু লোভটা দমন করতে না পেরে একটা ভেলা ভাড়া করল মিনতি। তীর থেকে দূরে যেতে সাহস হলো না, কোমর সমান পানিতে ভেলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কাজটা করে ফেলে এখন লজ্জা লাগছে ওর। সবাই দেখছে ওকে। এখন ভয় লাগলেও ভেলায় চড়ে খানিক দূরে যেতে হবে ওকে, তা না হলে সম্মান থাকে না। মনটাকে শক্ত করে উঠে পড়ল ভেলায়। বৈঠা চালিয়ে এগোচ্ছে, তবে সারাক্ষণ লক্ষ রাখছে তীর থেকে কতদূর এল।

ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে ভেলা। আগের চেয়ে একটু যেন বেশিই দুলছে। তারমানে কি গভীর সাগরে চলে এসেছে ও? না, আর এগোনো উচিত হবে না। দ্রুত বৈঠা চালিয়ে ফিরতি পথ ধরতে চেষ্টা করল মিনতি। কিন্তু ভেলা শুধু সামনে এগোয়, বাঁক নেয় না। মহা মুশকিলে পড়া গেল। ভেলা কিভাবে ঘোরাতে হয় জানা নেই ওর। ঠিক আতঙ্ক নয়, একটু ভয় ভয় করছে, আর অসহায় লাগছে। বিপদ হবার আগে কিছু একটা করা দরকার। আশপাশে কেউ নেই, কাজেই কারও সাহায্য চাওয়া যাবে না। অবশ্য চিৎকার করতে পারে মিনতি। অন্য কেউ যদি সাহায্য করতে না-ও আসে, ভেলার যারা মালিক তাদের কেউ না কেউ ঠিকই ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

চিৎকার করতে হলো না, মিনতি দেখল তীর থেকে সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে আসছে আরেকটা ভেলা। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নানা ভঙ্গিতে বৈঠা চালাল ও, কারও সাহায্য ছাড়াই ভেলাটা

ঘুরিয়ে নিতে পারে কিনা শেষবারের মত দেখছে। নিজের কাজে খুব ব্যস্ত, সাহায্যকারী ভেলাটা কাছে চলে এলেও খেয়াল করেনি মিনতি। পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে ঝট করে ঘাড় ফেরাল।

'আমাকে আপনার জানানো উচিত ছিল সাঁতার কাটতে আসবেন।'

'আপনি!' ভেলায় আজাদকে দেখে চিৎকার করে উঠল মিনতি। আনন্দে ও স্বস্তিতে হাসতে শুরু করে আর থামতে পারছে না। আজাদ ওর পাশে চলে আসতে কোন রকমে দম নেয়ার জন্যে থামল। তারপর বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ফিরে এসে আপনি কাজে বসবেন। ঝিলাম বলল আপনি রঙ কিনতে বেরিয়েছেন।'

'মডেল পালালে কাজে আর মন বসে?' হাসছে আজাদ, রোদ লেগে মুক্তোর মত ঝকঝক করছে তার দাঁত। খালি গা, চকচকে তামাটে রঙ, তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টি ফেরাতে সমস্যা হচ্ছে মিনতির। পেশীগুলো এত স্পষ্ট, ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। খালি গায়ে অনেক বডি বিল্ডারকে দেখেছে ও, কিন্তু কই, তাদেরকে তো ছুঁতে ইচ্ছে করেনি! 'তাছাড়া, আপনি পালিয়ে এসে ভালই করেছেন। তা না হলে কি আপনার পিছু নিয়ে এখানে আসা হত আমার? কোন দুঃখে সারাদিন আমরা একটা ঘরের ভেতর বন্দী থাকব? আপনি আবার কাল বসবেন।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে? কে বলল কাল আমার সময় হবে?'

'কেউ বলেনি। আমি ধরে নিচ্ছি। আশা করতে দোষ কি, বিশেষ করে আশা আর স্বপ্নই যেখানে বাঁচার মন্ত্র।'

'সেক্ষেত্রে আপনার আশা আর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, কারণ কাল আমার লম্বা শূটিং আছে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।'

'আমি অপেক্ষা করতে জানি,' জবাব দিল আজাদ। 'আপনার অনুপস্থিতিতেও ইজেলে অনেক কাজ আছে আমার।'

আজাদের দিকে তাকিয়ে থাকল মিনতি। মানুষটার কথায় দৃঢ়তা আছে, কাফি ভাইয়ের মত জেদ নেই। তার এই দৃঢ়তা বা শক্তিই কি ওকে মুগ্ধ করছে? হঠাৎ করে বুঝতে পারল মিনতি, কেন লিয়া তাকে ভালবাসে। সম্পর্কটা যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে না যায়, ও-ও তাকে ভাল না বেসে পারবে না। না, ভুল হলো। এরইমধ্যে তার প্রেমে পড়ে গেছে ও। হেসে ফেলল মিনতি, বলল, 'জানেন, ভেলাটা না আমি ঘোরাতে পারছিলাম না। এত ভয় পেয়েছিলাম, চিৎকার করে কারও সাহায্য চাইব কিনা···।'

'সেটা বুঝতে পেরেই তো ছুটে এলাম, তা না হলে তীরে বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করতাম। চলুন, ফেরা যাক।' হাত দিয়ে ধরে মিনতির ভেলাটা ঘুরিয়ে দিল আজাদ।

বৈঠা চালিয়ে তীরের দিকে ফিরছে, নিজের ওপর রেগে গেল মিনতি। সব জেনে এরকম বোকামি করার মানে হয় না। আজাদের সঙ্গে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার পরিচয়, এরইমধ্যে তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল্লবোনা বোকামি নয় তো কি! লিয়ার কথাও ওর ভুলে থাকা উচিত হচ্ছে না। চট্টগ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সে। ভালবাসে বলেই তো তার এত ছবি আঁকে আজাদ।

সুইমস্যুটের ওপর আগেই তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছিল মিনতি, তীরে ফিরে সরাসরি ঢুকে পড়ল কাপড় দিয়ে ঘেরা অনেকগুলো খুপরির একটাতে। সালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে আসার পরও আজাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না, তেমন কোন কথাও বলল না। শুধু বিদায় নিয়ে উঠে বসল গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করল, সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আজাদ। হঠাৎ কি হলো মিনতির, বুঝতে পারেনি সে। গম্ভীর ও ম্লান হয়ে উঠল তার

চেহারা।

বাড়ি ফিরে ঝিলামের মুখে খবরটা শুনল আজাদ। হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছে লিয়া, বলছে এখন থেকে সে নাকি বাড়িতেই থাকবে। লিয়ার ঘরে প্রিন্স-এর 'দা মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দি ওয়ার্ল্ড' গানটা বাজছে, ভেতরে না ঢুকে দরজার বাইরে থেকে তাকে ডাকল আজাদ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চিৎকার জুড়ে দিল লিয়া। 'এই যে, ভাইয়া, তিনশো টাকা খরচ করে জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছি আমি!'

'ড্রইংরুমে এসো,' বলে ঘুরে দাঁড়াল আজাদ।

তার পিছু নিয়ে এখনও নিজের কথা বলে যাচ্ছে লিয়া, 'অসহায় একটা মেয়েকে দেখে, সঙ্গে আবার তিনটে সুটকেস, ট্যাক্সি ড্রাইভার স্রেফ ডাকাতি করল। তবে বাড়ি ফিরে কি যেন আনন্দ লাগছে আমার! হোস্টেলের মেয়েরা এত বাজে, এত হিংসুটে, সারাদিন শুধু পরনিন্দা আর মিথ্যে ফুটানি, সেজন্যেই তো কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করা গেল না। আর ম্যাডামরা? তারা আমার কে? কেন তারা আমাকে ভালবাসবে? আমি তো এমন কি ভাল ছাত্রীও নই। কিন্তু বাড়িতে? বাড়িতে তুমি আছ। ঝিলাম আছে। ভেবে দেখলাম তোমাকে আমার ছবি আঁকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা শুধু অন্যায় নয়, রীতিমত পাপ! তাই চলে এলাম। তুমি কি সেজন্যে আমার ওপর রাগ করছ?'

ড্রইংরুমে ঢুকে একটা সোফায় বসল আজাদ। গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে এরকম একটা সিদ্ধান্ত কেন তুমি নিলে?'

মাথা নিচু করে এমন ভাব দেখাল লিয়া যেন সে খুব ভয় পেয়েছে, যদিও তার চোখের তারায় কৌতুক ও দুষ্ট হাসি লেগে

রয়েছে। 'ভাইয়া, তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক। আমি যদি অন্যায় করেও থাকি, আমাকে এবারের মত মাফ করে দেয়া যায় না?'

'বাড়িতে থাকলে তুমি একেবারেই পড়ালেখা করো না, হোস্টেলে পাঠাবার সেটাই কারণ ছিল। সামনে তোমার পরীক্ষা, সেটা না দেয়ার মতলবেই পালিয়ে এসেছ, তাই না?'

'ছাত্রী ভাল না হলেও, আমি কি কখনও ফেল মেরেছি?' পাল্টা প্রশ্ন করল লিয়া। 'তবে মতলব একটা অবশ্যই আছে। আমি আমার ভাইয়ার কাছাকাছি থাকতে চাই। আমাকে তাড়িয়ে দিলেও ওই হোস্টেলে আর ফিরছি না।' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল সে।

গাম্ভীর্য খসে পড়ল চেহারা থেকে, হেসে ফেলল আজাদ।

হাততালি দিয়ে লম্বা সোফাটায় লাফিয়ে পড়ল লিয়া, আজাদের কাঁধে হাত রেখে, হাতের ওপর চিবুক রাখল, বলল, 'আমি জানতাম, ভাইয়া আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না। শোনো, হাত-খরচার যে টাকা দিচ্ছ তাতে সত্যি আমার চলছে না। ইয়ে, মানে, মাসোহারাটা বাড়িয়ে দেয়া যায় না?'

'কি তোমার খরচ, শুনি? একজন কলেজ ছাত্রীর জন্যে মাসে এক হাজার অনেক টাকা। বাড়িতে যখন থাকছ, এখন থেকে পাঁচশো করে পাবে।'

আজাদের বুকে দমাদম কয়েকটা ঘুসি মারল লিয়া, তারপর হাত দিয়ে তার মুখটা নিজের দিকে ফেরাল। 'লেগেছে বললে আমি বিশ্বাস করব না। আমার মারে জোর ছিল না। তবে আগের মাসোহারা বহাল রাখো, তা না হলে আমি কিন্তু···।'

মাথা নাড়ল আজাদ, কঠিন সুরে বলল, 'তা সম্ভব নয়। এক হাজার টাকা পেতে হলে হোস্টেলে তোমাকে ফিরে যেতে হবে।'

'তুমি আমার ভাইয়া নও। তুমি আমার কেউ নও!' সোফা ছেড়ে

দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়া। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দোরগোড়ায় ঝিলামকে দেখা গেল। লিয়াকে মাতৃস্নেহে আলিঙ্গন করল সে।

'হ্যাঁ, মাথায় তোলো ওকে,' বলল আজাদ। 'তোমার লাই পেয়েই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ও। কিন্তু দু'জনেই তোমরা মনে রেখো, এ-সব আমি মেনে নেব না।'

'কসাই,' ফোঁপাচ্ছে লিয়া। 'পাষাণ। দৈত্য। ভাই না ছাই! তোমার সঙ্গে একটা ডাইনীর বিয়ে হওয়া উচিত। তাহলেই উচিত শিক্ষা হবে।'

'শ্‌শ্‌শ্‌,' ঠোঁটে আঙুল রাখল ঝিলাম। 'এ-সব কথা বলে না!'

সোফা ছেড়ে দাঁড়াল আজাদ। দৃঢ় ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল। 'কাল সকালেই তুমি হোস্টেলে ফিরে যাবে, লিয়া। আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।' দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেল সে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল চিলেকোঠায়। ইজেলে মিনতির পোর্ট্রেইট যেমন রেখেছিল তেমনি আছে। মিনতির নাকের পাশে আরও একটা উজ্জ্বলতা আনা দরকার, সিদ্ধান্ত নিল সে। কাজ শুরু করার পর লিয়ার কথা তার মনেই থাকল না।

খানিক পর দরজা খুলে চিলেকোঠায় ঢুকল লিয়া। সদ্য আঁচড়ানো চুল কালো মেঘের মত ঘিরে রেখেছে মুখটাকে। নতুন একটা ড্রেস পরেছে, বুক আর কাঁধের অনেকটাই তাতে ঢাকা পড়েনি। ডিজাইনটা ভারি সুন্দর, দক্ষ কাটিং মাস্টারের কাজ। আজাদের দিকে চিবুক তাক করে সে বলল, 'জেলখানায় এটা আমাকে পরতে দিত না। কেমন লাগছে দেখতে?'

'দেখা যাচ্ছে মেকআপও করেছ।'

'সামান্য। অসুবিধে আছে?'

'আমার কোন আপত্তি নেই।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, গম্ভীর অভিভাবক মহাশয়!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে উঠল আজাদ। অমনি প্রশ্রয় পেয়ে গেল লিয়া, আজাদের কাঁধে হাত রাখল, হাতের ওপর রাখল চিবুক। 'কি আশ্চর্য!' রেগে গেল আজাদ। 'দেখছ না আমি কাজ করছি! সরো!'

পিছিয়ে এসে ক্যানভাসের দিকে তাকাল লিয়া। 'তোমার এই মডেলটা কে, ভাইয়া?'

'ওর নাম মিনতি। শেখ মিনতি ইসলাম।'

বিস্ফারিত চোখে আজাদকে দেখছে লিয়া। 'কোন মিনতি ইসলামের কথা বলছ তুমি? ঢাকা থেকে এসেছেন, থিয়েটারের নামকরা অভিনেত্রী মিনতি? ওহ্ ভাইয়া, এত বড় খবর অথচ তুমি চেপে রেখেছ! ফোনে তো একবারও বলোনি যে তাকে তুমি চেনো!'

'মনে ছিল না,' বলল আজাদ, ভাবছে, কেন স্বীকার করছে না মিনতির সঙ্গে মাত্র গতকাল পরিচয় হয়েছে তার? 'শোনো, হোস্টেল সুপারের সঙ্গে কথা বলব এখন আমি। আমার কথা মত কাল সকালে তুমি ফিরে যাচ্ছ তো?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল লিয়া, জবাব দিল না।

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল আজাদ। যোগাযোগ হতে হোস্টেল সুপার একাই অনেকক্ষণ কথা বলে গেলেন, আজাদ শুধু হুঁ-হ্যাঁ করল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে সে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। ঠিক আছে।'

হাসি চেপে আজাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লিয়া।

'তোমার বিরুদ্ধে হোস্টেল সুপার গুরুতর সব অভিযোগ করলেন,' বলল আজাদ। 'টিভি রুমে ভিসিপি আনিয়ে হিন্দী ছবি আর গীতমালা দেখেছ। রাতে পুকুরে নেমে গোসল করেছ। কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে ছাদে উঠে এমন নাচানাচি করেছ যে রাস্তায়

ভিড় জমে গিয়েছিল। উনি বললেন, হোস্টেলে তোমাকে ওঁরা নিতে চান না।'

'ঝিলাম! ঝিলাম! শুনে যাও, আমাকে আর ওই জেলখানায় ফিরে যেতে হবে না। কি মজা! কি মজা!'

দোরগোড়ায় উদয় হলো ঝিলাম, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠায় হাঁপাচ্ছে সে। 'যাক, ভালই হয়েছে।' হাসছে সে। 'বাড়িতে তোমাদের দু'জনকেই এখন থেকে পাচ্ছি আমি। আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও।'

'সুখী হব?' আজাদের গলায় ঝাঁঝ। 'কি নিয়ে? ভেবেছ ও বাড়িতে থাকলে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে?'

ঝিলাম এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, আজাদ যেন একটা অবোধ শিশু। মাথার ঘোমটা একটু টেনে সে বলল, 'আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়েসে। আর আমার তো তেরো পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়।' অপ্রাসঙ্গিক হলেও, তার কথার পিছনে বিশেষ তাৎপর্য আছে।

'তাহলে এসো সবাই মিলে লিয়ার জন্যে একটা বর ঠিক করি,' বলল আজাদ। 'ওর দায়িত্ব ওর স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যাক।'

'কারও কথায় আমি বিয়ে করব নাকি!' সাপের মত ফণা তুলল লিয়া। 'বিয়ে করব তাকেই, যাকে আমার পছন্দ হবে। আর সময়টাও আমি ঠিক করব। তার আগে, প্রিয় ভাইয়া, তোমার বিষণ্ন নিরানন্দ জীবনটায় আনন্দ-ফুর্তির বন্যা বইয়ে দেয়ার অনুমতি দাও আমাকে। আমাকে তোমরা এখনও কেউ চিনতে পারোনি। তোমরা শুধু শুধু দুঃখদায়িনী বলে নিন্দা করো আমার। হ্যাঁ, যদি বলো অঘটনঘটনপটিয়সী, তবু মানা যায়। আসলে আমি দুর্গতিনাশিনী, আনন্দদায়িনী। আমার কাদম্বরী চুল দেখে বোঝো না, ভেতরে আনন্দ ধারা বর্ষিত হচ্ছে? চোখ দেখে বোঝো না, আমি কুরুঙ্গী—

হরিণের মতই ছটফটে? ভাইয়া, তোমার জীবনযাপন সম্পূর্ণ পাল্টে দেব আমি। তোমার হয়তো মনে হবে শান্তিভঙ্গ হচ্ছে, কিন্তু সবশেষে দেখো আমি তোমাকে স্বর্গসুখ পাইয়ে দিয়েছি।'

হেসে ফেলল আজাদ, লিয়ার সঙ্গে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না সে। 'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, হয় লেখিকা হবার চেষ্টা করো, নয়তো অভিনয় শেখো···।'

তিন

রাতে বনিতা ও মিনতিকে নিয়ে চাইনীজ খেতে এল কাফি। পতেঙ্গায় যাবার কথাটা আম্মি ও কাফি ভাইয়ের কাছে চেপে গেছে মিনতি। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললেই জেনে ফেলবে ওরা, তা জানুক, মিনতি নিজে থেকে কিছু বলবে না—এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, গোপন রাখতে চায়। কাফি মাত্র অর্ডার দিয়েছে, এই সময় রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখা গেল আজাদকে।

আজাদ একা নয়। তার সঙ্গে খুবই সুন্দরী একটা মেয়ে রয়েছে। এ সেই কালো টিউলিপ, চিনতে পারল মিনতি, আজাদের চিলে-কোঠায় মেয়েটার অনেক পোর্ট্রেইট দেখেছে ও। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর হৃৎপিণ্ড যেন সীসায় পরিণত হলো।

খারাপ বা আশ্চর্য লাগার কোন যুক্তি নেই। চট্টগ্রাম শহরে এটা অত্যন্ত নাম করা রেস্তোরাঁ, ওদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরেও নয়। আজাদ হয়তো প্রায়ই এখানে খেতে আসে, আজ তার

বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে। দু'জন ওয়েটার যেভাবে ছুটে এল, বোঝাই যায় যে এখানে সে পরিচিত।

প্রথম যে টেবিল দেখানো হলো, লিয়ার তা পছন্দ হলো না। একটা পিলারের আড়ালে বলেই হয়তো। লিয়া সম্ভবত চাইছে সবাই তাকে দেখুক বা সবাইকে সে দেখতে পাক। তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না মিনতি। আগুনের একটা ফুলকির সঙ্গে তুলনা করলে মানায় ভাল। উন্মোচিত হতে যাচ্ছে, এমন একটা কুঁড়ি।

আরও একটা টেবিল বাতিল করে দিল লিয়া। একজন ওয়েটার ওদেরকে এদিকেই নিয়ে আসছে। এই সময় মিনতির ওপর চোখ পড়ল আজাদের।

ঠিক ওদের পাশের টেবিলটাই পছন্দ করল লিয়া। বসার পর আজাদকে বলছে, 'তুমিই বলো, ভাইয়া, জেলখানা থেকে পালিয়ে না এলে এভাবে তোমার সঙ্গে চাইনীজ খাওয়া হত আমার? এখান থেকে আমরা কোথায়···?'

হঠাৎ থেমে গেল লিয়া, বুঝতে পেরেছে আজাদ তার কথা শুনছে না। ঘাড় ফেরাতে দেখল পাশের টেবিলের একটা মেয়ে আজাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। উত্তরে আজাদও হাসল। 'ভাল আছেন তো?' বলে ওয়েটারের দিকে তাকাল সে।

লিয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'ভাইয়া! ইনিই তোমার মডেল, তাই না? ঢাকার নামকরা অভিনেত্রী, মিনতি ইসলাম!' ফিসফিস করলেও, কথাগুলো রেস্তোরাঁর অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেল।

বনিতা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। কাফি নির্লিপ্ত, তবে তার চোখ অকস্মাৎ স্থির হয়ে যেতে দেখল মিনতি, সেটে কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে এরকম আগেও হতে দেখেছে ও।

'ভাইয়া, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও!' আবদার করছে লিয়া।

আবার মিনতির দিকে তাকাতে হলো আজাদকে। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় হাসল মিনতি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাল লেগে যাচ্ছে মেয়েটাকে। বনিতা আভিজাত্য বজায় রেখে শুধু মাথা ঝাঁকালেন, কাফিও ভদ্রতা বজায় রেখে আজাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল।

লিয়ার উৎসাহ আর উচ্ছ্বাস দেখার মত হলো। 'আপনারা আমাদের মেহমান হোন, প্লীজ! চলুন, বড় একটা টেবিলে উঠে যাই আমরা!' তার প্রস্তাবে কেউ আপত্তি করছে না দেখে হাতছানি দিয়ে একজন ওয়েটারকে ডাকল সে। খানিক পর দেখা গেল জানালার পাশে বড় একটা টেবিলে বসেছে পাঁচজন। 'একেই বলে ভাগ্য। আজ হোস্টেল ছেড়ে পালাবার সময় কে জানত রাতে ঢাকার এক নাম করা ফিল্ম স্টারের সঙ্গে চাইনীজ খাব! আপনি তো এখন ছবির নায়িকা। আর আপনিও বিখ্যাত একজন পরিচালক। আমার কিন্তু অটোগ্রাফ চাই···।'

লিয়ার উচ্ছ্বাস দেখে সবাই হাসছে বটে, তবে মিনতি জানে পরে ওকে জেরার মুখে পড়তে হবে। ওকে আজাদের মডেল বলেছে লিয়া, দু'জনেই ওরা শুনেছে। তারপর লক্ষ করল, লিয়ার দিকে কৌতুক মেশানো আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে কাফি। ভাবল, মন্তব্যটা কাফি ভাই ভুলে যাননি তো? কিন্তু না, মিনতিকে চমকে দিয়ে হঠাৎ সে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কি বলো তো, মিনতি? লিয়া তোমাকে মডেল বলল কেন?' হাসিমুখে করা হলেও প্রশ্নটা সরাসরি, স্পষ্ট একটা উত্তর দাবি করে।

জবাব দিল আজাদ, 'আমি মিনতির একটা পোর্ট্রেইট আঁকছি।' তার বলার ভঙ্গিতে কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

'তাই? ব্যাপারটা তুমি আমাদেরকে জানাওনি, মিনতি।'

'এক সময় তো অবশ্যই বলতাম, কাফি ভাই।'

'এক সময় কেন?'

মিনতি কিছু বলার আগে হেসে উঠল আজাদ। 'এই জন্যে যে,' বলল সে, 'ঘোষণা করার মত গুরুত্ব পূর্ণ কোন ব্যাপার এটা নয়। আমি বিখ্যাত কোন আর্টিস্ট নই।'

'এখনও নও,' বলল লিয়া, 'তবে তোমার বিখ্যাত হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। আংকেল সব সময় বলতেন, ছবি আঁকায় তোমার হাত তাঁর চেয়েও ভাল।'

'আংকেল কে?' অমায়িক হেসে জানতে চাইল কাফি।

'আজাদ ভাইয়ের আব্বু, আমার কাকা।' বিস্মিত দেখাল লিয়াকে। 'আপনি সামাদ আজাদের নাম শোনেননি? উনি তো দেশের অত্যন্ত নামকরা একজন আর্টিস্ট ছিলেন!'

হাসল কাফি। 'তাঁর সম্পর্কে জানি আমরা। খুবই উঁচুদরের আর্ট ক্রিটিক ছিলেন তিনি। কংগ্রাচুলেসন্স, আজাদ সাহেব। তাঁর মত একজন শিল্প সমালোচক মেধা না দেখলে কারও প্রশংসা করবেন না, এমনকি ছেলেরও না। আপনার আঁকা ছবি দেখার আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

'ইউ আর ওয়েলকাম এনি টাইম।'

আবার হাসল কাফি। 'সময় সত্যি আমার কম। তবে আপনি যখন মিনতির পোর্ট্রেইট আঁকছেন, যেভাবে হোক একটা সময় আমাকে বের করে নিতে হবে।'

'কিন্তু ছবিটা এখনও শেষ হয়নি,' বলল লিয়া। 'মিনতি আপাকে আরও কয়েকবার বসতে হবে।'

'ইতিমধ্যে ক'বার বসা হয়েছে?' মুখে জোর করা হাসি নিয়ে জানতে চাইলেন বনিতা।

জবাব দিল মিনতি, 'মাত্র একবারই, আম্মি।'

'ও।'

পরিবেশটা আড়ষ্ট হয়ে উঠছে, বুঝতে পারল আজাদ। মিনতি অস্বস্তিবোধ করছে দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো সে। কারণ যাই হোক, মিনতির আম্মিকেও অসন্তুষ্ট লাগছে। সে বলল, 'ছবিটা শেষ করতে হলে আপনাকে কিন্তু আরও বেশ কয়েকবার বসতে হবে, মিনতি।' কার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যেই কথাটা বলা।

'কেন বসব না। যতবার দরকার ততবার বসব।'

'তবে, ডিয়ার ম্যাডাম,' নরম সুরে বলল কাফি, 'খেয়াল রাখতে হবে ফিল্মের কাজে যেন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।'

ডিয়ার ম্যাডাম শব্দ দুটো আজাদের কানে যেন গরম সীসা ঢেলে দিল। সে অবশ্য জানে, সিনেমা লাইনের লোকজন এ-ধরনের শব্দ অপ্রয়োজনে বা হালকা অর্থে ব্যবহার করে। তারপর তার মনে পড়ে গেল সেই দৃশ্যটার কথা। মিনতির কাঁধে হাত দিয়েছিল কাফি চৌধুরী, চেয়ার ছাড়তে বাধ্য করেছিল ওকে। কে জানে, হয়তো চুমো খাবারও চেষ্টা করেছিল। অন্তত দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল, নিজেকে মিনতি ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

খাবার সময়টা সারাক্ষণ বকবক করে গেল লিয়া। তার ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্নের জবাব দিতে হলো বনিতা আর কাফিকে। আজাদ আর মিনতি খুব কম কথা বলল, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পরস্পরের দিকে বারবার তাকাল ওরা। এক সময় খাওয়া শেষ হলো। ওয়েটারকে ডেকে বিল চাইল আজাদ, কিন্তু সেটা পরিশোধ করল কাফি, আজাদকে দিতে দিল না। বাইরে এসে একটা রিকশায় চড়ে বিদায় নিল ওরা।

'ভদ্রলোকের গাড়ি নেই?' প্রশ্নটা বনিতার, মিনতির উদ্দেশে।

'থাকার তো কথা। গ্যারেজে একটা দেখেছিও, তবে ওদের

কিনা জানি না,' বলল মিনতি।

'আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার।' গাড়িতে ওঠার পর বলল কাফি। 'একটা দিন ছুটি দিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম, তার বদলে বদ্ধ একটা ঘরে বসে পোজ দিলে তুমি?'

'ওর স্টুডিও আপনি দেখেননি, কাফি ভাই, তাই এ-কথা বলছেন,' জবাব দিল মিনতি। 'ওটা খোলা একটা চিলেকোঠায়। তবে পতেঙ্গাতেও আমি গিয়েছিলাম; নিজের সময়মত।'

মিনতির গলায় জেদ, লক্ষ করল কাফি। আগে এটা দেখা যায়নি কখনও। এক ধরনের মেয়েকে দেখলে মনে হয় কথায় কথায় গলে পড়ে, তাদেরকে কাফির পছন্দ নয়। যে-মেয়ের মধ্যে বিদ্রোহ আছে তাকে বশ করতেই তো আনন্দ। মিনতির আচরণ তাকে উত্তেজিত করে তুলল। সঙ্গিনী হিসেবে গৃহপালিত গাভীর মত স্ত্রী তার দরকার নেই।

বনিতা ও কাফি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল। দায়সারা গোছের জবাব দিল মিনতি। এক সময় চুপ করে যেতে বাধ্য হলো ওরা। হোটেলে ফিরে চারতলার করিডরে একবার থামল মিনতি। 'একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। জাকি আজাদের স্টুডিওতে যতবার প্রয়োজন ততবার যাব আমি।' দরজা খুলে নিজেদের স্যুইটের ভেতর ঢুকে পড়ল ও।

রাগের সঙ্গে বনিতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিল কাফি। সে বলল, 'ওকে খেপিয়ে তোলাটা ভুল হবে, আণ্টি। নতুন একটা শখ, বাধা দিলে আকর্ষণ আরও বাড়বে।'

'কিন্তু ও এরকম বাড়াবাড়ি করবে আর আমি তা মেনে নেব? দেখি আমার বাধা···।'

'কেন বাধা দেবেন? কিসে বাধা দেবেন? একজন আর্টিস্ট আপনার মেয়ের ছবি আঁকতে পারবে না? জাকি আজাদ কিন্তু

একদম অখ্যাত আর্টিস্ট নন। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বরং খুশি। লক্ষ করেননি, পোর্ট্রেইট আঁকা হয় শুধু প্রথম সারির অভিনেত্রীদের?'

'তাহলে কি করতে বলো তুমি আমাকে?'

'গোটা ব্যাপারটা আণ্টি আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। ঠিক সময় মত জাকি আজাদকে আমি খসিয়ে দেব।'

পরদিন শূটিং স্পটে যাচ্ছে ওরা, ড্রাইভ করছে কাফি, তার পাশে বসেছে মিনতি। 'আণ্টিকে তুমি ফাঁকি দেয়ায় আমি খুশি,' বলল কাফি। 'তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

'আম্মিকে ফাঁকি দেব কেন! আম্মি আমার জন্যে একটা ড্রেস বানাচ্ছে বলে এল না।'

'আণ্টির কিন্তু ট্যালেন্ট আছে। ওঁনার উচিত ছিল গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিটা লোক দিয়ে না চালিয়ে নিজে চালানো। আমি তো ফ্যাশন শো-র কথাও বলতে শুনি না।'

হেসে উঠল মিনতি। 'আম্মির অ্যামবিশন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। আম্মি আসলে অপেক্ষা করছে। তার সারাজীবনের সাধনা, আমাকে ফিল্ম স্টার বানাবে। এই ছবিটায় আমি যদি ভাল করি, দেখবেন আম্মি ফ্যাশন নিয়ে কেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে।'

'তার আগে আরও একটা কাজ আণ্টিকে দিয়ে করানো যায়,' বলল কাফি। 'আমাদের পরবর্তী ফিল্মে যে-সব ড্রেস লাগবে, ওঁনাকে দিয়ে করাতে পারি আমরা। আমার পরিচিত পরিচালকদের বলতে পারি, তারাও কাজ দেবে।'

'ওহ্ কাফি ভাই, তাহলে তো দারুণ হয়। আম্মি যা খুশি হবে না!'

'ভাল কথা,' বলল কাফি। 'তোমার আর্টিস্ট বন্ধুকে আমার ভালই লাগল।'

'কি বলছেন! উনি আমার আর্টিস্ট বন্ধু হতে যাবেন কেন?'

'তা যদি না হন, আমার জন্যে সেটা স্বস্তিকর খবর। সেক্ষেত্রে, তার সামনে বসার জন্যে তোমাকে আমি সময় দিতে আপত্তি করব না।'

'শুনে খুশি হলাম, কাফি ভাই। ধন্যবাদ।'

'আমার প্রিয় অভিনেত্রীর পোর্ট্রেইট আঁকা হচ্ছে, আইডিয়াটা ভাল লাগার সেটাই কারণ,' ব্যাখ্যা করল কাফি। 'ভাবতে ভাল লাগে ভালগার বা অশ্লীলতার ধারে-কাছেও যাও না তুমি। সেজন্যেই অনেক ওপরে উঠতে পারবে, এবং ওঠার পর সেখানেই থাকবে—মানে, যদি চাও আর কি।'

'চাই না মানে!'

সেদিন সকালের শূটিং খুব ভালভাবে শেষ হলো। লাঞ্চের সময় কাফি জানাল, 'আবহাওয়াটা আজ ভাল, তাই ভাবছি আজ কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলব। তারমানে তুমি ছুটি পাচ্ছ। ইচ্ছে করলে জাকি আজাদকে সময় দিতে পারো।'

কাফি কি কল্পনা করতে পারল প্রস্তাবটা শুনে আনন্দে কেমন লাফিয়ে উঠল মিনতির হৃৎপিণ্ড?

এমনকি দুপুরে ঘুমাতে যাবার আগে কথাটা শুনে বনিতাও সম্মতি দিলেন। 'ছবিটা কেমন হয় দেখার খুব আগ্রহ আমার। আজাদ ছেলেটা অতিমাত্রায় মডার্ন নয় তো রে? কানের জায়গায় চোখ, চোখের জায়গায় নাক আঁকে যারা, তাদের দলের নয় তো?'

হেসে ফেলল মিনতি। 'কথা দিচ্ছি, আম্মি, তুমি আমাকে চিনতে পারবে।'

ড্রইংরুমে ছিল আজাদ, সেই দরজা খুলে দিল। মিনতি বলল,

'অসময়ে এসে থাকলে বলুন, আমি পরে আসব।'

'অসময়ে মানে? আমি তো সারাদিন আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি। আসুন, আসুন, ভেতরে ঢুকুন।'

মিনতি ভাবছে, যে লোক অন্য একটা মেয়েকে ভালবাসে, সে কি এই ভাষায় কথা বলবে? তার এ-ধরনের কথা শুনে আমারই বা পুলক হবে কেন?

ঝিলাম ওদেরকে চা খাওয়াল। তারপর মিনতিকে নিয়ে চিলেকোঠায় উঠে এল আজাদ। দেখা গেল ওখানে আগে থেকেই বসে আছে লিয়া। তার পরনে জিনসের প্যান্ট আর পুরানো একটা টি-শার্ট, বসে আছে ছোট একটা মইয়ের ধাপে। হাতের ডাস্টারটা মিনতিকে দেখাল সে, বলল, 'ভাইয়া আমাকে কি রকম খাটিয়ে নেয় দেখুন। জানিয়ে দিয়েছে, এই নোংরা শেলফগুলো পরিষ্কার না করলে খাওয়া জুটবে না। ওকে বলুন, আপনি একজন নারী নির্যাতনকারী।'

'আপনি নারী নির্যাতনকারী,' বলল মিনতি।

আজাদ হেসে উঠে লিয়াকে বলল, 'ও, তারমানে তোমরা দল পাকাচ্ছ!'

'পাকাব না! মেয়েরা একজোট না হলে তোমরা, পুরুষরা, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে আমাদের।' হঠাৎ মিনতির ড্রেসটার ওপর চোখ আটকে গেল লিয়ার। 'ভারি সুন্দর তো। কোত্থেকে কিনলেন, মিনতি আপা?'

'না, ভাই, কিনিনি,' বলল মিনতি। 'এটা আম্মি বানিয়েছেন।'

'বানিয়েছেন মানে কি...সেলাই করেছেন? নাকি ডিজাইনটাও ওঁনার?'

'আম্মির ডিজাইনের হাত খুব ভাল। ট্রেনিং নিয়েছিলেন বহু বছর আগে, চর্চাটাও বজায় রেখেছেন, তবে এখনও প্রফেশন্যাল নন।'

মই থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল লিয়া। 'অনুরোধ করলে উনি আমাকে একটা ড্রেস বানিয়ে দেবেন? জানেন, ভাইয়া না নতুন ড্রেস কেনার টাকা দিতে চায় না। নীচ, শয়তান—ঠিক বলিনি?'

'টাকা থাকলেই অপব্যয় করতে হবে, এ আমি হতে দেব না। তোমার আয় যাতে ব্যাংকে জমা থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব আমার ওপর। আমি তোমার অভিভাবক।'

'হাড়কিপটে,' তিরস্কার করল লিয়া। 'যক্ষ।'

কিন্তু তার কথা ভাল করে শুনতেই পায়নি মিনতি। আচ্ছা, আজাদ তাহলে লিয়ার অভিভাবক। কিন্তু অভিভাবক হলে লিয়াকে তার বিয়ে করার প্রশ্ন কিভাবে ওঠে?

কাফি বলল, 'তুমি তোমার কাজ করো, লিয়া।'

অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলেও প্রশ্নটা না করে পারল না মিনতি, 'লিয়া আপনাকে ভাইয়া বলে, ও আপনার কি রকম বোন?'

'চাচাতো,' লিয়াই জবাব দিল। 'আমিও এতিম, ভাইয়াও এতিম। পরস্পরের জন্যে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই আমাদের। এই বাড়িটারও শুধু আমরা দু'জন মালিক।'

আর কোন প্রশ্ন করা সাজে না, তাই চুপ করে থাকল মিনতি। স্টেজে উঠে পোজ দিল ও, কাজ শুরু করল আজাদ। পোজ দেয়া মানে চুপচাপ বসে থাকা, তাই মাথায় নানা রকম চিন্তা আসছে। লিয়া যে আজাদ বলতে অজ্ঞান, সেটা বেশ বোঝা যায়। আজাদও লিয়াকে পছন্দ করে, স্নেহ করে। ভালও কি বাসে? যদি বাসে, মিনতি তাকে দোষ দিতে পারবে না। লিয়ার মত মেয়েকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

এক ঘণ্টা পর আবার চা পরিবেশন করল ঝিলাম। 'তোমার জন্যে ফ্রুট জুস,' লিয়াকে বলল আজাদ।

নাক কোঁচকাল লিয়া। 'এরকম অত্যাচার করলে তোমার বউ

পালাবে, এই বলে রাখলাম।'

'অত্যাচারী স্বামী তোমারই দরকার হবে,' জবাব দিল আজাদ।

মিনতির বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। তাহলে ঝিলাম যা বলেছে তা সত্যি···ওদের বিয়ে হবে!

মিনতির অভিনয় ভাল হচ্ছে না দেখে চিন্তায় পড়ে গেল কাফি। দু'একটা দৃশ্যে চমৎকার কাজ করার পর হঠ ৎ আবার তার মান পড়ে গেছে। পরদিন সকালে অকস্মাৎ রিহার্সেল বন্ধ করে দিল সে। 'তোমার কি হয়েছে বলো তো? তুমি কি ক্লান্ত?'

'ক্লান্ত? না!' মিনতি সচেতন, ছায়ায় বসে আম্মি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একা শুধু কাফি নয়, তিনিও উদ্বিগ্ন।

'তুমি মন লাগিয়ে অভিনয় করছ না,' অভিযোগ করল কাফি। 'কোন ব্যাপারে টেনশনে ভুগছ?'

'কি বলছেন! না।'

মিনতির হাত ধরে টান দিল কাফি, 'এসো, চা খাবে।' একপাশে নিয়ে এসে গাছের ছায়ায় বসাল ওকে। মনে মনে কৃতজ্ঞবোধ করল মিনতি, বিশেষ করে আম্মির দৃষ্টিসীমা থেকে সরে এসে স্বস্তিবোধ করছে। ও জানে, সত্যি সে মন লাগিয়ে কাজ করতে পারছে না। কেন পারছে না তা-ও বোঝে। কাল আজাদ আর লিয়ার কথাবার্তা শুনে মনটা তার একদম দমে গেছে। চলে আসার সময় অবশ্য বলে এসেছে পোজ দেয়ার জন্যে আবার যাবে ও। আজাদ জানিয়েছে, 'আর দুই কি তিনবার বসলেই কাজটা শেষ করে ফেলব।' কাজটা শেষ হোক, মিনতিও সেটা চায়। আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে আসা-যাওয়াটা বন্ধ হয়ে যাবে, কথাটা ভাবলেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে মন। কি জানি কি হয়েছে আমার। আজাদ লিয়াকে ভালবাসলে আমার কেন খারাপ লাগবে?

'কাল তুমি এত ভাল করলে অথচ আজ দেখে মনে হচ্ছে অভিনয়ের অ-ও জানো না। এ খুব খারাপ লক্ষণ, মিনতি।' তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে কাফি জানতে চাইল, 'পোর্ট্রেইট আঁকার কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'কাল দু'ঘণ্টা বসেছি। ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট বলেই তো মনে হলো।'

'আবার কখন যাচ্ছ?'

'সেটা উনি আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।'

'আমার মনে হয়, কাজটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল। প্রয়োজন হলে আরও দু'একবার বসো, তবে লক্ষ রাখতে হবে উনি যেন তোমাকে ক্লান্ত করে না তোলেন।'

'না-না, উনি খুব বিবেচক মানুষ।'

মিনতির দিকে তাকিয়ে থাকল কাফি। জাকি আজাদকে নিয়ে কি ভাবছে মিনতি? বাইরে ভদ্রতা দেখালেও, সে নিজে লোকটাকে পছন্দ করতে পারেনি। অন্য কোন দোষ-ত্রুটি থাকুক বা না থাকুক, মিনতির মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে লোকটা। তার জন্যে জাকি আজাদ অবশ্যই একটা হুমকি। মিনতিকে হারাবার ভয়টা তো আছেই, তারচেয়েও বড় ভয়—ছবিটায় না ব্যর্থ হয় মিনতি। একজন উঠতি নায়িকা শুধু তার অভিনয়ের প্রতি নিবেদিত থাকবে, অভিনয় হবে তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। মিনতির নাম হোক, এরচেয়ে বড় কিছু চাওয়ার নেই তার। মেয়েটার প্রতিভা আছে, সেজন্যই নিজের ছবিতে নায়িকা বানিয়ে খ্যাতি অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে ওকে সে। সেই প্রতিভা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তার আর্থিক ক্ষতির কথা বাদ দিলেও, সত্যিকার অর্থে কষ্ট পাবে সে। মিনতিকে সে যদি না-ও পায়, তবু চাইবে ওর প্রতিভার বিকাশ ঘটুক। কাজেই অন্য একজন পুরুষ ওর জীবনে আলোড়ন তুলুক, এটা সে চাইতে পারে না।

মিনতির বয়েস কম, নিজের মন বোঝার ক্ষমতা এখনও হয়নি। ওকে তার বোঝাতে হবে। রাগারাগি করা যাবে না, তাতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে।

মিনতির হাতে হাত রাখল কাফি। 'আমি দেখতে চাই সিঁড়ির একেবারে মাথায় উঠে গেছ তুমি, মিনতি। তোমার সাফল্যটাই আমার কাছে বড় কথা। আমি চাই তুমি সুখী হও।'

'কে বলল আমি সুখী নই?' কাফির দরদমাখা সুর ও ভঙ্গি নাড়া দিল মিনতিকে। 'আপনার ছবিতে, আপনার পরিচালনায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, আমার মত সামান্য একটা অভিনেত্রীর জীবনে এরচেয়ে বড় সুখ আর কি হতে পারে। চরিত্রটাও আমার দারুণ পছন্দ, কাফি ভাই। আগের সেই ভয় আমার কেটে গেছে। সেজন্যেও আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভয়টা আমার আপনিই দূর করেছেন।'

খুশি হলো কাফি। 'আজ সন্ধে পর্যন্ত রিহার্সেল বন্ধ থাকুক। তবে ঠিক ছ'টায় তোমাকে আমি চাই। দৃশ্যগুলো আমি কাল সকালে ক্যামেরায় তুলব।'

'কথা দিচ্ছি, এবার ঠিক আপনার মনের মত অভিনয় করব আমি।'

মিনতি বাধা দেয়ার সময় পেল না, ওর হাতটা তুলে তাতে আলতোভাবে চুমো খেলো কাফি। চেষ্টা করেও হাতটা ছাড়াতে পারল না মিনতি। কাফি ফিসফিস করে বলল, 'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, মিনতি। তুমি অনেক বড় অভিনেত্রী হতে পারবে। আর মনে রেখো, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

চিলেকোঠায় মিনতিকে অভ্যর্থনা জানাল লিয়া। সে আজ কলাপাতা রঙের স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরেছে। 'আগে বলুন কেমন লাগছে

আমাকে।' এক পাক ঘুরল সে। 'নিউ মার্কেট থেকে কিনে আনলাম। বলুন পছন্দ হয়েছে।'

'সত্যি ভাল লাগছে, লিয়া।'

দোরগোড়া থেকে আজাদের মন্তব্য ভেসে এল, 'নিচের অংশটা আর একটু লম্বা হলে খুশি হতাম, আরও খুশি হতাম যদি ব্লাউজটা সামান্য ঢিলে হত।'

'আনকালচার্ড বলব না, তবে নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল।' আজাদকে ভেঙচাল লিয়া। 'মিনতি আপা, আপনি ওকে রক্ষণশীল বলে নিন্দা করুন।'

'আপনি রক্ষণশীল,' আবদার বা অনুরোধ যাই হোক, রক্ষা করল মিনতি। তারপর লিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'আম্মিকে তোমার কথা বলেছি। উনি রাজি হয়েছেন, তোমার জন্যে একটা ড্রেস বানাবেন। হোটেলে গিয়ে যে-কোন সময় তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা কোরো, কেমন?'

দরজার দিকে ঘুরে হাঁটা ধরল লিয়া। 'এখুনি যাচ্ছি আমি। কোন কাজে দেরি করায় আমি বিশ্বাসী নই।'

'আসুন,' মিনতিকে বলল আজাদ। 'ছবিটা দেখাই আপনাকে।'

ইজেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। সম্ভবত নিজের অজান্তেই মিনতির কাঁধে হালকাভাবে একটা হাত ছোঁয়াল সে। মিনতির সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। 'পছন্দ হয়?'

'সাংঘাতিক,' ফিসফিস করল মিনতি, ছবিটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। ছবিতে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে ওকে, বাস্তবে এত সুন্দর নয় ও।

'কাজ শেষ হবার পর আরও ভাল লাগবে। এখন তো শুধু আপনার সৌন্দর্যটুকু ফুটেছে, তখন ফুটবে ব্যক্তিত্ব।'

'আমি কিন্তু সুন্দরী নই। কাফি ভাই কথাটা স্বীকার করেন, এবং

তাঁর বিবেচনার গুরুত্ব আছে। তবে চেহারাটা নাকি ফটোজেনিক, আর আমার বেলায় সেটারই শুধু গুরুত্ব।'

'তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কথাটা হয়তো সত্যি। আমার দৃষ্টি অন্য কথা বলে। আপনি তুলনাহীন, মিনতি। একজন আর্টিস্টের দৃষ্টিতে আপনি অপরূপ সুন্দর। আপনার চেহারা ফটোজেনিক হলে তাতে আমার কোন লাভ নেই, কারণ আমি আপনার ফটোগ্রাফ চাইছি না। আমি আপনাকে চাইছি—সত্যিকার, বাস্তব, রক্ত-মাংসের মানুষটাকে।'

চোখ-মুখ লাল ও গরম হয়ে ওঠায় তাড়াতাড়ি অন্য দিকে ঘুরে গেল মিনতি। তিনটে শব্দ চারদিক থেকে যেন অনবরত প্রতিধ্বনি তুলছে—আমি আপনাকে চাইছি, আমি আপনাকে চাইছি···।

পেইন্টিংটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখল আজাদ। 'মনে আছে তো, ফয়েজ লেকে আজ আমরা নৌকো চড়তে যাব?'

'মানে? এরকম কোন কথা হয়েছিল বলে তো মনে পড়ছে না!' মিনতি অবাক।

'আপনাকে অবাক করার জন্যেই কথাটা বানিয়ে বললাম।' হাসছে আজাদ। 'এবার আপনি রাজি হয়ে আমাকে অবাক করে দিন।'

হেসে ফেলল মিনতি। 'আপনি তাহলে এরকম ছেলেমানুষি করতেও জানেন?'

'আগে কখনও করিনি,' জবাব দিল আজাদ। 'আপনাকে দেখে মাঝে মধ্যেই ঝোঁক চাপছে। কি, রাজি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, দেরি আমার সহ্য হচ্ছে না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

নিচে নেমে এসে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল আজাদ। লেকের দিকে ফুলস্পীডে ছুটল ওরা। মিনতির হাসির আওয়াজ

ট্রাফিকের গর্জনকে ম্লান করে দিল। 'এদিকে স্পীড লিমিট নেই? পুলিশ ধরবে না?'

'রোমাঞ্চের নেশার কাছে আইন হার মেনেছে। আমি প্রমাণ করার চেষ্টায় আছি, গতিই জীবন।'

নিজেকে মুক্ত-স্বাধীন লাগছে মিনতির। প্রাণ খুলে হাসছে ও। শূটিঙের কথা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে কাফির কথা। শুধু এই মুহূর্তগুলো সত্যি ও বাস্তব, এই স্বাধীনতা ও আনন্দেরই শুধু গুরুত্ব আছে।

ফয়েজ লেকে পৌঁছে একটা ডিঙি নৌকো ভাড়া করল ওরা। বৈঠা চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটা বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেল মাটির ঢিবির আড়ালে। এক সময় নির্জন লেকের চারধারে শুধু ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ থাকল না। কাছেপিঠে যদি কেউ থাকেও, তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরও কয়েকটা বাঁক ঘুরে লেকের গভীরে চলে এল ওদের নৌকো। পিছনে মাটির ঢিবি, দু'পাশেও তাই, এমন কি সামনের দিকে তাকালেও মনে হবে পাঁচিলের মত খাড়া হয়ে আছে ওগুলো। খানিক এগোলে বোঝা যায়, দিক বদলে আরেক দিকে চলে গেছে লেক।

'এখন যদি নৌকোটা ডুবে যায়, কেউ আমাদেরকে উদ্ধার করতে আসবে না।'

'কারও সাহায্য লাগবেও না,' আশ্বস্ত করল আজাদ। 'ঢাকা ভার্সিটিতে পর পর দু'বছর আমি সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। ডুবে গেলে খুশি হই। কেন বলুন তো?'

'জানি না, যান!' কৃত্রিম রাগ দেখাল মিনতি। 'কেন আবার, আমাকে উদ্ধার করে বীরপুরুষ সাজতে চান।'

'দিন না একটা সুযোগ, প্লীজ! ঝড়-বৃষ্টি নেই, নৌকো তো এমনি এমনি ডুববে না, আপনি বরং লাফ দিয়ে পানিতে পড়ুন।'

'আপনি তো দেখছি আশ্চর্য···,' ঘাস আর ঝোপ ঢাকা মাটির একটা ঢিবির দিকে তাকাতেই চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেল মিনতির। পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল, 'দেখুন দেখুন, সাদা একটা খরগোশ! চলুন না, ধরি!'

'কে ছেলেমানুষি করছে, শুনি? চাইলেই কি খরগোশ ধরা যায়? আপনাকে দেখলেই তো পালাবে ওরা।'

'দু'জন দু'দিক থেকে ধাওয়া করব, চলুন না!' আবদার করল মিনতি।

'ঠিক আছে,' বলে পাড়ে নৌকো ভিড়াল আজাদ। নিজে আগে নামল সে, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করলে এটার সাহায্য নিতে পারেন।'

'তার দরকার নেই,' বলে নিজের চেষ্টাতেই ডাঙায় পা দিল মিনতি। প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে আজাদ, তার পিছু নিল ও।

মিনতির পা পিছলাল ঢালের একেবারে মাথার কাছে পৌঁছে। 'উঁ মা!' আঁতকে ওঠার ভয়ার্ত আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে নিচে নেমে যাচ্ছে শরীরটা। কাঁটা ঝোপে আটকে গেল ওড়না, হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। সিল্ক সালোয়ার ছিঁড়ে গেল, হাঁটুর চামড়া উঠে যাওয়ায় জ্বালা করছে। তিনটে গড়ান দিয়ে স্থির হলো শরীরটা, মাটি আর ধুলো লেগে পেত্নীর মত দেখতে হয়েছে। হাড়-গোড় সব ভেঙে গেছে, এটা ধরে নিয়ে কেঁদে ফেলল মিনতি, সারা শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে।

ঢালের মাথায় উঠে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল আজাদ, ঘাড় ফিরিয়ে যখন দেখল গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে মিনতি, বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। এক ছুটে ঢালের মাথায় চলে এল সে, লাফ দিয়ে

নিচে পড়ল, সরাসরি মিনতির পাশে। একটা লাশের মত লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মিনতি, হাঁপাচ্ছে, ব্যথায় কুঁচকে যাচ্ছে মুখ। 'কোথায় লাগল? কোথায় লাগল?' মিনতির বুকে ওড়না নেই, কামিজ ওপরে উঠে এসেছে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই তার। মিনতির কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পেরে অস্থির লাগছে, অথচ ওর গায়ে হাত দিতে সংকোচ বোধ করছে। শরীর ব্যথা সত্ত্বেও আজাদের ইতস্তত ভাবটা ঠিকই লক্ষ করল মিনতি, সম্ভবত মেয়ে বলেই। আর মেয়েরা যে জন্ম থেকেই অভিনেত্রী, ওর পরবর্তী আচরণে তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। 'মাগো! বাবা গো! বলে কাতরাতে শুরু করল সে, হাত দিয়ে একবার কোমর চেপে ধরে তো পরক্ষণে পায়ের গোড়ালি।'

মিনতিকে মাথার পিছনে হাত দিতে দেখে ভয় পেয়ে গেল আজাদ। 'মাথায় লেগেছে? দেখি দেখি···।' মাথাটা মাটি থেকে তুলে পরীক্ষা করল সে। 'ভয় পাবেন না, রক্ত বেরোয়নি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে। 'ঠুকে যাওয়ায় একটু ফুলে উঠেছে শুধু।' তা-ও আসলে ওঠেনি, মিনতি জানে তার খুলির আকৃতি কোথাও কোথাও একটু বেশি উঁচু-নিচু।

আবার কোমর চেপে ধরে গোঙাতে শুরু করল মিনতি। ওর দিকে ঝুঁকল আজাদ। 'আমাকে ধরুন, তারপর চেষ্টা করে দেখুন বসতে পারেন কিনা,' বলল আজাদ, মিনতির কোমরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

'এখানে,' এবার একটা গোড়ালি চেপে ধরল মিনতি। 'অসহ্য ব্যথা করছে।'

মিনতির গোড়ালিটা পরীক্ষা করল আজাদ। 'চামড়া ছড়ে গেছে, সামান্য রক্তও বেরুচ্ছে, তবে হাড়-টাড় ভাঙেনি। চেষ্টা করে দেখুন আমাকে ধরে বসতে পারেন কিনা···।'

আজাদের কাঁধ আর ঘাড়ে হাত রাখল মিনতি, ধীরে ধীরে মাথা

তুলে উঠে বসতে চাইছে। এক পর্যায়ে দুটো মুখ এত কাছে চলে এল যে পরস্পরের গরম নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারছে। মিনতির কাপড় থেকে সেন্টের ঘ্রাণ পাচ্ছে আজাদ, আর আজাদের গা থেকে ঘামের গন্ধ পাচ্ছে মিনতি। ইতিমধ্যে মিনতি জেনে ফেলেছে, তার আঘাত মোটেও গুরুতর নয়, একটা হাড়ও ভাঙেনি, শুধু ডান পায়ের গোড়ালিটা মচকে গেছে। ব্যথা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে শয়তানি বুদ্ধি—জ্ঞান হারাবার ভঙ্গি করল ও, 'খুব অসুস্থ লাগছে,' বলে চোখ বুজল, যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে।

'সর্বনাশ!' মিনতিকে বুকের দিকে টেনে নিয়ে ঝাঁকি দিল আজাদ। 'প্লীজ, মনটাকে শক্ত করুন। আপনার সত্যি কিছু হয়নি। চোখ খোলা রাখুন, প্লীজ। মিনতি, সব ঠিক হয়ে যাবে···।'

'সত্যি বলছেন?' বিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল মিনতি, কিছু ঘটল না দেখে চোখ মেলল। 'আমার কিছু হয়নি?'

পরম স্বস্তিতে আটকে রাখা দম ছেড়ে হাসল আজাদ। 'সত্যি কিছু হয়নি। শুধু ডান পায়ের গোড়ালি একটু ফুলে উঠেছে।'

'এখন তাহলে কি হবে? আমি তো হাঁটতে পারব না, ফিরব কি ভাবে?'

'কোন চিন্তা করবেন না, আমি আছি। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন যে মারাত্মক কিছু ঘটেনি।'

'মারাত্মক নয় বলছেন? এই পা নিয়ে আমি তো দাঁড়াতেই পারব না।' চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে মিনতি।

কথা না বলে দু'হাত দিয়ে মিনতিকে বুকে তুলে নিল আজাদ, তারপর সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। 'আপনাকে দাঁড়াতে বা হাঁটতে হবে না। সব আমার ওপর ছেড়ে দিন, দেখবেন এক সময় হোটেলে পৌঁছে গেছেন।'

সমস্ত ব্যথা এক নিমেষে দূর হয়ে গেল মিনতির। ওর চোখে

পলক পড়ছে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আজাদের মুখের দিকে। দুটো মুখ এত কাছে, আবার পরস্পরের গন্ধ পাচ্ছে ওরা। নিস্তব্ধতার ভেতর কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। এক সময় মনে হলো মিনতির দিকে একটু ঝুঁকল আজাদ। মিনতির ধারণা ভুলও হতে পারে, তবে মনে হলো আজাদ যেন ওকে চুমো খেতে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার সাহস হলো না ওর, ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা করারও একটা সীমা আছে। তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি আমাকে নামিয়ে দিতে পারেন। চেষ্টা করে দেখি হাঁটতে পারি কিনা।'

ধীরে ধীরে ওকে নামিয়ে দিল আজাদ। তবে মিনতি তাকে ছাড়ল না, এক হাতে ধরে রেখে মচকানো পাটা মাটিতে ফেলল, তারপর সেটার ওপর ভর দিল। 'মনে হয় হাঁটতে পারব,' বলল ও, মুখে কাঁপা কাঁপা হাসি। 'বেড়ানোর শখ আমার মিটে গেছে, চলুন ফিরে যাই। তার আগে, প্লীজ, আমার ওড়নাটা একটু এনে দেবেন?'

আজাদকে ধরে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এল মিনতি, তারপর নৌকায় উঠে বসল। বৈঠা তুলে নিয়ে পানিতে ফেলল আজাদ, হাসছে। 'আপনি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!' মিনতি কথা বলছে না দেখে ভুরু কোঁচকাল সে। 'আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?'

'রাগ করব? কেন?'

'তাহলে যে চুপ করে আছেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মিনতি। 'না, ভাবছি।' মিনতি ভাবছে, আজাদের ছোঁয়া আমাকে এমন অস্থির করে তোলে, অথচ কাফি ভাইয়ের ছোঁয়া ভাল লাগে না কেন? আরও ভাবছে, আজাদ যদি লিয়াকে ভালবাসে, তাহলে আমাকে কেন সে চুমো খাবার কথা ভাববে? খায়নি, কিন্তু খেতে যাচ্ছিল—হয়তো আরেকটু সুযোগ দিলে কাজটা করেই বসত। নাকি লিয়াকে ভালবাসে, কথাটা হঠাৎ

মনে পড়ে যাওয়ায় নিজেকে সামলে নেয় শেষ মুহূর্তে?

'কি ভাবছেন, মিনতি?' খুব নরম সুরে জানতে চাইল আজাদ।

'ভাবছি পায়ে না হয় একটু ব্যথা পেয়েছি, তাই বলে এখুনি ফিরে যেতে হবে কেন?'

'সত্যিই তো, কেন ফিরে যেতে হবে?'

'ঠিক আছে, ফিরলাম না। এখন তাহলে আমরা কি করব?'

'আপনি বলুন।'

দু'সেকেণ্ড চিন্তা করল মিনতি। 'আসুন, পিকনিক করি।'

'গুড আইডিয়া।' দ্রুত বৈঠা চালিয়ে নৌকো আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিল আজাদ।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' সকৌতুকে জানতে চাইল মিনতি।

'ওদিকে একটা হাট বসে, দেখি খাবারদাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

আঁকাবাঁকা লেক ধরে মাইলখানেক এগোবার পর সত্যি একটা হাট দেখা গেল। মিনতিকে নামতে নিষেধ করলেও শুনল না ও, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আজাদের সঙ্গে হাটে ঘুরে বেড়াল, খাবার জিনিস ছাড়াও এটা-সেটা অনেক কিছু কিনল। নৌকোয় ফিরে খেতে বসল ওরা। মানুষ মাত্র দু'জন, অথচ খাবার কেনা হয়েছে রাশি রাশি। মুড়কি, জিলাপি, পনির, সিঙ্গাড়া, মাখন, পাউরুটি, জেলি, কোক, মধু, যা দেখেছে সবই কিছু কিছু কিনেছে। খেতে বসার আগে মিনারেল ওয়াটার দিয়ে হাত আর মুখ ধুয়ে নিল মিনতি, ওর হাতে সদ্য কেনা একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিল আজাদ। নৌকা ছাড়ার আগে মিনতি বায়না ধরল, পেইন কিলার ট্যাবলেট খাবার পর চা ছাড়া ওর চলবে না। 'এখুনি আনছি,' বলে আবার হাটে গেল আজাদ। মাটির ভাঁড়ে করে নিয়েও এল চা। এবার একটা চাদরও কিনে এনেছে সে।

'চাদর কি হবে?'

'একটু কাত হয়ে বিশ্রাম নেবেন আপনি এই নৌকোর ওপরই।'

'এত দিক আপনি খেয়াল রাখেন কিভাবে?'

আজাদ কিছু বলল না।

কিন্তু মিনতি নাছোড়বান্দা। 'আপনি কি সবার ব্যাপারেই এরকম বিবেচক?'

'কি জানি, বোধহয় না।' হাসছে আজাদ। 'অনেক দিন হলো লিয়ার সব দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে আমাকে। ঝিলামকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, সেই আমাকে নিয়ে মাথা ঘামায়। ইদানীং কেন যেন আরেকজনের ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছি।'

'কে সে?'

নৌকোর পাটতনে চাদর বিছাচ্ছে আজাদ। 'আপনি।'

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মিনতি। 'কারণ?' আজাদ কথা বলছে না দেখে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। 'দেখা যাচ্ছে কারণটা ব্যাখ্যা করতে অসুবিধে আছে আপনার। সেক্ষেত্রে, থাক।'

মুখ তুলে মিনতির দিকে তাকাল আজাদ। 'কারণ জানা থাকলেও অনেক সময় তা বলা যায় না।'

মিনতি ভাবছে, হ্যাঁ, জানি—লিয়াকে তুমি ভালবাস, তাই আমাকে ভাল লাগলেও তা তুমি বলতে পারছ না। 'আমি বুঝি,' ম্লান সুরে বলল ও।

'কি চাই জানি,' বলল আজাদ। 'চাওয়াটা উচিত হবে কিনা জানি না। হয়তো আরেকটু সময় পেলে সাহস সঞ্চয় করতে পারব। সেই সময়টুকু কি আপনি আমাকে দেবেন, মিনতি?' চাদরটা বিছিয়ে এক কোণে বসল সে।

'আপনার যেমন সময় দরকার, তেমনি আমারও দরকার,'

ফিসফিস করল মিনতি, চাদরের আরেক কোণে জায়গা করল নিজের জন্যে। 'আমার শুধু একটাই কথা বলার আছে—আমরা যেন কারও মনে আঘাত দিয়ে না বসি।'

'হ্যাঁ,' বলল আজাদ। 'সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আপনি কথা দিচ্ছেন, ছবিটা শেষ হবার পরও আমাদের দেখা হবে?' সে আন্দাজ করল, মিনতির সমস্যা হলো দু'জন পুরুষের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে। একজন সে, অপরজন কাফি চৌধুরী।

'আপনি চাইলে হবে।'

'আমি চাই।'

'আমিও।'

বিশ্রাম নেয়ার পর আরও কিছুক্ষণ বেড়াল ওরা, শহরে ফিরতে সন্ধে পার হয়ে গেল। মিনতিকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিল আজাদ। 'এরকম আরও বেড়াতে চাই আমি,' বলল সে। 'কথা দিন আবার বেরুবেন।'

মিনতি অন্যমনস্ক, আম্মি আর কাফির জেরার উত্তরে কি বলবে ভাবছে। 'বেরুব।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল আজাদ। মিনতি স্যুইটে ঢুকতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন বনিতা। 'কোথায় ছিলি তুই? কাফি তোকে শহরের কোথায় না খুঁজছে।'

'কেন?'

'কেন মানে? তোর না সন্ধে ছ'টায় সেটে থাকার কথা?'

'ও, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।' সত্যি তাই, কাফির নির্দেশ মনেই পড়েনি মিনতির।

'এ-কথাও নিশ্চয়ই ভুলে গেছিস যে তুই তার ছবির নায়িকা? এ-ও বোধহয় মনে নেই যে কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তার ছবিতে

নায়িকার চরিত্রটা তোকে পাইয়ে দিয়েছি আমি? মিনতি, তোর এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। ছেলেটা তোর জন্যে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কি না করছে, কেন? তার কি স্বার্থ? তোর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়েকে নায়িকা হিসেবে নিতে পারত সে। তা নেয়নি, শুধু তোকে একটা চান্স দেবে বলে। প্রতিভা অনেকেরই থাকে, কিন্তু তা প্রকাশ করার সুযোগ ক'জন পায়? তোকে সেই সুযোগটা দিয়েছে কাফি। আর এই তার প্রতিদান? যতভাবে পারিস তাকে তুই এড়িয়ে থাকছিস। প্রতিটি শট বারবার রিটেক করতে হচ্ছে। শূটিঙের সময় নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিস। এর পরিণতি কি, জানিস?'

'ভুল হয়ে গেছে, কাফি ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব, হলো তো?'

'না, হলো না। আজ তোকে কথা দিতে হবে।'

ভুরু কোঁচকাল মিনতি। 'কি কথা দিতে হবে?'

'কি কথা দিতে হবে, তুই বুঝিস না? কাফি তোকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছে···।'

'স্বপ্ন স্বপ্নই, আম্মি,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল মিনতি। 'সেটা বাস্তবে রূপ নেবে কিনা নির্ভর করে নিয়তির ওপর—আমার, কাফি ভাইয়ের, বা তোমার তাতে কোন হাত নেই।'

মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন বনিতা। 'তোর এ-কথার অর্থ?'

'এ-সব প্রশ্ন কাফি ভাই করলে ভাল হয়, আম্মি,' বলল মিনতি। 'উনি কি জানতে চান বুঝতে পারলে উত্তর দেয়াটা আমার জন্যে সহজ হবে।' দ্রুত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল মিনতি।

চার

চিলেকোঠায় আলো জ্বলছে, তার আভা এসে পড়েছে বাগানে, ছাদের কিনারায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে লিয়া। হোস্টেল থেকে পালিয়ে এসে কোন লাভ হয়নি, বাড়িতেও জীবনটা তার একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, মন খারাপের সেটাই কারণ। আজাদ ভাইয়া নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত, তার উপস্থিতি অনেক সময় টেরই পায় না! সেজন্যেই অস্থির মনটাকে শান্ত করার জন্যে আজ বিকেলে হোটেল মাধবীতে বনিতা ইসলামের সঙ্গে গল্প করতে গিয়েছিল সে। ভদ্রমহিলাকে খুব ভাল লেগে গেছে লিয়ার, তিনিও তাকে পছন্দ করেছেন বলেই মনে হলো। ফ্যাশন ও ড্রেস মেকিং সম্পর্কে আলাপ করেছে ওরা, তারপর কথায় কথায় বনিতা আন্টি তাকে মিনতি আর পরিচালক কাফি চৌধুরীর সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। সম্পর্কটা রোমান্টিক, তাঁর আশা সেটা শুভ পরিণয় পর্যন্ত গড়াবে। আরও বললেন, অল্পে তিনি তুষ্ট নন, মেয়ের জন্যে নামকরা একজন পরিচালককেই স্বামী হিসেবে চান। লিয়া আধুনিক মেয়ে, এ-কথা শুনে নিজের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্যে কিছু একটা বলার তাগিদ অনুভব করে সে। এখনই নাম করেনি এমন একজন আর্টিস্টের সঙ্গে তার বিয়ে হবে, এ-কথা বলতে তার ভাল লাগেনি, তবে আর কি-ই বা বলার ছিল তার। কথাটা বনিতা আন্টিকে বলার পর নিজেকেও সে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছে।

চিলেকোঠায় শব্দ হতে চিন্তায় বাধা পড়ল। ছাদে বেরিয়ে এল আজাদ, হাতে চাদর মোড়া একটা পোঁটলা। 'এতে কিছু খাবার জিনিস আছে, ঝিলামকে ডেকে নিয়ে যেতে বলো,' কথাগুলো লিয়ার উদ্দেশে বলা হলেও, আজাদকে অনেক দূরের মানুষ মনে হলো, সে যেন এখনও বাড়িতে ফেরেনি। একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হোটেল মাধবীর দিকে তাকাল সে।

'মনে হচ্ছে এখনও অন্য জগতে আছ। কি ব্যাপার, তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন?'

'মিনতির আম্মি তোমার ড্রেস বানাচ্ছেন?' ভাব দেখে মনে হলো লিয়ার প্রশ্ন আজাদ শুনতে পায়নি। এখনও ফয়েজ লেকে মিনতির সঙ্গে নৌকোয় রয়েছে সে। হোটেলে মিনতিকে নামিয়ে দেয়ার পর তাড়াতাড়ি বাগানে উঠে আসার একটা প্রবল ঝোঁক চাপে তার, আশা হোটেলের ঝুল-বারান্দায় মিনতিকে দেখতে পাবে। এই মুহূর্তে নিজের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাকে। কি অর্থ এই আকর্ষণের? এ কি ভালবাসা?

ঝিলাম এসে খাবারগুলো নিয়ে গেল। একটু পর চা দিয়ে গেল সে। আজাদ ভাবল, অস্থির মনটাকে শান্তি করার একটাই উপায়, কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া। অনুপ্রাণিত বোধ করছে সে, নিজের সমস্ত মেধা ঢেলে আঁকবে মিনতিকে। সেই ছবিতে মিনতিকে পাবার যে আকুতি তার মধ্যে ক্রিয়াশীল তার সবটুকুর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আগের আইডিয়া বাতিল হয়ে যাওয়ায় মিনতির এই ছবিতে এখন মায়াময় কোমল হৃদয়ের ছোঁয়া থাকবে, থাকবে ভালবাসার হাতছানি।

হঠাৎ থমকে গেল মনটা। ভালবাসা? ওরা কি পরস্পরের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে? দু'জনকে কেউ তারা অপছন্দ করছে না, এই অনুভূতি নিয়েই মেলামেশাটা চালিয়ে যাচ্ছিল সে, প্রেম-ভালবাসার কথা

ভাবেনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বাধ্য করছে আরও গভীরে তাকাতে। সে কি মিনতির প্রেমে পড়ে গেছে? ব্যাপারটা শুধুই শারীরিক আকর্ষণ নয়, তারচেয়ে বড় কিছু? না, শুধু শারীরিক আকর্ষণ নয়। তা যদি হত, স্বাদগ্রহণের সুযোগ পেয়েও সেটা হাতছাড়া করতে পারত না সে। চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়া মাত্র আবার দেখতে পাবার জন্যে হৃদয়-মন এমন আকুল হয়ে উঠত না।

শ্যামলীকে নিয়ে কখনোই তার এরকম অনুভূতি হয়নি। তাকে নিয়ে অস্থির হত সে, ব্যস্ত থাকত, উদ্বেগে ভুগত, কিন্তু গোটা অস্তিত্ব জুড়ে এই প্রশান্তি আর পুলক কখনোই অনুভব করেনি। শ্যামলীর সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে মায়া বা দরদ ছিল না। দুটো মন কখনও এক হতে পারেনি। সেটা বোধহয় শুধুই শারীরিক আকর্ষণ ছিল, এক সময় তা নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাহলে শ্যামলীর কথা ভেবে এতদিন কেন মনটাকে তিক্ত হতে দিয়েছে সে? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পুষে রাখার কি দরকার ছিল? সে যখন মিল মালিক কাজী ফরহাদকে বিয়ে করল, নিজেকে ব্যর্থ ও বাতিল বলে মনে হয়েছিল তার, কারণ আর্ট গ্যালারির মালিক হিসেবে তার মধ্যে খ্যাতি বা আর্থিক প্রাচুর্যের কোন সম্ভাবনা শ্যামলী দেখতে পায়নি।

হেসে উঠতে ইচ্ছে করল আজাদের। শ্যামলীর একটা ধারণা ঠিকই ছিল। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে সত্যি সে ব্যর্থ। যদি কিছু করতে হয়, পোর্ট্রেইট এঁকেই তা করতে হবে, কারণ এদিকেই তার ঝোঁক বেশি।

মানুষের চেহারা এঁকে নাম করবে সে। তবে নাম করা অত সহজ নয়, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার আগে ভালবাসার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে তাকে। জীবনে ভালবাসা এলে স্বীকৃতি দিতে দেরি করতে নেই। কাজেই মিনতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে

সে। ওকে দেয়ার মত কিছু নেই তার, থাকার মধ্যে এই বাড়ির অর্ধেকটা। ভাগাভাগির সময় লিয়াকে বুঝিয়ে রাজি করবে চিলেকোঠা আর ছাদটা যেন তার থাকে। এই বাগান তার আর মিনতির কাছে স্বর্গের একটা অংশ বলে মনে হবে। আর বলবে, লিয়া যেন বাড়িটা বিক্রি করার জন্যে জেদ না ধরে।

হঠাৎ একটা অপরাধ বোধ জাগল। অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছে লিয়া, অথচ তার কথা শুনছে না সে। 'মিনতি আর কাফি চৌধুরীর কথা কি যেন বলছিলে তুমি?'

'দারুণ উত্তেজনাকর খবর, ভাইয়া। ওদের বিয়ে হবে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল আজাদ। 'এই গুজব তুমি কোথায় শুনলে? নিশ্চয়ই ঝিলাম বলেছে?'

মাথা নাড়ল লিয়া। 'গুজব নয়। মিনতি আপার আম্মি নিজে আমাকে বলেছেন। নাম করতে হলে এরকম একজন বিখ্যাত পরিচালককেই বিয়ে করা দরকার মিনতি আপার। প্রায় সব নায়িকাই তাই করে। তারপর, নাম হয়ে গেলে, ডিভোর্স দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করে···।'

রাগে সারা শরীর শক্ত হয়ে গেল আজাদের। 'মিনতি সম্পর্কে এভাবে কথা বলো না। উনি সে-ধরনের মেয়ে নন।'

আজাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল লিয়া। তাকে আগেও সে রাগতে দেখেছে, তবে এরকম ঠাণ্ডা বিতৃষ্ণা তার কাছে একদম নতুন। অস্বস্তিবোধ করল সে, খানিকটা ভয়ও লাগছে। 'ভেবো না এ-সব আমি বানিয়ে বলছি। আর, কথাটা সত্যি না হলে তাঁর আম্মিই বা বলবেন কেন আমাকে?'

'বলবেন এই জন্যে যে মিনতির আম্মি অত্যন্ত অ্যামবিশাস মহিলা, কাফি চৌধুরীর মতই। কাফি চৌধুরী প্রতিভাবান, তবে নির্দয়ও। তার জন্যে এটা দোষের নয়, কারণ সিনেমা লাইনে খ্যাতি

ধরে রাখতে হলে নিষ্ঠুর হবার প্রয়োজন আছে। মিনতির আম্মি নিজের অ্যামবিশন মেয়েকে দিয়ে পূরণ করার কথা ভাবছেন। কিন্তু আমি জানি, মিনতি তা মেনে নেবেন না। তিনি তোমাকে যা-ই বলুন, তাতে মিনতির সম্মতি নেই।'

'তুমি এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?'

'কারণ আমি মিনতিকে চিনি।'

'এত অল্প সময়ে?'

'হ্যাঁ, এত অল্প সময়েই। শোনো, আমি এখন কাজ করব। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো, আমাকে ডাকবে না।'

পরদিন সকালে সেটে পৌঁছুল কাফি থমথমে চেহারা নিয়ে। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ও কলা-কুশলীরা সবাই সতর্ক হয়ে গেল।

'এর জন্যে তুমি দায়ী, মিনতি,' নিচু গলায় বলল নাহিদ হাসান, ছবিটায় নায়ক হিসেবে কাজ করছে সে। 'কাল রাতে তুমি শূটিঙে আসোনি বলে খেপে আছেন উনি। যাও, সময় থাকতে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলো।'

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে সে-চেষ্টাই করল মিনতি। বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, কাফি ভাই।'

'দুঃখিত? ব্যস, শুধু এইটুকু তোমার বলার আছে?' বিস্ফোরিত হলো কাফি। 'আমাকে জানতে হবে কোন সাহসে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করলে!'

'আমি আপনার নির্দেশ অমান্য করিনি,' বলল মিনতি। 'স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম।' সবার সামনে এভাবে অপমান করায় রেগে গেছে মিনতি, অনেক চেষ্টা করে নিজেকে সামলে রাখল।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মিনতি দুঃখ প্রকাশ করায় কাফির রাগ আরও বেড়ে গেছে। অন্যায় করেছে অথচ ক্ষমা চাইবে না, শুধু দুঃখ

প্রকাশ করে রক্ষা পেতে চাইছে মিনতি, এটা সে মেনে নিতে পারছে না। যাকে সামনে পেল তাকেই ধমক দিল সে, কারও অভিনয়ই তার পছন্দ হচ্ছে না। সবার শেষে এল মিনতির পালা।

ভাবাবেগসমৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজক একটা দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে ওকে। সামরিক স্বৈরাচারের অত্যাচারে স্বদেশ থেকে পালিয়ে এসেছে এক তরুণী, রিফিউজি ক্যাম্পের ফিল্ড হসপিটালে তার জীবন বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে একজন ডাক্তার, যাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। এই দৃশ্যে অভিনয়ের জন্যে ভাবাবেগের গভীরতা দরকার, দরকার নির্ভেজাল আন্তরিকতা, খুঁতখুঁতে মন নিয়ে রিহার্সেল দেখছে কাফি। দৃশ্যটা দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখানো হবে, বারবার স্ক্রিপ্ট বদলে নিখুঁত করা হয়েছে সংলাপ, কি রকম অভিব্যক্তি ফোটাতে হবে সে-ব্যাপারে হাজারবার বোঝানো হয়েছে মিনতিকে। কিন্তু কাফির প্রত্যাশা অনুসারে একবারও গ্রহণযোগ্য অভিনয় করতে পারেনি মিনতি। করতে পারুক, এটা সে আজ চাইছেও না। ব্যর্থ হলে আরও অপমান করা যাবে ওকে। আদেশ অমান্য করার শাস্তি দিয়ে মনের রাগ মেটাতে চাইছে।

অবশ্য পরে কাফির খারাপ লাগবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে মিনতিকে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে সে, ওকে নিয়ে রাতে ডিনার খাবে দামী কোন রেস্তোরাঁয়। তবে সে-সময় তার প্রতি অনুগত থাকতে হবে মিনতিকে। ক্ষমা তো চাইতেই হবে।

নাহিদ হাসান তার সংলাপ আওড়ে গেল। এবার মিনতির পালা। এই সেই সংকটময় মুহূর্ত, যখন নায়িকা তার ভালবাসা গোপন রাখার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে। এখানে নায়িকার হৃদয় চিৎকার করে কাঁদবে, কিন্তু গলায় কান্না থাকবে না, চোখে থাকবে না পানি, থাকবে শুধু বাঁচার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসার প্রবল আকুতি। ফুটিয়ে তুলতে হবে সমগ্র অস্তিত্বের যন্ত্রণাকাতর আহাজারি।

মাথা উঁচু করল মিনতি। একটু বিরতি আছে এখানে, অনুভূতির দ্বারা মাপা সংক্ষিপ্ত একটা মুহূর্ত। কাফি অপেক্ষা করছে। কলাকুশলীরা দম আটকে আছে। অপেক্ষা করছেন বনিতা। তারপর শোনা গেল মিনতির সংলাপ, কথাগুলো যেন ওর আত্মার গভীর প্রদেশ থেকে উঠে এল, এমন সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক যে তার বুঝি কোন তুলনা হয় না।

সংলাপ শেষ হতে নিস্তব্ধতা নেমে এল সেটে। সেই নিস্তব্ধতা এমনই জমাট যে একজন স্টাফ হাততালি দেয়ায় মনে হলো যেন বজ্রপাত ঘটছে। এতক্ষণে সবাই যেন বাস্তবে ফিরে এল। বড় একটা শ্বাস টানল কাফি। সবার মত সে-ও মুগ্ধ হয়ে গেছে, তবে সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তিও জাগছে তার মনে। শুধু অস্বস্তি নয়, খানিকটা ঈর্ষাও রয়েছে সঙ্গে। ঠিক এই মিনতিকেই দেখতে চায় সে, যার জাগরণ ঘটেছে, কিন্তু ঘটনাটা তার দ্বারা নয়, ঘটেছে অন্য একজনের দ্বারা…।

মিনতির সামনে এসে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল নাহিদ হাসান। 'তোমার তুলনা হয় না, মিনতি। সত্যি, অপূর্ব!' পরিচালকের দিকে ফিরল সে। 'কাফি ভাই, কিছু একটা বলুন।'

কাফি বলল, 'এই আবেগ যদি ক্যামেরার সামনে ধরে রাখতে পারো, তবেই আমাকে খুশি করা যাবে।' প্রয়োজন ছিল না, তবু দৃশ্যটা আরেকবার অভিনয় করে দেখাতে বলল সে। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, দ্বিতীয়বারও চমৎকার অভিনয় করল মিনতি।

রিহার্সেলে পাঁচ মিনিটের বিরতি দিল কাফি, তারপর বলল, 'মিনতি, এদিকে এসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

এগিয়ে এল মিনতি, ওদের কাছাকাছি থেকে দূরে সরে গেল সবাই। 'বলুন,' মিনতির গলায় ঠাণ্ডা সুর।

'আমি সন্তুষ্ট, তুমি আমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছ।'

জোর করে একটু হাসল মিনতি। 'ধন্যবাদ, কাফি ভাই।'

'তবে আমি জানতে চাই, এত ভাল কিভাবে করলে তুমি? কিসে তুমি উদ্বুদ্ধ হলে?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'না, এড়িয়ে যেয়ো না। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।'

'কিছুই ঘটেনি। চরিত্রটার সঙ্গে আমি একাত্ম হতে পারছি, সেটাই কারণ।' মিনতির কাছ থেকে এর বেশি কিছু আদায় করতে পারল না কাফি।

দৃশ্যটা কোন রিটেক ছাড়াই পরদিন ক্যামেরায় তোলা হলো।

লাঞ্চের পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে রোজকার মত হুইস্কি খাচ্ছে কাফি, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে। হঠাৎ শুনতে পেল, 'দেখুন তো, আমাকে চিনতে পারেন কিনা, স্যার?' সুরেলা একটা নারীকণ্ঠ।

চোখ মেলে তাকাল কাফি। কিন্তু চিনতে পারল না।

খিলখিল করে হেসে উঠল লিয়া। তারপর বলল, 'বিখ্যাত মানুষদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। অবশ্য দোষ দেয়া যায় না। তাদের ভক্তের সংখ্যা এত বেশি, ক'জনকে চিনে রাখবে। আমি লিয়া, মাত্র কয়েক রাত আগে একসঙ্গে চাইনীজ খেলাম, আমার সঙ্গে জাকি ভাই ছিলেন...।'

'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ।' চেয়ারে সিধে হয়ে বসল কাফি। 'তা তুমি আমাকে স্যার বলছ কেন? এখানে কার কাছে এসেছ?'

'আপনি বিখ্যাত পরিচালক, হলিউড-বলিউডের সবাই আপনাকে চেনে, স্যার বলব না? এসেছি আপনার কাছেই। আমাকে বসতে বলবেন না?'

'বসতে বলব...,' ইতস্তত করল কাফি। 'এখানে তোমার না

বসাই ভাল, লিয়া। দেখছ না, আমি কি সব খাচ্ছি।'

'তাতে কি?' সামনের চেয়ারটায় নিজে থেকেই বসে পড়ল লিয়া। 'ও-সব আজকাল অনেকেই খায়, আমি খারাপ চোখে দেখি না। কেন এসেছি জিজ্ঞেস করবেন না?'

'কেন এসেছ?' একজন ওয়েটারকে ইঙ্গিতে ডাকল কাফি।

'যদি এক-আধটা চান্স দেন, সেই আশায়। অন্তত পরীক্ষা নিয়ে দেখুন না।'

'তোমার বুঝি অভিনয় করার খুব শখ?'

'কতটা, সে আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। ফিল্মি জগৎটাকে সাংঘাতিক রোমাণ্টিক আর রোমাঞ্চকর মনে হয় আমার।' চারদিকে চোখ বুলাল লিয়া। 'ইস, এখন যদি আমার বান্ধবীরা এখানে আপনার সঙ্গে দেখতে পেত আমাকে!'

ওয়েটার এগিয়ে আসতে কাফি জানতে চাইল, 'কি খাবে বলো।'

'আপনি বললে ওই জিনিসও খেতে পারি আমি।'

'না। তোমার এখনও বয়েস হয়নি। তাছাড়া, ভুলে যেয়ো না তুমি একটা মেয়ে।'

অভিমানে ঠোঁট ফোলাল লিয়া। 'আপনি ঠিক জাকি ভাইয়ার মতই অত্যাচারী। বয়েস হয়নি মানে? আঠারোতেও আমি সাবালিকা হইনি? আর মেয়ে তো কি হয়েছে?' কয়েকজন নামকরা অভিনেত্রীর নাম আওড়ে গেল সে, তারপর জানতে চাইল, 'এরা খান না?'

'কোকা-কোলা,' ওয়েটারকে বলল কাফি। ওয়েটার চলে যেতে জিজ্ঞেস করল, 'জাকি আজাদ তোমার কে হন, ভাই?'

'চাচাতো ভাই,' বলল লিয়া। 'তারচেয়ে বড় পরিচয়, উনি আমার অভিভাবক...,' গড়গড় করে পারিবারিক সমস্ত তথ্য মুখস্থ

বলে যাচ্ছে সে।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিয়াকে লক্ষ করছে কাফি। শুধু কথা বলার ভঙ্গি নয়, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন থেকে শুরু করে হাত নাড়ার প্রতিটি ঢং তার নজর কেড়ে নিচ্ছে। আরে, এ মেয়ে তো জাত অভিনেত্রী! 'কি বললে? মিনতি ফয়েজ লেকে নৌকো চড়তে গিয়েছিল? কার সঙ্গে?'

'এতক্ষণ তাহলে কি বললাম? কার সঙ্গে আবার, ভাইয়ার সঙ্গে। কথাটা শুনে আপনার কি রাগ হচ্ছে?'

জোর করে হাসল কাফি। 'না, রাগ হবে কেন।'

'কিংবা ঈর্ষা?' সরাসরি প্রশ্ন করাই লিয়ার স্বভাব।

'কেন, ঈর্ষাই বা হবে কেন?'

'ও, তারমানে আপনি বোধহয় খবর রাখেন না ভাইয়া মিনতি আপাকে নিয়ে কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন।'

'কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন?' গলা শুকিয়ে গেল কাফির, গ্লাস তুলে এক ঢোক হুইস্কি খেলো সে।

'ঠিক মিনতি আপাকে নিয়ে নয়, তাঁর পোর্ট্রেইট নিয়ে,' বলল লিয়া। 'রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা ইজেলের সামনে থেকে নড়ছে না। আর ছবিটা এত সুন্দর হচ্ছে না, কি বলব। সবাই আমাকে এত সুন্দর বলে, কিন্তু ওই ছবির সামনে আমার ছবি একদম মার খেয়ে গেছে। ' কোকটা আসতে স্ট্র ফেলে দিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল সে। 'আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। আমি কিন্তু আবার বিরক্ত করতে আসব। এখন যাই, কেমন?'

'যাই মানে?'

হেসে ফেলল লিয়া। 'আমি আসলে বনিতা আণ্টির কাছে এসেছি। উনি আমার জন্যে একটা ড্রেস বানাচ্ছেন তো, তাই।'

'ঠিক আছে, যাও। পরে দেখা করো। দেখি তোমার জন্যে কিছু

করা যায় কিনা।'

চিলেকোঠায় ছবি আঁকছিল আজাদ। পরিচালক কাফি চৌধুরী তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনে অবাক হয়ে ঝিলামের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে নিচে নেমে গেল ঝিলাম। খানিক পর চিলেকোঠার দরজায় সুদর্শন কাফিকে দেখা গেল, মুখে অমায়িক হাসি। 'আপনি বলেছিলেন আপনার পেইন্টিং দেখার জন্যে যে-কোন সময় আসতে পারি, তাই চলে এলাম।'

'খুব খুশি হয়েছি,' বলল আজাদ। 'আসুন, চা খেতে খেতে গল্প করি। তারপর মনের সাধ মিটিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে পেইন্টিং দেখবেন। তবে তখন আমাকে কাজ করতে দেখলে কিছু মনে করবেন না, প্লীজ। ছবিটা নিয়ে জটিল এক সংকটে পড়েছি···।'

'মনে হচ্ছে কঠিন সমস্যা?'

'যে-কান ছবির শেষটা সত্যি কঠিন।' ইজেলের সামনে থেকে নড়েনি আজাদ, হাতে এখনও ব্রাশ।

'ছবিটা আমি কি দেখতে পারি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আজাদের পাশে চলে এল কাফি, তাকাল ইজেলের দিকে। এটাই মিনতির পোর্ট্রেইট। তাকাতেই দম বন্ধ হয়ে এল তার, এতই সুন্দর ছবিটা। 'গড, এ তো মাস্টারপীস!'

'আমি অবশ্য তা বলব না, তবে আমার আঁকা এটাই শ্রেষ্ঠ ছবি—এখন পর্যন্ত।' কথা যা-ই বলুক, আজাদের মাথায় অন্য বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। লিয়ার বলা কথাগুলো মনে পড়ল, এই লোকের সঙ্গে মিনতির নাকি বিয়ে হবে। সত্যিই কি তাই? মিনতির কি তাতে সম্মতি আছে? লোকটা হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে এল কেন? কি চায় সে?

'বোঝাই যায়, অনুপ্রাণিত না হলে এ-ধরনের ছবি আঁকা যায় না। কৃতিত্বটা কি মিনতির?'

'মডেল হিসেবে উনি খুব ভাল,' কথাটা ভেবে-চিন্তে, সাবধানে বলল আজাদ।

'শুধু এইটুকু? আমার ধারণা ছিল আপনার কথায় আবেগে ও উচ্ছ্বাস থাকবে।' আজাদ কিছু বলছে না দেখে হাসল কাফি। 'ছবিটা আমি কিনব। বিয়ের সময় এটা আমি ওকে প্রেজেন্ট করব।'

আজাদের ব্রাশ ধরা হাতটা থেমে গেল, তারপর ধীরে ধীরে আবার সচল হলো।

কাফি নরম সুরে জানতে চাইল, 'মিনতি আপনাকে বলেনি, আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে?'

'না।'

'বলতে হয়তো ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো ধরে নিয়েছে আপনি জানেন। ছবির শূটিং শেষ হলেই বিয়ে করব আমরা, হয় এখানে, নয়তো ঢাকায়। আমাদের যে বিয়ে হবে, এ তো আপনার এমনিতেও জানার কথা। আমাদেরকে আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছেন।'

আবার থেমে গেল আজাদের হাত।

'আমাদের নতুন সংসারে আপনার আঁকা ছবিটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কত দিতে হবে আপনাকে?' জানতে চাইল কাফি।

'কিছুই দিতে হবে না। এ ছবি বিক্রির জন্যে নয়।'

সরাসরি প্রত্যাখ্যান, কাজেই রেগে গেল কাফি, তবে এত বোকা সে নয় যে বাইরে তা প্রকাশ করবে। 'সেকি, কেন? আপনি প্রফেশন্যাল পেইন্টার, আজাদ সাহেব। ভাল দাম পেলে আর্টিস্ট তাঁর ছবি বিক্রি করবেন না, এমন কথা কে কবে শুনেছে? বিশ্বাস

করুন, আমি কৃপন নই। আপনি যে-কোন দাম চাইতে পারেন।'

আজাদ মনোযোগ দিয়ে রঙ বাছাই করছে। 'একবার তো বলেছি, এটা বিক্রির জন্যে নয়,' তার গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ শান্ত।

'ঠিক আছে, বুঝলাম—ছবিটার সঙ্গে আপনি ইমোশন্যালি ইনভলভড হয়ে পড়েছেন। তবু যদি সিদ্ধান্ত বদলান, আমাকে জানাবেন, প্লীজ।'

'আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না,' জবাব দিল আজাদ।

হেসে উঠে কাফি বলল, 'আজ আর চা খাব না, আজাদ সাহেব। যাবার সময় শুধু বলে যাই, শিল্পীরা আঘাত পেতে ভালবাসে। আপনিও সম্ভবত আঘাত পাবার পথ প্রশস্ত করছেন—বুঝে, কিংবা না বুঝে।'

আজাদ বলল, 'আপনি আমাকে কাজ করতে দিচ্ছেন না।'

'একটা সত্যি কথা বলে যাই।' হাসছে কাফি। এখন যে কথাটা বলবে সেটা বলার জন্যেই এসেছে সে। 'কথাটা হলো, মিনতিকে হারাতে হতে পারে, এই ভয়ে ওর অস্তিত্বে আমি আমার বীজ বপন করেছি। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? ও আপনার জন্যে বাসি জিনিস, আজাদ সাহেব।' কাফি চলে গেল, আজাদের মুচকি হাসিটুকু তার দেখা হলো না।

পাঁচ

বনিতা অবাক হয়ে তাকালেন লিয়ার দিকে। 'কিন্তু লিয়া, সেদিন না

তুমি বললে আজাদের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?'

'প্রথমে সেরকমই কথা হয়েছিল,' হেসে উঠে বলল লিয়া। 'কথা হয়েছিল মানে আমার বাপ্পি তাই চেয়েছিলেন, আর কাক্কু মানে আজাদ ভাইয়ার আব্বুরও তাতে অমত ছিল না। যদিও ভাইয়ার ভাব-সাব দেখে কিছু বোঝা যেত না। তাছাড়া আমি তো ছিলাম একদম কচি খুকী, প্রেম-ভালবাসা-বিয়ে এ-সব বুঝতামই না। যখন বড় হলাম, শুনলাম ভাইয়া ঢাকার এক মেয়েকে পছন্দ করেছে, তাকেই নাকি বিয়ে করবে। তার নাম শ্যামলী।'

'শুনে নিশ্চয়ই তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেল?' বনিতা ঠোঁট টিপে হাসছেন।

খিলখিল করে হেসে উঠল লিয়া। 'ঠিক উল্টো,' হাসি থামিয়ে বলল সে। 'কারণটা কি শুনবেন? ভাইয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো দুষ্টামির। সে এ-সব একদমই পছন্দ করে না, আর আমি তাকে জ্বালিয়ে মারি। আমার স্বভাব যে বদলাবে না, এ আমি খুব ভাল করেই জানি। আমার মনের কোন স্থিরতা নেই, কথায় কথায় জেদ ধরি। আমার সব আবদার ভাইয়ার কাছে। মাথায় সারাক্ষণ একের পর এক উদ্ভট খেয়াল আসছে, ভাইয়াকে বিরক্ত করতে না পারলে পেটের ভাত হজম হয় না—কাজেই আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না শুনে ভালই লাগল। ভাবলাম ভাইয়া আমার ভাইয়াই থাকুক, সম্পর্কটাও থাকুক দুষ্টামি আর আবদারের।'

'কিন্তু শ্যামলীর কি হলো? তার সঙ্গে তোমার ভাইয়ার বিয়ে হলো না কেন?'

লিয়া বলল, 'কারণটা আমি পরিষ্কার জানি না। ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। তবে শুনেছি...।'

নিজের ঘর থেকে লিয়ার কথাগুলো অস্পষ্টভাবে শুনতে

পাচ্ছিল মিনতি, কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে এ-ঘরে চলে এসেছেও। 'বলো, লিয়া, থামলে কেন?'

'শুনেছি, ভাইয়ার আর্থিক অবস্থা কোনদিনই ভাল হবে না, এটা বুঝতে পেরে শ্যামলী অন্য এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে,' বলল লিয়া। তাঁর নাকি মিল-কারখানা আছে, বিরাট ধনী মানুষ। আবার এ-ও আমার কানে এসেছে যে শ্যামলী ছিল ভাইয়ার মডেল। ভাইয়া অন্য এক মডেলের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়ায় শ্যামলী রাগ করে ওই ভদ্রলোককে বিয়ে করে। কোনটা সত্যি তা বলতে পারব না।'

মায়ের পাশে সোফায় বসল মিনতি। বনিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আবার নতুন করে তোমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছে বুঝি?'

'হচ্ছে ঠিকই,' হেসে উঠে বলল লিয়া, 'তবে তাতে আমার বা ভাইয়ার তেমন কোন ভূমিকা নেই।'

'মানে?'

'আগ্রহটা আসলে ঝিলামের।' বনিতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে সুযোগ না দিয়ে লিয়া বলে চলল, 'তার আগে বলে রাখি, ঝিলাম কিন্তু আমাদের বাড়ির চাকরানী নয়। অনেক বছর ধরে আছে তো, শিক্ষিতা মহিলা, তাকে আমরা পরিবারের একজন বলেই মনে করি। তো আগ্রহটা তারই বেশি।'

প্রশ্ন যা করার বনিতাই করছেন, মিনতি নীরব শ্রোতা। 'এ-ব্যাপারে তোমার ভাইয়া কি বলেন?'

'আমি কখনও তাকে কিছু বলতে শুনিনি। প্রসঙ্গটা ঝিলাম তার সামনে বহুবার তুলেছে। ভাইয়া চুপ করে থাকে। আমার কাছে গোটা ব্যাপারটাই হাসির খোরাক।'

'বিয়ে খুব গুরুতর ব্যাপার, তোমার হাসি পাবে কেন?'

'স্বামী হিসেবে ভাইয়াকে কল্পনা করতে পারি না, তাই।'

এই প্রথম কথা বলল মিনতি, বিড়বিড় করে, 'তুমি না চাইলে তো আর বিয়েটা হবে না।'

আবার হেসে উঠল লিয়া। 'আপনারা আসলে বুঝতে পারছেন না, মিনতি আপা। এটা আমার চাওয়া না চাওয়ার ব্যাপার আসলে না। ভাইয়া আমার আদর্শপুরুষ, সে ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ নেইও। সে যদি চায়, রাজি আমাকে হতেই হবে, তাই না?'

'তাহলে ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার ভাইয়ার ওপর?' মিনতির দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'হ্যাঁ এবং না।'

'এটা কি রকম উত্তর হলো?' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো বনিতা বিরক্ত হয়েছেন।

'ভাইয়া চাইলে বিয়েটা হবে, এ-কথা যেমন সত্যি, তেমনি এও সত্যি সে না চাইলেও বিয়েটা হতে পারে। দাঁড়ান, ব্যাখ্যা করছি। আগেই বলেছি, ঝিলাম আমাদেরই একজন। তাকে আমাদের গৃহকর্ত্রী বলা যেতে পারে। এখন ধরুন, ঝিলাম যদি জেদ ধরে তাহলে বিয়েটায় রাজি না হয়ে ভাইয়ার উপায় থাকবে না। এবার বুঝলেন?'

'বুঝলাম,' ম্লান গলায় বললেন বনিতা। 'তবে শুনতে ভাল লাগল না। দেখা যাচ্ছে বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে কেউ তোমরা সিরিয়াস নও।'

'আমি সত্যি সিরিয়াস নই,' স্বীকার করল লিয়া। 'আমি এ-সব নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাই না। ভাইয়া যা চাইবে তাই হবে। আমার একটাই কাজ, সিনেমা স্টারদের সম্পর্কে জানা আর তাদের পোস্টার সংগ্রহ করা। আর শুধু স্বপ্ন দেখি, ওদের মত আমিও মস্ত বড় অভিনেত্রী হয়ে গেছি...।

'স্ক্রীন টেস্টে উতরে গেলে তোমাকে একটা চান্স দেয়া যেতে

পারে,' ঘরে ঢুকে সহাস্যে মন্তব্য করল কাফি। 'এই যে, মিনতি, তোমাকে আমি এতক্ষণ ধরে কোথায় না খুঁজছি।'

'এসো, কাফি, বসো,' বললেন বনিতা।

'কেন, কাফি ভাই? আমাকে খুঁজছেন কেন?' জানতে চাইল মিনতি।

'আন্টি,' কাফি বলল, 'এখন বসব না।' মিনতির দিকে তাকাল সে। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমার সঙ্গে একটু বাইরে বেরুবে?'

'হ্যাঁ, চলুন।' সোফা ছেড়ে দাঁড়াল মিনতি।

লিয়াও দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আমিও তাহলে বাড়ির পথ ধরি···।'

তার হাত ধরে আবার বসালেন বনিতা। 'কেন, এখুনি বাড়ি গিয়ে কি করবে? এসো, গল্প করি আমরা। তোমার ড্রেসের মাপটাও তো আরেকবার নিতে হবে।'

'অনেকক্ষণ বাইরে তো, ভাইয়া না আবার রাগ করে।' লিয়ার চোখে দুষ্টামির ঝিলিক।

'বলবে আমি তোমাকে আটকে রেখেছিলাম।' বনিতা ভাবছেন, মিনতি আর আজাদের সম্পর্কটা আরও গভীর হবার আগেই কিছু একটা করা দরকার তাঁর। প্রয়োজনে সরাসরি আজাদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। তবে তার আগে জানা দরকার ওদের সম্পর্কটা কতদূর গড়িয়েছে। দেখা যাক লিয়া কিছু বলতে পারে কিনা।

ফয়েজ লেকের কিনারায় এসে গাড়ি থামাল কাফি। জানালার কাচ নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, কিভাবে শুরু করবে ভাবছে। সে জানে, শূটিঙের সময় যে অপমান করা হয়েছে সেটার কথা ভোলেনি মিনতি, পরে নরম ব্যবহার করেও গলানো যায়নি ওর মন। তার ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করায় সে-ও মিনতির ওপর রেগে আছে।

তবে জাকি আজাদের সঙ্গে কথা বলার পর ক্ষমতা দেখানোর ঝোঁকটা আপাতত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে সে। 'মিনতি, তোমার সঙ্গে সিরিয়াস একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমি।'

'সিরিয়াস ব্যাপারে? কি?'

'বিষয়টা তোমাকে আর আমাকে নিয়ে। আমাদেরকে নিয়ে। মিনতি, তোমাকে আমি খুব গুরুত্ব দিই। আমি মনে করি, পরস্পরকে আমাদের দরকার।'

'মানে প্রফেশন্যালি?'

মাথা নাড়ল কাফি। 'তুমি না বোঝার ভান করছ।'

মিনতি বলল, 'আজ সকালে আপনার যে ব্যবহার দেখলাম, মনে হলো আপনার কাছে ধুলোর একটা কণার চেয়েও নগণ্য আমি।'

'সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মিনতি। স্বীকার করছি, রাগে ও ঈর্ষায় আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

'ঈর্ষা?' কাফির দিকে অবাক হয়ে তাকাল মিনতি। 'কি নিয়ে ঈর্ষা?'

'পরশু প্রায় সারাটা দিন তোমার কি হলো ভেবে দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছি আমি। কার সঙ্গে গেলে তুমি, কোথায় গেলে, এ-সব ভাবতে ভাবতে পাগল হবার দশা হয়েছিল আমার। ভালবাসলে ঈর্ষা হওয়াটা স্বাভাবিক, তাই না?'

'না, কেন!' প্রতিবাদ করল মিনতি। 'অন্তত আমাকে নিয়ে আপনার ঈর্ষাবোধ করাটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। আমি একজন অভিনেত্রী হিসেবে আপনার সঙ্গে কন্ট্র্যাক্ট সই করেছি, সম্পর্কটা তার বেশি কিছু নয়।'

কথাগুলো যেন কাফির শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল, নিজেকে সে অনেক কষ্টে সামলে রাখল। খানিক সময় নিয়ে আগুনটা নিভতে

দিল সে, তারপর মিনতির একটা হাত ধরল। 'আমাকে বিয়ে করো, মিনতি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, তোমাকে পাবার জন্যে আমি লালায়িত। এ-ও জানো যে আমি কোন কাজে ব্যর্থতা মেনে নেয়ার লোক না। তাছাড়া, আমাকে প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে? কি নেই আমার, বলো?'

কাফির মনে হলো, মিনতি নরম হচ্ছে। আসলে ঘটছে উল্টোটা। কাফি যত জেদ ধরছে, মিনতির মনে অনিচ্ছার ভাবটা ততোই দৃঢ় হচ্ছে। ওর মনে হলো ভালবাসাকে আর দশটা কাজের চোখে দেখেন কাফি ভাই, ভালবাসার মহত্ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নন। 'কাফি ভাই, আমার কথাও আপনাকে বুঝতে হবে। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, পছন্দও করি, কিন্তু আমি আপনার প্রেমে পড়িনি।'

'পড়োনি, পড়বে। বিয়ের পর যে প্রেম সেটাই তো আসল প্রেম···।'

'কিন্তু আমার বেলায় ব্যাপারটা বিয়ের আগে ঘটতে হবে,' স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল মিনতি। 'ভাল না বেসে কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'তুমি কি অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবছ?' কাফিও স্পষ্ট ভাষায় জানতে চাইল।

'না,' দ্রুত জবাব দিল মিনতি। 'এখনও সেরকম কিছু ভাবছি না।'

'সেক্ষেত্রে সময় পাব আমি। আমার ধৈর্য আছে।'

'কিন্তু আপনাকে দেখে তা মনে হয় না, কাফি ভাই।'

'আমি আবেগপ্রবণ মানুষ, মাঝে মধ্যে হতাশায় ভুগি, তাই অস্থির মনে হতে পারে,' জবাব দিল কাফি। 'তবে তুমি বললে ধৈর্য ধরতে পারব আমি।'

'চলুন এবার ফিরি, তা না হলে শূটিঙে দেরি হয়ে যাবে। শূটিঙে দেরি হলে হোটেলে ফিরতেও দেরি হবে।'

'কেন, শূটিং শেষ করে তুমি কোথাও যেতে চাও নাকি?' কাফির চোখে সতর্ক ভাব।

'হ্যাঁ। আমার পোর্ট্রেইট শেষ করার জন্যে তাগাদা দিচ্ছেন আজাদ ভাই। তাঁকে আরেকটা সিটিং দিতে হবে। আপনি নিজেই বলেছেন, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

হাতের সিগারেট জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল কাফি। 'হ্যাঁ, বলেছি। অবশ্যই তাকে সময় দেবে তুমি। আজ শুধু হাসপাতালের সিঁড়ির দৃশ্যটা ক্যামেরায় তুলব আমরা। বেশিক্ষণ তোমাকে আটকে রাখব না।'

'ধন্যবাদ, কাফি ভাই।'

কাফি তার কথা রাখল। মাত্র এক ঘণ্টা কাজ করিয়ে নিয়ে একটা গাড়িতে তুলে হোটেলে পাঠিয়ে দিল মিনতিকে। গরম আর ক্লান্ত লাগছে মিনতির, সোজা বাথরুমে ঢুকে প্রথমে শাওয়ার সারল, তারপর বসল সাজতে। আজাদ প্রশংসা করেছিল, এরকম এক সেট মেরুন কালারের পাঞ্জাবী সেট পরল। সে সুন্দরী নয়, এ-কথা জানে বলে সব সময় হালকা প্রসাধনী ব্যবহার করে ও, আজও তাই করল। এক হাতে প্রচুর চুড়ি থাকল, অপর হাতে শুধু রিস্টওয়াচ, গলায় সরু একটা চেইন পরল, আর কানে দিল খুদে ইয়ারিং। এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে মনটাকে উৎফুল্ল করে তোলার ওর চেষ্টা কিন্তু তেমন সফল হলো না, আজাদের সঙ্গে শ্যামলী আর লিয়ার কি সম্পর্ক আছে বা ছিল তা নিয়ে সারাক্ষণই চিন্তা করছে। এতই অন্যমনস্ক, ওর আম্মি কেন আজ শূটিঙে যাননি, এই মুহূর্তে কেনই বা তিনি হোটেলে নেই, এ-সব প্রশ্ন তার মনে একটিবারও জাগল না।

হেঁটেই চলে এল মিনতি। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল ঝিলাম। মিনতিকে দেখে কেন কে জানে ম্লান হয়ে গেল তার চেহারা। 'ও, আপামণি তুমি!'

'হ্যাঁ,' বলল মিনতি। 'আজাদ ভাই কোথায়?'

'চিলেকোঠায় কাজ করছে,' বলল ঝিলাম, ইতস্তত করছে সে। 'বলেছে কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।'

হেসে উঠে সিঁড়ির দিকে এগোল মিনতি। 'দেখি আমি বিরক্ত করলে কি বলেন।'

'আপামণি,' পিছন থেকে বাধা দিল ঝিলাম। 'তোমার কিন্তু যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। বিশেষ করে তোমাকেই সে ওপরে উঠতে নিষেধ করেছে।'

থামল মিনতি, ঘুরল। 'কি বললে?'

'আমাকে খুব কড়া ভাষায় বলে দিয়েছে, কেউ যেন ওপরে উঠতে না পারে,' বলল ঝিলাম। 'আজ সারাদিন কিছু খায়নি সে, পাগলের মত কাজ করছে। লিয়া একবার গিয়েছিল, ব্রাশ ছুঁড়ে মেরেছে তাকে। তখনই আমাকে বলল, এমনকি তুমি এলেও আমি যেন বলে দেই যে দেখা হবে না।'

মিনতি জানতে চাইল, 'লিয়া এখন কোথায়?' আজাদের নিষেধ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না ও।

'রেগেমেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি তার কোন দোষ দেখি না। ওরা যদি এরকম করতে থাকে, এ-বাড়িতে আমার না থাকাই ভাল। ভাবছি খাগড়াছড়ি বুড়ি দাদীর কাছে ফিরে যাব···।'

হেসে ফেলল মিনতি। 'ওদেরকে ছেড়ে কোথাও তুমি যেতে পারবে না। ওরাও তোমাকে ভালবাসে, তুমিও ওদেরকে ভালবাস।'

'সেটাই তো হলো কথা। ভালবাসার কোন ঘাটতি নেই। দু'জনই দু'জনকে চায়, কিন্তু তবু মুখ ফুটে কেউ স্বীকার করবে না।

এই যে সারাক্ষণ কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া করে ওরা, এ কিসের লক্ষণ আমি বুঝি না? কত করে বলছি এত ঝাল দেখাবার দরকার কি, বিয়েটা সেরে ফেললেই তো হয়, কিন্তু আমার কথা শুনবে কেন। তাই চলেই যাব আমি···।'

আবার ঘুরল মিনতি, ওর চেহারা হঠাৎ কালো হয়ে গেছে। নিজেকে শুধু এই বলে অভয় ও সান্ত্বনা দিতে পারল, আমার সঙ্গে আজাদ যে আচরণ করেছে তার একটাই অর্থ হতে পারে, তার হৃদয়ে অন্য কোন মেয়ের প্রতি ভালবাসা থাকতে পারে না।

পিছন থেকে এখনও নিষেধ করছে ঝিলাম, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে মিনতি। চিলেকোঠার দরজায় পৌঁছে একটু ভয় ভয় করল ওর। খুব কি রেগে আছে আজাদ? কেন, কার ওপর এত রাগ তার? দেখি আমার সঙ্গে কিভাবে রাগ করে সে। দরজা ভেজানো, নক না করে ভেতরে ঢুকল মিনতি। ওর দিকে পিছন ফিরে কাজ করছে আজাদ, দেখে মনে হলো খুবই ক্লান্ত, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ফুটে আছে অসম্ভব জেদ। নরম সুরে ডাকল ও, 'আজাদ।'

ঘাড় ফেরাল আজাদ। তার মুখে হাসি নেই।

'একি চেহারা হয়েছে আপনার! ঝিলাম বলল আপনি নাকি সারাদিন কিছু খাননি, সকাল থেকে শুধু কাজই করছেন। কেন, কি হয়েছে আপনার?'

ঘাড় সোজা করে নিজের কাজে মন দিল আজাদ, মিনতির কথা যেন শুনতে পায়নি।

তার দিকে এগিয়ে এল মিনতি। 'কি হয়েছে, আমাকেও বলা যায় না?'

'কিছুই হয়নি। হবার মধ্যে আপনি আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। ঝিলামকে আমি বলে রেখেছিলাম, কেউ যেন আমাকে

বিরক্ত না করে।'

মিনতির মনটা দমে গেল। 'ঝিলামের কোন দোষ নেই। আমাকে সে আসতে নিষেধ করেছে, তবে বুঝিনি যে আমার সঙ্গেও আপনি দেখা করতে চান না।'

'না, কারও সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না।'

মিনতির অপমান বোধ করার কথা, কিন্তু তার বদলে আজাদকে হারাবার ভয়টাই ওর ভেতর প্রবল হয়ে উঠল। ওর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, তাহলে কেন এমন ভাব দেখালেন যাতে মনে হয় আমাকে আপনি ভালবাসেন? প্রশ্নটা হাস্যকর হয়ে যাবে, কাজেই চুপ করে থাকল মিনতি।

হঠাৎ করে আজাদ জানতে চাইল, 'নিজের পোর্ট্রেইটের দিকে একবার তাকান। কেমন লাগছে?'

কিন্তু আজাদের মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না মিনতি। বলল, 'আগেই দেখেছি। আমি আর্ট বুঝি না, তবু বলব এটা আপনার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর একটা।'

'শ্রেষ্ঠগুলোর একটা নয়—এটা সবগুলোর মধ্যে সেরা।'

আজাদের গলায় এমন কঠিন সুর, মিনতির মনে হলো তা শুধু আত্মবিশ্বাস হতে পারে না, সঙ্গে রাগ ও তিক্ততাও আছে। কিন্তু কি কারণে ওর তা জানা নেই। শুধু বুঝতে পারল, ওর সতর্ক হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, শিল্পীরা মেজাজী হয়। কাফির কথা মনে পড়ল। তার মেজাজ মাঝে মধ্যেই সীমা অতিক্রম করে যায়। তবে আজাদকে দেখে ওর মনে হয়েছিল, তার প্রাণশক্তি প্রচণ্ড হলেও নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। রাগ তো মানুষের থাকবেই, তার ভাবাবেগও থাকবে, সেজন্যেই তো সে মানুষ; কাফি আর আজাদের মধ্যে পার্থক্য হলো একজন এ-সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অপরজন পারে—আজাদকে ওর ভালবাসতে পারার এটাও

একটা কারণ। ছবিটার দিকে আরেকবার তাকাল মিনতি, তারপর বলল, 'আমার বোধহয় আরও একবার বসা দরকার, তাই না?' বলার ভঙ্গিটা এমন, ওর মনে যেন কোন দুর্ভাবনা জাগেনি। মিনতি চাইছে না আজাদ বুঝুক তার ব্যবহারে মন খারাপ করেছে ও। 'তাড়াতাড়ি শূটিং সেরে চলে এলাম, আপনাকে যাতে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় দেয়া যায়।'

'আপনার অসীম দয়া।'

আজাদকে অচেনা মানুষ মনে হচ্ছে। কথায় ও আচরণে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত ভাবটুকু স্পষ্ট। 'তারমানে কি আপনি চান না আমি বসি?'

'চাই না বলাটা রূঢ় হয়ে যায়। দরকার নেই বলাই ভাল।'

'কিছু একটা হয়েছে আপনার।' আবার ছবির দিকে তাকাল মিনতি। 'মূল ছবির কাজ কিছু বাকি থাকলেও, ব্যাকগ্রাউণ্ডের কোন কাজ বাকি আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবু আপনি ব্রাশ চালাচ্ছেন কেন?'

'এইমাত্র না বললেন আর্ট আপনি বোঝেন না?'

রেগে গেল মিনতি। 'বলার সময় ভেবেছিলাম আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'আপনাকে আমার বোঝাবার কিছু নেই, মিনতি। আর্ট সম্পর্কে বা অন্য কিছু সম্পর্কে।'

'আপনি আমার ওপর রেগে আছেন। কেন বলুন তো?'

'আমি কারও ওপর রেগে নেই।'

'তাহলে বলতে হয় আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছেন।'

'কেন ঝগড়া করতে চাইব?'

'সেটাই তো আমি জানতে চাইছি। পরশুদিন যখন বিদায় নিলাম, আমি ভেবেছিলাম···।'

'পরশুদিনের কথা পরশুদিন গত হয়ে গেছে,' বাধা দিয়ে বলল আজাদ। 'সব আমি ভুলে গেছি।'

মিনতির মুখটা সাদা হয়ে গেল। 'তারমানে সেদিন আমাকে নিয়ে সস্তা একটা খেলা খেলেছেন আপনি, তাই না?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ও। 'কোন তাৎপর্য বা কোন গুরুত্ব ছিল না?'

'একদিন আমার সঙ্গে বেড়িয়েছেন, তার আবার কিসের তাৎপর্য?'

মিনতি কোন জবাব খুঁজে পেল না। আজাদ ব্রাশ পরিষ্কার করছে, ওর ইচ্ছে হলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অভয় আর সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মিনতি জানায়। তার বদলে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তাহলে আপনার আর দরকার নেই?'

'ঠিক ধরেছেন,' জবাব দিল আজাদ। 'আপনাকে দিয়ে যে কাজটা করানোর দরকার ছিল সেটা আমার করানো হয়ে গেছে।'

মিনতি বুঝতে পারছে, ওকে প্রত্যাখ্যান করছে আজাদ, ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শুধু হতভম্ব নয়, অসুস্থ বোধ করল ও। ইচ্ছে হলো এখুনি চলে যায়। কিন্তু নিজের অপরাধ না জেনে যেতেও ইচ্ছে করছে না। বলল, 'বুঝলাম, আমাকে আপনার আর প্রয়োজন নেই। জোর করব বা দাবি করব, সে অধিকারও আপনি আমাকে দেননি। অন্য কোন মেয়ে হলে এই ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হলে এতক্ষণে চলে যেত।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'কিন্তু আমি যাচ্ছি না, কারণ এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে যে আপনি আমার ওপর রেগে আছেন। আমি সেই রাগের কারণটা জানতে চাই। কি করেছি আমি?'

'দুঃখিত, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

মিনতি এখন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে। 'ব্যাপারটা কি

এমন হতে পারে, আপনি আমার ওপর কোন কারণ ছাড়াই রেগে আছেন? রাগটা আসলে অন্য কারও ওপর, এমনকি হয়তো নিজের ওপর, কিন্তু সেটা চেপে রেখে ভাব দেখাচ্ছেন আমি কোন দোষ করেছি?'

'মানে? কি বলতে চান?'

'এ-কথা কি সত্যি যে শ্যামলীকে ছেড়ে অন্য এক মডেলের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন আপনি? শ্যামলীর চলে যাওয়ার পিছনে সেটাই কি কারণ ছিল?'

'শ্যামলীর কথা কে বলল আপনাকে?'

'যেই বলুক। অভিযোগটা সত্যি কিনা বলুন। আমি জানতে চাইছি, এটাই আপনার স্বভাব কিনা? অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেন, তারপর চাপে পড়লে ছেড়ে দেন?'

'যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না!'

'আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছেন, তা কি লিয়ার চাপে পড়ে?' স্পষ্ট করে জানতে চাইল মিনতি। 'তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে, এ-কথা একবারও আপনি আমাকে জানাননি।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না, প্লীজ।' রুমালে মুখ মুছতে মুছতে কাচ ঘেরা চিলেকোঠার এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল সে, মিনতির দিকে পিছন ফিরে। 'আপনি চলে গেলে আমি খুশি হই।'

চলে যেতে বলছে আজাদ। তবু মিনতি শুরু করল, 'কিন্তু···।'

'কোন কিন্তু নয় আর।'

এরপর আর থাকা চলে না। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসার আগেই চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এল মিনতি।

আজাদকে ভুলে থাকার জন্যে কাজের মধ্যে ডুবে গেল মিনতি।

কাফির খুশি হবার কথা, কিন্তু তা সে হলো না। খুশ নন বনিতাও। স্বাভাবিক বিচারে মিনতির অভিনয় ভালই হচ্ছে, কিন্তু তাতে হৃদয়ের ছোঁয়া নেই। আজাদ ওকে প্রত্যাখ্যান করার আগে প্রবল ভাবাবেগের যে অভিব্যক্তি অনায়াসে ফোটাতে পেরেছিল এখন তাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে মিনতি। কাফির মনে কোন সন্দেহ নেই, আজাদ মিনতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। করারই কথা, বাসি বলার পর কোন মেয়েকে কে-ই বা ভাল বাসতে পারে। মিনতি কাজে ডুবে গেছে, এটাই প্রমাণ করে আজাদকে ভুলতে চেষ্টা করছে ও। এতেও যে কাফি খুশি হলো, তা নয়, কারণ সে জানে তাকে খুশি করার জন্যে কাজ করছে না মিনতি, কাজ করছে হৃদয়ের ব্যথা ভুলে থাকার জন্যে। সে বুঝতে পারল, মিনতির এই ব্যথাটা তার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি গভীর।

যত দিন যাচ্ছে, কাজে ভুলের মাত্রা ততই বাড়ছে মিনতির। বনিতা কাফিকে অনুরোধ করছেন, সে যেন আরও নরম আচরণ করে ওর সঙ্গে। 'ওর পরিশ্রম খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, বাবা,' একদিন প্রতিবাদ করলেন তিনি। মিনতির অভিনয় ভাল হয়নি, কাজেই দৃশ্যটা আবার রিটেক করার প্রস্তুতি চলছে তখন।

কাফি জবাব দিল, 'অন্য আর্টিস্টদের চেয়ে ওকে আমি বেশি খাটাচ্ছি, এ-কথা আপনি বলতে পারবেন না।'

কথাটা সত্যি, কাজেই বনিতার আর কিছু বলার থাকল না।

প্রয়োজনের সময় কাফির চেয়ে নরম আর অমায়িক কেউ হতে পারবে না। আজ রাতে সে পরিচালক নয়, অভিনেতা। তবে এ-কথা বললে ভুল হবে যে তার অভিনয় আন্তরিকতা নেই। বরং বলা চলে তার ভালবাসায় কোন খাদ নেই, কাজেই প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করার সময় সে তার সমস্ত মেধা আর ক্ষমতা ঢেলে দিতে পারছে।

আজ সে উদার ও দয়ালু, নম্র ও ভদ্র; আচরণে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেল, তিক্ত প্রসঙ্গগুলো ভুলেও উত্থাপন করল না। মিনতিকে প্রথমে গ্রিল হাউসে নিয়ে এল সে। ওর পছন্দ তার জানা, অর্ডার দেয়ার সময় খেয়াল রাখল সেদিকে। কথা বলল কম, কারণ বুঝতে পারছে মিনতি শুধু ক্লান্ত নয়, ওর মনটাও বিষণ্ন হয়ে আছে। মিনতি বিশেষ পছন্দ করে না বলে আজ সে হুইস্কিও খেলো না। ডিনার শেষ করে গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুল ওরা। একটা পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বনভূমির মাথায় চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর নির্জন রাস্তায় নেমে এসে মিনতির একটা হাত ধরল সে, জিজ্ঞেস করল, 'গভীর রাতে চট্টগ্রাম শহরে কখনও হেঁটেছ তুমি? আমি জানি, হাঁটোনি। কাজেই আজ তোমাকে নিয়ে হাঁটব আমি।' ধীর পায়ে হাঁটল ওরা, মাঝে মধ্যে দু'একটা কথা হলো, দু'একবার কৌতুক করল কাফি, ফলে এক সময় হালকা হয়ে গেল পরিবেশটা। মিনতির মনে হলো, এই কাফি চৌধুরীকে পছন্দ করে ও। উনি যদি সব সময় এরকম থাকতে পারতেন, হয়তো তাঁকে ভালবাসাও সম্ভব ছিল।

কিন্তু তা তিনি থাকেন না। কাফি চৌধুরীর মেজাজ কখন কেমন থাকবে কেউ তা বলতে পারে না। আরও একটা ব্যাপার। জাকি আজাদকে দেখার পর আর কাউকে ওর মনে ধরবে না। আজাদ ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তবু ভালবাসা মরে যায়নি। মিনতির ধারণা, ভাল মানুষ একবারই বাসে, তাকে না পেলেও কিছু আসে যায় না, ভালবাসাটা থেকে যায়। অন্তত ওর বেলায় কথাটা সত্যি। আজাদ ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তার কাছে কোনদিন আর যাবে না ও, তবু তাকে ভুলতেও পারবে না।

মানুষকে নিয়তির বিধান মেনে নিতে হয়। আজাদকে পাবে না, এটা মেনে নিয়েছে মিনতি। আর মাত্র কয়েকদিনের শূটিং বাকি

আছে, তারপরই ওদের ফিল্ম ইউনিট ঢাকায় ফিরে যাবে। তারপর আর জীবনে কখনও আজাদের সঙ্গে ওর দেখা হবে না।

বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারে এসে গাড়ি থেকে নামল ওরা। কাফি জানতে চাইল, 'তুমি কি জানো, এই মাজারে এসে যা তুমি চাইবে তাই পাবে? আমি অবশ্য এ-সব বিশ্বাস করি না। তুমি করো?'

মিনতি চুপ করে থাকল।

'যদি বিশ্বাস করো, মানত করতে পারো আমরা যাতে আবার শূটিং করতে চট্টগ্রামে আসতে পারি।'

মিনতি নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি আবার আসতে চাই? কেন আসব? চট্টগ্রাম ওকে শুধু আঘাত আর দুঃখই দিয়েছে। তবু মনে মনে জানে মিনতি, এই শহর সারাজীবন তাকে ডাকবে। মানত একটা করল বটে মিনতি, তবে সেটা কি তা কাফির জানা হলো না।

মাজার থেকে বেরিয়ে আসবে, এই সময় ছোট একটা ভিড়ের ওপর চোখ পড়ল মিনতির। একদল বাউল গান গাইছে, এত রাতেও কয়েকজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে তা। ওই শ্রোতাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা মানুষটা যে আজাদ, দূর থেকেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারল মিনতি। বুকটা ওর মোচড় দিয়ে উঠল, তবে কাফিও দেখে ফেলবে ভেবে সেদিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। বলল, 'চলুন, এবার ফেরা যাক। অনেক তো বেড়ালাম।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে কাফি বলল, 'আজ আমি শেষ চেষ্টা করে দেখব, মিনতি। ক্লান্ত বলে আমাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না।'

মিনতি বলল, 'আমি ক্লান্ত নই।'

'তবে তোমার মন খারাপ।'

'না, এখন আর আমার মনও খারাপ নয়,' বলল মিনতি।

'সেক্ষেত্রে বলব, কিছু একটা হয়েছে তোমার। সব সময় বিষণ্ন লাগে তোমাকে। সারাক্ষণ কি যেন ভাবো। কারণটা আমি জিজ্ঞেস করব না, কেননা সেটা বোধহয় আমি জানি। কারণটা জাকি আজাদ। তোমার ধারণা, তাকে তুমি ভালবাস। কিন্তু আমি বলছি, তা সত্যি নয়। আকৃষ্টবোধ করেছ, এ-কথা হয়তো সত্যি কিন্তু তুমি তার প্রেমে পড়োনি। আজাদ লোকটা ভালই ছিল, গুণী মানুষ···।'

'ছিল?' দ্রুত প্রশ্ন করল মিনতি।

'ভুল হয়ে গেছে,' স্বীকার করল কাফি। 'খানিক আগে মাজারে তাকে দেখলাম আমরা। সে-ও আমাদেরকে দেখেছে, সন্দেহ নেই। তবে সামনে আসেনি বা কথাও বলেনি। আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি।'

'কেন?'

'কারণ মডেল হিসেবে তোমাকে তার আর প্রয়োজন নেই। এরইমধ্যে হয়তো অন্য একজনকে খুঁজছে সে। আর্টিস্টরা এরকমই, মিনতি। একটা মেয়ের ছবি আঁকতে চায় ওরা, তারমানে এই নয় যে মেয়েটা তাদেরকে অভিভূত করে। তারা মেয়েটিকে বস্তু হিসেবে দেখে, পেইন্টিঙের একটা সাবজেক্ট হিসেবে, তার বেশি কিছু নয়।' হুইল থেকে একটা হাত তুলে মিনতির চিবুক ছুঁলো সে। 'তুমি কি ভেবেছিলে তার কাছে তোমার অন্য কোন গুরুত্ব আছে?'

মিনতি চুপ করে থাকল।

'তারমানে ভাবোনি। গুড। অর্থাৎ, মোহ কেটে গেছে তোমার। হয়তো তোমার গর্বে একটু আঘাত লেগেছে, তবে সেটা কিছু না। তার কাছে তোমার গুরুত্ব নেই, তবে অন্য লোকের কাছে আছে।'

মিনতি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?'

'নিশ্চিত হচ্ছি না, আন্দাজ করছি। আমি মানুষ চিনি, তাই

আমার আন্দাজ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়। তোমার ছবি আঁকতে চাওয়ার পিছনে আজাদের স্বার্থবোধ কাজ করেছিল, এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তুমি নামকরা নায়িকা হতে যাচ্ছ। যে আর্টিস্ট তোমার ছবি আঁকবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও বিখ্যাত হয়ে উঠবে। এটা অন্তত তার জন্যে বিরাট একটা বিজ্ঞাপনের কাজ তো দেবেই।'

'আপনার এ-কথা সত্যি নয়।'

'আরে না, আমি বলছি না যে সে পেইন্টার হিসেবে ভাল নয়। তবে থাক, তার কথা থাক। এসো নিজেদের কথা বলি, নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবি। তুমি আর আমি, আমরা দু'জন সিনেমা জগতে তুমুল একটা আলোড়ন তুলতে পারি, মিনতি। এই যে সম্ভাবনা, এর কোন আবেদন নেই তোমার কাছে?'

'তেমন নেই। কাফি ভাই, আপনি কখনও এ-কথা ভেবেছেন, বিয়ের পর সিনেমায় অভিনয় ছেড়ে দিতে চাইতে পারি আমি?'

'সেকি! কেন? ভেবেছ তোমার মত একটা প্রতিভাকে আমি অপচয় হতে দেব?'

'ইদানীং আমার পারফরম্যান্স প্রমাণ করে দিয়েছে সিনেমা অভিনেত্রী হিসেবে আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই।'

'আমি তা বিশ্বাস করি না। গত কয়েকটা দিনের কথা আমি বাদ দেব। মানসিক কোন বিপর্যয়ের কারণে তুমি অভিনয় করতে পারোনি।' মিনতির কাঁধে হাত রাখল কাফি। ছোঁয়াটা নরম, আশ্বস্ত করার প্রচেষ্টা। 'আমাকে ভালবাস, মিনতি। বিনিময়ে আমার হৃদয় আর জাগতিক সমস্ত সুখ তোমার হাতে তুলে দেব আমি। তোমাকে সুখী করার একটা সুযোগ আমাকে দাও।'

কাফির কথাগুলো এত স্বস্তিদায়ক, তার আত্মবিশ্বাস এত প্রবল, মিনতির মনে হলো তার মন টলে উঠবে।

'একটা উত্তর আজ আমাকে পেতেই হবে, মিনতি।' মিনতির কাঁধে মৃদু চাপ দিল কাফি। 'হ্যাঁ, নাকি না?'

মিনতি কথা বলছে না।

'যদি বলো, নাহয় আরও একটু অপেক্ষা করব আমি। তবে খুব বেশিদিন আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না, প্লীজ। শূটিং যেদিন শেষ হবে, সেদিন জানাও আমাকে? ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, তাই,' বিড়বিড় করল মিনতি।

'তারমানে মাত্র অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে,' নার্ভাস ভঙ্গিতে হেসে উঠল কাফি।

বান্ধবীদের একটা সারপ্রাইজ দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে বেরিয়েছে লিয়া। তাকে নিয়ে সংখ্যায় ওরা ছ'জন, দুটো রিকশা নিয়ে সরাসরি পার্কে চলে এল, জানে এখানেই আজ শূটিং হবার কথা। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, বৃত্তাকার একটা ভিড় দেখেই বোঝা গেল ওদিকটায় শূটিং চলছে। রিকশা থেকে নেমে ভিড়টার দিকে এগোল লিয়া, পিছনে তার বান্ধবীরা। সে আজ নতুন একটা ড্রেস পরেছে। ড্রেসটা সময় নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বানিয়েছেন বনিতা ইসলাম। এমনিতেই সুন্দরী সে, ড্রেসটা পরায় দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে পরী নেমে এসেছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগোনো কঠিন, উঁকি মেরে ভেতরে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করল ওরা।

বান্ধবীদের চ্যালেঞ্জ করল লিয়া, 'আয়, আমার সঙ্গে বাজি ধর তোরা। নায়িকার নাম মিনতি ইসলাম, আমি তাঁকে চিনি। স্বীকার কর, চিনি।'

বান্ধবীদের একজন বলল, 'তুই খুব চালাক, লিয়া। মিনতি ইসলামকে ওরকম চেনা আমরাও চিনি। তাঁর সঙ্গে তোর পরিচয় আছে কিনা তাই বল।'

'পরিচয় নেই মানে?' খিল খিল করে হেসে উঠল লিয়া। 'আমার ভাইয়া মিনতি আপার পোর্ট্রেইট আঁকছে, আর তাকে আমি চিনব না!' ভিড় ঠেলে আরেকটু সামনে বাড়ল সে, তার সঙ্গে বান্ধবীরাও। অস্থির ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে মিনতির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল সে, 'এই যে, মিনতি আপা, এদিকে। ও মিনতি আপা, এদিকে একটু তাকান তো!'

মিনতি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সংলাপ আওড়াচ্ছে, লিয়ার কথা শুনতেই পেল না। কিন্তু লিয়া কি হতাশ হবার মেয়ে, সে আরও জোরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বান্ধবীরা তার কাণ্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। শূটিং দেখতে আসা লোকজনও হাসাহাসি করছে। ফলে একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। তারই ফলশ্রুতিতে থেমে গেল ক্যামেরা। পরিচালক কাফি চৌধুরীর ভারি ও কর্কশ গলা ভেসে এল, 'কে এত চেঁচাচ্ছে? আমি না বললাম কোন হট্টগোল হওয়া চলবে না।' সহকারী পরিচালকের দিকে ছুটে এল সে। 'ভিড় যদি সামলাতে না পারো, সবাইকে ভাগিয়ে দাও! কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'কি কোরে ভাগাব! এটা তো পাবলিক পার্ক।'

হাততালি দিয়ে এবার কাফির দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাইছে লিয়া, সেই সঙ্গে গলা ফাটাচ্ছে, 'ওঁনাকেও আমি চিনি। আয় বাজি ধর, বল বিখ্যাত পরিচালক কাফি চৌধুরীকে আমি চিনি!' কাফির প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, তবে তারমানে এই নয় যে তাকে সে ভয় করে।

বান্ধবীদের একজন বলল, 'কি জানি বাপু কি রকম চিনিস। খুব ভালভাবে চিনলে নিশ্চয়ই তোকে অভিনয় করার সুযোগ দিতেন। নাকি তোর দ্বারা অভিনয় হবার নয়?'

'কি বললি?' আহত দেখাল লিয়াকে, তার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। 'আমি অভিনয় করতে পারি না? পারি কিনা এখুনি প্রমাণ

করছি। দেখ তোরা!' ইতিমধ্যে ওদেরকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে খানিকটা সরে গেছে ভিড়টা। সেই ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল লিয়া। আবার সচল হলো ক্যামেরা, অভিনয় শুরু করল মিনতি। তার দেখাদেখি লিয়াও শুরু করল অভিনয়। মিনতি যা করছে, সে হুবহু সেটা অনুকরণ করছে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কয়েকজন হেসে উঠল। কিছু লোক তালিও দিল। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মিনতি, মাঝপথে সংলাপ ভুলে গেল। রাগে দিশেহারা বোধ করল কাফি। খেঁকিয়ে উঠল সে, 'আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো, মিনতি? এই একটা দৃশ্য কতবার আমাকে রিটেক করতে হবে?' তার ধারণা, মিনতি তার ভালবাসায় সাড়া দিতে পারছে না বলেই অভিনয়ে মন লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ক্ষোভটা তার সে কারণেই। মিনতির জন্যে সে যা করছে, অন্য কোন মেয়ের জন্যে তার সিকি ভাগও করেনি। অথচ মিনতির কাছ থেকে কিছুই সে প্রতিদান হিসেবে পাচ্ছে না। আজাদ ওকে প্রত্যাখ্যান করলেও তাকে মিনতি ভুলতে পারছে না, অভিনয় ভাল না হবার এটাই কারণ। কিন্তু এভাবে কত দিন? শত শত ফুট ফিল্ম নষ্ট হচ্ছে তার। শেষ পর্যন্ত ছবিটা না মার খায়।

ভিড় থেকে উঠে আসা হাসি আর তালির শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। কলাকুশলীদের ছোট্ট ভিড়টা ঠেলে সামনে এগোল কাফি। 'ওদিকে কি ঘটছে, বলবে আমাকে? লোকজন যদি শান্ত না হয়, খেদিয়ে দেয়া যায় না…?'

পরমুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে গেল কাফি। একটা মেয়ে দর্শকদের সামনে একাই অভিনয় করছে, অনুকরণ করছে মিনতির প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলছে নিখুঁতভাবে, এবং কাজটা সে করছে অনায়াসে, স্বতস্ফূর্তভাবে। তার অভিনয়ে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নেই, নেই এতটুকু আড়ষ্টতা।

হঠাৎ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল কাফি, মেয়েটা লিয়া। ধীর পায়ে তার দিকে এগোল সে, উত্তেজনা ও উল্লাস বোধ করছে। লিয়া কি তার নতুন একটা আবিষ্কার হতে যাচ্ছে? মেয়েটা কি মিনতির মত আরেকটা প্রতিভা? কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখছে সে। অভিনয় শেষ হতে কাফিই সবার আগে প্রশংসা করল। লিয়ার একটা হাত ধরল সে। 'দারুণ, চমৎকার! এসো তুমি আমার সঙ্গে।' লিয়ার হাত ধরে ইউনিটের ভেতর টেনে নিয়ে এল কাফি। অভিনন্দন জানাবার জন্যে এগিয়ে আসতে দেখা গেল মিনতিকে। 'কংগ্রাচুলেসন্স, লিয়া। কোন সন্দেহ নেই, আমার চেয়ে অনেক ভাল করেছ তুমি।'

কথাগুলো মিনতি মন থেকে বলছে, বুঝতে পেরে লজ্জা পেল লিয়া। অসহায় দেখাল তাকে। 'মিনতি আপা, আমি কিন্তু আপনাকে ব্যঙ্গ করিনি, সত্যি বলছি! আমি শুধু আমার বান্ধবীদের দেখাচ্ছিলাম যে আমিও অভিনয় করতে পারি। ওরা মানছিল না···।'

'কেউ মানুক বা না মানুক, তুমি যে একটা প্রতিভা এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই।' কাফি সিরিয়াস। 'ভাবছি তোমাকে আমি গ্রাম্য সখীদের একটা দৃশ্যে চান্স দেব। শুনে কেমন লাগছে তোমার?'

আনন্দে ও উত্তেজনায় কথাই বলতে পারল না লিয়া। দুই হাত মুঠো করে চিবুকে ঠেকিয়ে রেখেছে সে, তার সারা শরীর কাঁপছে। তার এই অবস্থা দেখে হেসে উঠল কাফি, মেজাজটা তার হঠাৎ করে ভাল হয়ে গেছে। 'তুমি মোবাইল ড্রেসিং রূমে চলে যাও, লিয়া। ওদেরকে বলো গ্রাম্য একটা মেয়ের সাজে সাজিয়ে দিক তোমাকে।' লিয়ার পা চলে না, তার বান্ধবীরা তাকে ঠেলে নিয়ে গেল। চিৎকার করল কাফি, 'আধ ঘণ্টার বিরতি।'

তারপর মিনতির দিকে তাকাল সে। 'খানিক বিশ্রাম নাও, মিনতি। আজ বোধহয় তোমার শরীর ভাল নেই।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, কাফি ভাই।'

'মেয়েটা তোমাকে নার্ভাস করে তুলেছিল, তাই না?'

'সামান্য। জানি আমার কাছ থেকে এ আপনি আশা করেন না।'

'সত্যি আশা করি না। বিশ্রাম নেয়ার পর বোধহয় আরও ভাল করবে তুমি।'

'চেষ্টা করব,' প্রতিশ্রুতি দিল মিনতি। জানে পরের বার যেভাবেই হোক ভাল করতে হবে ওকে, তা না হলে···।

ছয়

অনুকরণে লিয়া সফল হওয়ায় ভীষণ লজ্জা পেয়েছে মিনতি, অপমানও বোধ করেছে; তবে লিয়ার ওপর নয়, রাগ হয়েছে নিজের ওপরই। লিয়া শুধু ওর ভূমিকা নকল করেনি, নকল করতে গিয়ে ওর চেয়ে ভাল অভিনয় করেছে। তবে শূটিং চলার সময় মিনতি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সে-কারণে নয়। লিয়াকে দেখে আজাদের চেহারাটা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে, আবেগ ও কান্না চাপতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল।

ঘাসের ওপর বসে একটা গাছের গায়ে হেলান দিল মিনতি। ওর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল নাহিদ হাসান। 'তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম, মিনতি। যদি কিছু মনে না করো তো বলি।'

'ভূমিকা করার দরকার নেই,' শুকনো গলায় বলল মিনতি।

'এভাবে তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন বলো তো?' জানতে

চাইল হাসান। 'মঞ্চ আর থিয়েটারই যদি ভালবাস, সেখানেই তুমি আবার ফিরে যাচ্ছ না কেন? নাকি প্ল্যান করেছ কাফি চৌধুরীকে বিয়ে করবে?'

'শুনতেও ভয় লাগে। এরকম একজন মানুষকে বিয়ে করার কথা কেউ ভাবতে পারে, যে···।'

'অনেকেই ভাবতে পারে, মিনতি। আমি জানি, তোমার আম্মি ভাবতে পেরেছেন। শোনো, দুনিয়াটাকে আমি রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে দেখি না। আমাদের এই প্রফেশন অত্যন্ত কঠিন। এর সঙ্গে জড়িত থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়, বিশেষ করে মানুষের অ্যামবিশন সম্পর্কে। এই পেশায় কঠিন প্রতিযোগিতা আছে, মিনতি, এখানে সারভাইভ করার জন্যে যেসব গুণ থাকা দরকার তা তোমার নেই। আমি তো বলব, এটা তোমার জগৎ নয়। সে-কথা তুমিও জানো। শুধু এইটুকুই বলার ছিল আমার।'

'ধন্যবাদ, হাসান। জানি তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাইছ। তবে ঠিক এখুনি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চাইছি না আমি।'

চোখ বুজল মিনতি। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল, চলে যাচ্ছে হাসান। চোখ মেলে ভিড়টার দিকে তাকাল ও। ক্যামেরা আবার সচল হয়েছে। এই মুহূর্তে অত্যন্ত সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে কাফিকে। লিয়া থাকায় এক্সট্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মন-প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছে। গ্রাম্য কিশোরীর ভূমিকায় চমৎকার মানিয়ে গেছে লিয়াকে, তার অভিনয়ও খুব ভাল হচ্ছে। লিয়া সত্যিকার প্রতিভা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর কি? কাফির সঙ্গে তার কনট্র্যাক্ট হবে। রকেটের বেগে ওপরে উঠে যাবে লিয়া? স্টার বনে যাবে? কিছুই অসম্ভব নয়। লিয়ার অভিনয়ে কোন রকম জড়তা নেই, অনুকরণ তার জন্মগত গুণ। এই গুণ অবশ্যই কাফির চোখে ধরা পড়বে।

কিন্তু আজাদ কি ভাববে? লিয়া অভিনয়কে পেশা হিসেবে

নিতে চাইলে সে কি অনুমতি দেবে? মিনতির মনে আরেকটা প্রশ্ন উদয় হলো। ওকে আজাদ প্রত্যাখ্যান করল, তা কি লিয়াকে সে ভালবাসে বলে? কিংবা ভাল না বাসলেও, শুধু দায়িত্ববোধ থেকে লিয়াকে বিয়ে করার কথা ভাবছে? হয়তো তার মায়ের আশা ছিল লিয়ার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন, তারপর ঝিলামের অনুরোধও বিবেচনা করতে হয়েছে তাকে। লিয়াকে বিয়ে করলে আরও একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আজাদের, তা হলো, বাড়িটা ভাগাভাগি করতে হয় না। হয়তো এই সব ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। আর তাই প্রত্যাখ্যান করেছে ওকে। সত্যি আমার কপাল খারাপ, এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না মিনতি।

বেশ রাত করে বাড়ি ফিরল লিয়া। সারাদিন কোন বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করেছে আজাদ, সাড়ে আটটার দিকে চিলেকোঠা থেকে নামার সময় তার মনে পড়ল, দুপুর থেকে লিয়ার গলা পায়নি। ড্রইংরুমে ঢুকেছে, এই সময় লিয়াকেও ফিরতে দেখল। 'কোথায় ছিলে এত রাত পর্যন্ত?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে।

লিয়ার কালো বেণী সাপের মত দুলে উঠল, কার্পেটের ওপর নাচের ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাচ্ছে সে চরকির মত। 'আমি অভিনেত্রী হয়ে গেছি! ওহ্ ভাইয়া, সিনেমায় চান্স পেয়েছি আমি! ক'দিন পর আমি নায়িকা হয়ে যাব!'

'কি বলছ? তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, মিনতি আপাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'মিনতিকে জিজ্ঞেস করব? তার সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

চেহারায় কৃত্রিম অপরাধবোধ ফুটিয়ে লিয়া বলল, 'আমি তাঁকে অনুকরণ করি, তার অভিনয় নকল করি। কাফি চৌধুরী সেটা দেখে

ফেলেন। এভাবেই শুরু হয় ব্যাপারটা।'

'কোথায় ঘটল এ-সব?' আজাদ অস্বস্তি বোধ করছে।

'পার্কে, কোথায় আবার। ওখানে ওদের শূটিং চলছিল···।'

'তুমি মিনতিকে ব্যঙ্গ করেছ?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল আজাদ। 'তাকে তুমি অপমান করেছ?'

'আরে না, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না। কাউকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। উনি কিছু মনেও করেননি। বিশ্বাস করো, উনি আমাকে কংগ্রাচুলেট করেছেন। প্রশংসা করে বলেছেন, আমি তাঁর চেয়েও ভাল করেছি।'

'তাকে অনুকরণ করে তার চেয়ে ভাল করলে, আর তিনি অপমানবোধ করলেন না, তুমি আমাকে এ-কথা বিশ্বাস করতে বলো? ছি-ছি, তোমার কাছ থেকে এই আচরণ আমি আশা করি না।'

'মিনতি আপাকে তুমি চেনো না, তাই এ-কথা বলছ।' ঠোঁট ফোলাল লিয়া। 'ওঁনার মন তোমার মত ছোট নয়। আমার অভিনয় দেখে সত্যি উনি খুশি হয়েছেন।' আজাদ চুপ করে আছে দেখে সে ধরে নিল, তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। 'কাফি চৌধুরী আমার ওই অনুকরণ দেখার পর কি ঘটল, শুনবে?' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে বলে যাচ্ছে সে, 'তখুনি একটা গ্রাম্য সখীদের দলে ভিড়িয়ে দিলেন আমাকে। বনে-বাদাড়ে নাচানাচি ছুটোছুটি করলাম আমরা। তারপর কাফি চৌধুরী বললেন, কাল আমার ফিল্ম টেস্ট নেবেন।'

'টেস্ট নেবেন? তারমানে? তুমি কি তার ছবিতে অভিনয় করবে?'

'শুধু তাঁর ছবিতে কেন, অভিনয়টাকে আমি ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে চাইছি।'

'অসম্ভব, এ আমি মেনে নেব না,' কঠিন সুরে বলল আজাদ।

'কাল তুমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারবে না।'

'তুমি আমার ভাই নও, জেলার। এটা কোন বাড়ি নয়, একটা জেলখানা। যখন যে কাজেই আনন্দ পাই আমি, তাতেই তুমি আমাকে বাধা দাও। কেন, আমার কি কোন স্বাধীনতা নেই?'

'আমার কথা শোনো, লিয়া,' গলা নরম করে বলল আজাদ।

কিন্তু শুনল না লিয়া, পায়ের দুপদাপ আওয়াজ তুলে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। আজাদ চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে, যেয়ো। তোমার যা খুশি তাই করো তুমি, আমি কিছু বলতে যাব না।'

ড্রইংরুম থেকে আবার বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে এগোল আজাদ। চিলেকোঠায় উঠে থামল না, বেরিয়ে এল ছাদে। ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে হোটেল মাধবীর দিকে তাকাল। চারতলার স্যুইটে আলো জ্বলছে। মিনতির চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কি করছে এখন ও? কাফির সঙ্গে দামী কোন রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে যাবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজতে বেসেছে?

মিনতিকে শুধু ফিরিয়ে দেয়নি সে, চরম অপমানও করেছে। রাগে বা খেয়ালের বশে নয়, কাজটা আজাদ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তেই করেছে। কাফি চৌধুরীর অভিযোগগুলো ছিল মারাত্মক, এ-ধরনের অভিযোগ শোনার পর একটা মেয়েকে ভালবাসা যায় না। কিন্তু না, কাফি চৌধুরীর অভিযোগ আজাদ বিশ্বাস করেনি। হোটেল মাধবীর ঝুল-বারান্দায় খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিনতি আর কাফি চৌধুরীকে দেখেছিল সে। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল কাফি চৌধুরীকে মিনতি ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। কাজেই মিনতি নির্দোষ। কাফি চৌধুরী মিনতিকে ভালবাসে, এটা জানা কথা। সে প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদকে প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে

দিতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। তার অভিযোগগুলো সেজন্যেই এত জঘন্য হতে পেরেছে, যাতে শোনামাত্র মিনতিকে ঘৃণা করতে শুরু করে আজাদ। কিন্তু আজাদ মিনতিকে ভালবাসে, আর ভালবাসলে বিশ্বাস করতে হয়। তবে মিনতিকে ফিরিয়ে দেয়ার পিছনে অন্য একটা কারণ আছে। আজাদ উপলব্ধি করেছে, তাকে মিনতি ভালবাসে কিনা, শুধু এই প্রশ্নেরই গুরুত্ব আছে, কে কি বলল বা তাকে মিনতি ভালবাসার আগে কার সঙ্গে কি করেছে সেটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এই ভালবাসারই পরীক্ষা নিতে বলা হয়েছে। দেখতে চায় প্রত্যাখ্যান করার পরও মিনতি তাকে ভালবাসতে পারে কিনা। প্রত্যাখ্যাত হবার পর এখন মিনতি কাফি চৌধুরীকে বিয়ে করে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলার পর দিনে দিনে অস্থিরতা বাড়ছে আজাদের। সন্দেহ হচ্ছে, পরীক্ষা করতে চাওয়াটা কি তার উচিত কাজ হয়েছে? ভুল করে মিনতিকে হারাবার পথ তৈরি করে বসেনি তো?

পরদিন কাজে বসেও মন লাগাতে পারল না আজাদ। এক সময় ঠিক করল, স্টুডিও থেকে লিয়াকে আনতে যাবে। এই সুযোগে মিনতিকে একবার দেখাও হবে।

ফিল্ম টেস্টের জন্যে সকালেই বেরিয়ে গেছে লিয়া, যাবার সময় তাকে বাধা দেয়নি আজাদ। বাধা দেয়নি মেয়েটার আনন্দ আর উত্তেজনা দেখে। ওর আনন্দ-উত্তেজনা তাকে স্পর্শ করেনি, সেজন্যে সামান্য হলেও অপরাধবোধও করেছে সে। ভাবল, গাড়ি করে আনতে গেলে অপরাধ খানিকটা হালকা হয়ে যাবে।

স্টুডিওতে আগে কখনও আসেনি আজাদ। অনুসন্ধান লেখা একটা ডেস্কের দিকে এগোল সে। এই সময় সুইংডোর ঠেলে

বাইরে বেরিয়ে এল এক মেয়ে। আজাদকে দেখেই স্থির পাথর হয়ে গেল মেয়েটা। আজাদেরও একই অবস্থা হলো। কারণ মেয়েটি আর কেউ নয়, মিনতি।

পরস্পরকে ওরা এড়িয়ে যেতে পারল না। আজাদই প্রথমে কথা বলল, 'এই যে, মিনতি, কেমন আছেন?'

'ভাল। আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল।'

ব্যস, সব কথা ফুরিয়ে গেল। দু'জনেই চুপ করে আছে। তারপর একটু হাসল মিনতি। 'কি উদ্ভট আলাপ।'

হাসল আজাদও, সেই সঙ্গে সামান্য একটু হালকা হলো পরিবেশটা।

'এখানে কি মনে করে?' জানতে চাইল মিনতি। 'আপনাকে কখনও স্টুডিওতে দেখব, ভাবিনি।'

'আমি লিয়াকে নিতে এসেছি।'

'তার টেস্ট নেয়া হচ্ছে। শেষ হতে দেরি হবে।'

এরপর আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল, আত্মসচেতনতা দু'জনের মাঝখানে একটা পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে। সেটা ভাঙার জন্যে মিনতি বলল, 'আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কাজেই ইচ্ছে করলে ক্যান্টিনে বসে চা খেতে পারেন।'

'মন্দ হয় না।' উত্তরটা এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল মুখ থেকে, বিস্মিত না হয়ে পারল না আজাদ। নিজেকে সে প্রশ্ন করল, আমার না মিনতিকে পরীক্ষা করার কথা? ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তো উচিত ছিল মুখ ঘুরিয়ে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে যাওয়া। বাড়ি ফিরে যেতাম, তারপর পরে নিতে আসতাম লিয়াকে। কেন তা করলাম না?

হঠাৎ করেই আজাদ উপলব্ধি করল, মিনতির সঙ্গে সঙ্গে

নিজেকেও পরীক্ষা করা হয়ে যাচ্ছে তার। মিনতি তাকে ভালবাসুক বা না বাসুক, সে যে মিনতিকে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছে, এইমাত্র তা আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল। মিনতিকে দেখার পর ওকে আর চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করছে না। প্রস্তাব দেয়ামাত্র দ্রুত চা খেতে রাজি হয়ে যাবার সেটাই কারণ। ইচ্ছে হলো, মিনতির হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলে, কাফি চৌধুরীর অভিযোগ এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করিনি। তোমাকে আমি সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছি, কারণ··· কিন্তু না, এখনি সব ফাঁস করা সম্ভব নয়।

ক্যান্টিনে চা খেতে বসে মিনতি বলল, 'লিয়া কিন্তু সবার মনে বিরাট একটা ছাপ ফেলেছে। সিনেমা লাইনে তার নাম করার প্রচুর সম্ভাবনা।'

'কিন্তু আমার মনে পড়ছে, আপনি বলেছিলেন, সিনেমায় অভিনয় অত্যন্ত বিরক্তিকর একটা পেশা।'

'বলেছিলাম। কথাটা অন্তত আমার জন্যে সত্যি। এই জন্যে সত্যি যে আমি যথেষ্ট অ্যামবিশাস নই। সিনেমায় অভিনয় করা কি যে ক্লান্তিকর, যে না জানে তাকে বোঝানো খুব কঠিন। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় যথেষ্ট আলো, সঠিক ড্রেস, চরিত্র অনুসারে মেকআপ, অনুকূল আবহাওয়া ইত্যাদির জন্যে। পাঁচ লাইনের একটা সংলাপ আপনাকে হয়তো পঁচিশবার আওড়াতে হলো। বারবার রিটেকিং-এর ঘটনা ঘটবে, যতক্ষণ না পরিচালক সন্তুষ্ট হচ্ছেন। সব মিলিয়ে, ব্যাপারটাকে অভিনয় বলে মনে হবে না। কিন্তু মঞ্চে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। মঞ্চে আপনি জ্যান্ত ও বাস্তব, এমনকি দর্শকারও তাই।'

'এই কথাগুলো আপনার লিয়াকে বলা দরকার। তার ধারণা সিনেমা স্টুডিও রোমান্টিক একটা জায়গা।'

'এখানেই আমার সঙ্গে লিয়ার পার্থক্য,' বলল মিনতি। 'লিয়ার অ্যামবিশন আছে, আমার নেই। কাজেই তাকে সিনেমায় অভিনয় করতে দিতে আপত্তি করাটা উচিত হবে না। সত্যি সে অনেক দূর যেতে পারবে। আমার ব্যাপারটা আলাদা। সিনেমার চেয়ে মঞ্চ নাটকই আমি বেশি পছন্দ করি।'

'এ-ব্যাপারে কাফি চৌধুরীর মতামত কি?'

কাফির ব্যাপারে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয় মিনতি। তার কথা উঠলেই একটা ভয় জাগে ওর মনে। ভয় জাগে এই জন্যে যে আজ হোক কাল হোক জবাবটা ওকে দিতেই হবে—ও তাকে ভালবাসে না। কিন্তু এই 'না' শুনতে একদমই প্রস্তুত নয় কাফি। তার ধারণা, তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসার কথা ভাবা মিনতির উচিতই নয়। এ এক ধরনের জোর করা নয় তো কি! কিন্তু জোর করে কে কবে ভালবাসা আদায় করতে পেরেছে। আজাদ ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কাফি ভাইয়ের প্রসঙ্গ থাক।'

'কেন, থাকবে কেন?' জানতে চাইল আজাদ। 'তাকে তো আপনার বিয়ে করার কথা, তাই না?'

'এ-সব আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন?'

'কথাটা সত্যি কিনা বলুন।'

'তিনি চান। আমি চাই না।'

'সত্যি চান না?'

রেগে গেল মিনতি। 'আপনি জিজ্ঞেস করার কে? জানতে চাইছেনই বা কেন?'

'না, এমনি···।'

'এমনি কারও কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দিই না।' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিনতি। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি যাই।'

'কেন, যাবেন কেন? আমার সঙ্গ আপনার খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ, লাগছে,' জবাব দিল মিনতি। 'ঠিক যেমন আমার সঙ্গ আপনার খারাপ লেগেছিল সেদিন।'

'তারমানে পরস্পরকে আমরা অপছন্দ করছি, কি বলেন? আজাদের গলায় বিদ্রূপের সুর।

পরিবেশটা হঠাৎ করে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কেঁদে ফেলল মিনতি, ছুটে বেরিয়ে গেল ক্যান্টিন থেকে।

টেস্টের রেজাল্ট দেখে লিয়ার ওপর খুব খুশি কাফি। 'অভিনয় ওর মজ্জাগত, আণ্টি,' পরদিন হোটেলের লাউঞ্জে বসে বনিতা ইসলামকে বলল সে । 'শেখার আগ্রহ আর ভাল করার উৎসাহ প্রবল। ওর ভেতর আগুন আছে, কখনও ছাই চাপা, কখনও দাউ দাউ অগ্নিশিখা। আর আছে অ্যামবিশন। দেখবেন, অনেক দূর যাবে ও।'

'তাহলে তো বলতে হয় লিয়া তোমার আরেকটা আবিষ্কার, কাফি।'

'হ্যাঁ, আরেকটা আবিষ্কার। শুধু তাই নয়, মিনতির চেয়েও ভাল এটা—অন্তত আমার তাই ধারণা।'

হতাশা গোপন রাখার চেষ্টা করলেন বনিতা, তবে সফল হলেন না। বুঝতে পেরে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে হাসল কাফি। 'আণ্টি, তারমানে আমি বোঝাতে চাইছি না যে মিনতি ভাল অভিনেত্রী নয়। বোঝাতে চাইছি, মিনতির চেয়ে অনেক নরম কাদা লিয়া। লিয়াকে যে-কোন আকৃতি দেয়া সম্ভব। আপনার মেয়ের মধ্যে অদ্ভুত একটা জেদ আছে, সেই জেদের কাছে প্রায়ই আমি হেরে যাই।'

অভিযোগ স্বীকার করলেন বনিতা। 'আমি ভেবেছিলাম তোমার সান্নিধ্যে এই জেদ এক সময় কাটিয়ে উঠতে পারবে মিনতি।' তারপর জানতে চাইলেন, 'এর মানে কি মিনতিকে আর তোমার

দরকার হবে না?'

কাফিকে হতভম্ব দেখাল। 'দরকার হবে না! এ আপনি কি বলছেন, আণ্টি! আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমরা বিয়ে করব। যখনই ভাল চরিত্র পাব, ওই তো হবে আমার ছবির নায়িকা। তবে প্রথমে ও আমার স্ত্রী, তারপর নায়িকা, এ-ব্যাপারে আমি কোন কমপ্রোমাইজ করব না। ঘর-সংসার দেখতে হবে ওকে। কারণ দাম্পত্যজীবনে আমি সুখী হতে চাই। আবার বাছাই করা ছবিতে নায়িকাও হতে হবে। কিন্তু তারমানে এই নয় যে অন্য কোন নতুন নায়িকাকে আমি চান্স দেব না···।'

মনে মনে স্বস্তি পেলেন বনিতা। খুশি হয়ে ভাবলেন, এবার লিয়ার ব্যাপারে উদারতা দেখানো যেতে পারে। 'স্বীকার করতে হবে, কাফি, লিয়ার ব্যাপারে তোমার ধারণা ভুল নয়। এই অল্প বয়েসে এত পাকা অভিনয় আমি আগে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, লিয়ার মধ্যে যে-সব গুণ দেখলাম, এগুলোই আমি নিজের মেয়ের মধ্যে দেখতে চেয়েছি।'

'আণ্টি, মিনতিকে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। বিয়ের পর এই ছবিটা রিলিজ হোক, এই এক ছবিতেই ওর বিরাট প্রশংসা হবে।'

বনিতা মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'শূটিং যেদিন শেষ হবে সেদিনই মিনতি আমাকে জানাবে বলেছে। অর্থাৎ কালকে। তবে ওর উত্তর কি হবে তা আমি এখনই জানি। ও বোধহয় বলার সময় আপনাকে পাশে রাখতে চাইবে, কিংবা আপনাকে দিয়েও বলাতে পারে।'

'শুনে খুশি হলাম,' বললেন বনিতা। 'ওর যা মতিগতি, আমার

তো ভয়ই করছিল। ভাল কথা, কাফি, লিয়াকে যদি চান্স দাও, ওর অভিভাবকের অনুমতি নেবে না তুমি?'

'সেটা লিয়ার ব্যাপার,' বলল কাফি। 'লিয়ার অভিভাবক মানে তো জাকি আজাদ। তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলে খুশি হই আমি।'

'তোমার নতুন ছবির শূটিং তো হবে ঢাকায়, তাই না? ওই ছবিতে লিয়াকে নিলে তাকেও ঢাকায় যেতে হবে। আমার মনে হয় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করাটা উচিত হবে না। সরাসরি তোমারই কথা বলা দরকার ওর ভাইয়ার সঙ্গে।'

'আমিও তাই বলি, জাকি আজাদের সঙ্গে আপনারই কথা বলা দরকার।' সিঁড়ি বেয়ে লাউঞ্জে নেমে আসতে দেখা গেল মিনতিকে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফি। এটা তার মিনতিকে সম্মান প্রদর্শন। জর্জেটের সাদা শাড়ি ও ব্লাউজ পরেছে মিনতি, পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়াও সাদা। ভারি আকর্ষণীয় লাগছে ওকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কাফি, চোখ ফেরাতে পারছে না। 'মিনতি, তোমার জন্যে ঠাণ্ডা কিছু বলি?'

মাথা নাড়ল মিনতি। 'ধন্যবাদ, কাফি ভাই।'

বনিতা উঠলেন, শপিং করতে যাবেন।

কাফিকে একা পেয়ে মিনতি বলল, 'কাফি ভাই, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মিনতির গলার শীতল ভাবটুকু কাফির পছন্দ হলো না। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল সে। 'কি ব্যাপারে?'

'বলেছিলাম ছবির কাজ শেষ হলে আপনাকে জবাব দেব,' বলল মিনতি। 'সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখব না। জবাবটা আপনাকে আমি এখুনি দিতে চাই।'

জোর করে হেসে উঠল কাফি। 'বেশ তো, দাও। আমি তো তোমার জবাব শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

'আমি দুঃখিত, কাফি ভাই। সত্যি দুঃখিত। আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিয়ে করার জন্যে যতটুকু ভালবাসা দরকার ততটুকু ভাল আপনাকে আমি বাসি না, কোনদিন বাসতেও পারব না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল কাফি। পরাজয় তার মনটাকে তিক্ততায় ভরে তুলল, তবে ওইটুকুই সব, শুধুই তিক্ততা—হারানোর ব্যথা বা হতাশার হাহাকার নয়। খুব দামী মনে হয়েছিল এমন একটা পুরস্কার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তবে কোন জিনিস চেয়ে না পাওয়ায় সে অভ্যস্ত নয়। 'তার কথা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত, মিনতি। সে তোমার উপযুক্ত নয়।'

মিনতি জানে, কাফি ভুল বলছে না। অন্য এক মডেলকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে শ্যামলীকে হারিয়েছে আজাদ। লিয়াকে ঝুলিয়ে রেখেছে। লিয়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ হবার পর সম্পর্কটা কোন কারণ ছাড়াই নষ্ট করতে তার বাধেনি। 'কাফি ভাই,' বলল ও, 'আমি কাউকে ভালবাসি বা না বাসি, তার সঙ্গে এই জবাবের কোন সম্পর্ক নেই। আমার শুধু বলার আছে, আপনাকে আমি বিয়ে করব না।'

'অথচ তারপরও তুমি ধরে নিচ্ছ তোমার সঙ্গে কনট্র্যাক্টটা আমি রিনিউ করব? কেন তা করতে যাব আমি? তোমাকে স্ক্রীন থেকে হটিয়ে দিতে পারে এমন একটা মেয়েকে আমি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি।'

'আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি, তাকে আপনি কাজে লাগান।

কাফি ভাই, আমি সিনেমা লাইনে ভাল করব না। আমি মঞ্চে ফিরে যেতে চাই।'

'তুমি একটা পাগল, মিনতি।'

'হয়তো তাই, তবে এ-কথা সত্যি যে মঞ্চেই আমি সুখী ছিলাম।'

এই প্রথম ক্ষীণ ব্যথা অনুভব করল কাফি। 'এখন তুমি সুখী নও, মিনতি?'

'না, কাফি ভাই। সুখী হবার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি আম্মির সাধ আর আপনার প্রত্যাশা পূরণ করার, কিন্তু পারিনি। কাজেই আমি আর লোক হাসাতে চাই না।'

নার্ভাস হাসি দেখা গেল কাফির ঠোঁটে। 'ভাবতে খারাপ লাগছে যে শেষ পর্যন্ত জাকি আজাদের মত সামান্য একজন আর্টিস্টের কাছে আমি হেরে গেলাম,' আশ্চর্য নরম সুরে বলল সে। 'লোকটা সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

মাথা নাড়ল মিনতি। 'আপনি ভুল করছেন, কাফি ভাই। উনি আমাকে ভালবাসেন না। ভালবাসেন লিয়াকে।'

'লিয়াকে! কি বলছ তুমি? লিয়া তো এখনও বাচ্চা মেয়ে!'

'না, বাচ্চা হবে কেন। উনিশে পড়েছে লিয়া। বাংলার জলবায়ুতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠি।' মিনতির ঠোঁটে তিক্ত হাসি।

মিনতির কথায় অন্যরকম যুক্তি আছে, কাফি হঠাৎ তা উপলব্ধি করল। এত অল্প বয়েস সত্ত্বেও লিয়ার প্রতি তার আকৃষ্ট বোধ করার সেটাই কারণ। হ্যাঁ, নিজের কাছে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করল সে, লিয়া তাকে মুগ্ধ করেছে। বোধহয় সেজন্যেই মিনতির প্রত্যাখ্যান যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিল ততটা খারাপ লাগেনি। তবে

লিয়াকে আজাদ ভালবাসে, এটা সে বিশ্বাস করতে পারল না।

'কাজেই, কাফি ভাই, লিয়াকে চান্স দিতে হলে আজাদ সাহেবের অনুমতি নিতে হবে আপনাকে। আমি যতটুকু বুঝি, লিয়ার আর একটু বয়েস হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।' লিয়ার সঙ্গে বিয়ে হলে একের পর এক মেয়েকে ধরা ও ছাড়ার বাজে অভ্যাসটা আশা করা যায় ত্যাগ করবে সে।

মিনতির চেহারায় অসুখী ভাব এত স্পষ্টভাবে ফুটে আছে, জীবনে এই প্রথম ছল-চাতুরী ও অন্যায় কৌশল করার জন্যে নিজের নিন্দা করল কাফি। 'মিনতি, তোমাকে জানানো উচিত—পোর্ট্রেইটটা আমি কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে বিক্রি করতে রাজি হলো না।'

'কবে?'

'শেষবার পোজ দেয়ার জন্যে যেদিন তুমি গেলে তার আগের দিন, সম্ভবত,' বলল কাফি। 'আমার ধারণা, পোজ দেয়ার দরকার নেই বলে সে তোমাকে ফিরিয়ে দেয়।'

'ছবির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে তাঁর আর দরকার ছিল না।'

মাথা নাড়ল কাফি। 'ছবিটা সে আমাকে বিক্রি করতে রাজি হয়নি, কারণ আমি তাকে বলেছিলাম বিয়ের সময় ওটা তোমাকে প্রেজেন্ট করব।'

মিনতি চুপ করে থাকল। ওর মনে হলো আরও কি যেন বলতে চায় কাফি।

'শোনো, মিনতি, আমার একটা অপরাধের কথা বলি তোমাকে। তোমাকে যখন পাবই না, স্বীকার করতে এখন কোন অসুবিধে নেই।'

মিনতি অপেক্ষা করছে।

'তোমাকে না জানিয়ে আজাদের সঙ্গে দেখা করি আমি। তাকে বলি, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে আমার রাগ হয়। এরপর তাকে আমি বলি, হোটেলের ঝুল-বারান্দায় আপনি আমাদেরকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছেন। এ-ও যথেষ্ট হচ্ছে না ভেবে আরও বলি, মিনতিকে হারাতে হতে পারে, এই ভয়ে ওর অস্তিত্বে আমি আমার বীজ বপন করেছি। বলেছি, মিনতি আপনার জন্যে বাসি জিনিস, আজাদ সাহেব। কোন সন্দেহ নেই, আমার কথা বিশ্বাস করেছে সে, আর সেজন্যেই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

মিনতির মাথার ভেতর ঝড় বইছে। অপমানে, লজ্জায়, রাগে কাঁপছে সে। কিছু বলতে গিয়েও বলল না ও, বুঝতে পারল ওর এখনকার চিন্তা-ভাবনা কাফির বোধগম্য হবে না। আশ্চর্যই বলতে হবে যে কাফির আচরণে বিস্মিত হয়নি ও, তার ওপর ওর কোন রাগও হচ্ছে না।

কাফি এখনও বলে চলেছে, 'আমি জানি, মিনতি, সে তোমাকে মনে-প্রাণে চায়। তোমাকেই চায়, লিয়াকে নয়।'

মিনতি হিসহিস করে বলল, 'তার চাওয়ায় কি আসে যায়? জিজ্ঞেস করুন, আমি তাকে চাই কিনা।'

'তুমিও চাও, আমি জানি···।'

'আপনি ভুল জানেন।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল মিনতি। হাঁপাচ্ছে সে। 'খানিক আগে পর্যন্ত সত্যি তাঁকে চাইতাম, কিন্তু আপনার কথা শোনার পর তাঁকে আমি ঘৃণা করি।'

'মিনতি!' পিছন থেকে বারকয়েক ডাকল কাফি, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে মিনতি, ফিরেও তাকাল না।

সিঁড়ির ওপর থমকে দাঁড়াল মিনতি, ঘাড় ফিরিয়ে ঝিলামের দিকে তাকাল। 'আমি আমার ছবিটা দেখতে এসেছি, তুমি আমার পিছু পিছু না এলেও পারো।'

ঝিলাম ইতস্তত করছে। 'না, মানে, আজাদ বাড়িতে নেই তো, তাই বলছিলাম··· ।'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি যাও,' বলল মিনতি। 'ছবিটা দেখা শেষ হলে সময়মত আমি চলে যাব।'

'চা···?'

'না, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'বলছ চলে যাবে, আজাদ এলে কিছু বলতে হবে?' জানতে চাইল ঝিলাম।

'না, কিছু বলতে হবে না। চিলেকোঠায় উঠলে উনি নিজেই বুঝতে পারবেন কেন আমি এসেছিলাম। এখন তুমি যাও।'

অগত্যা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ঝিলাম, দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল।

চিলেকোঠায় উঠে নিজের পোর্ট্রেইটের সামনে দাঁড়াল মিনতি। হাঁপাচ্ছে ও, তবে পরিশ্রমে নয়, রাগে ও উত্তেজনায়। ছবিটা ভাল করে দেখলও না, এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ছোট ছুরি দেখতে পেয়ে তুলে নিল হাতে। ছুরিটা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে দ্রুত হাতে চালাল, ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলল পোর্ট্রেইটটা।

ওখানে আর দাঁড়াল না মিনতি, তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে হোটেলের পথ ধরল।

শূটিং শেষ হওয়া উপলক্ষে হোটেল মাধবীতে পার্টির আয়োজন

করেছে কাফি। টেকনিশিয়ান আর কলাকুশলীরা তো আছেই, শিল্প-সাহিত্য ও চলচ্চিত্র জগতের অনেক গুণী মানুষকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মিনতির প্রত্যাখ্যানজনিত আঘাত কাটিয়ে উঠেছে কাফি। লিয়া তার সম্পূর্ণ মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে, এখন তার একমাত্র নেশা কিভাবে মেয়েটাকে প্রফেশন্যাল অ্যাকট্রেস বানানো যায়। পরে কি হবে তা নিয়ে এখুনি চিন্তা-ভাবনা করছে না সে, কারণ জানে লিয়ার প্রতি সে আকৃষ্ট হলেও তার বয়েস খুবই কম, এবং সেজন্যেই এখনও বড়বেশি ছটফটে। আপাতত লিয়াকে অভিনেত্রী বানাতেই উৎসাহী সে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে লিয়ার ভাই আজাদকে নিয়ে। কাফিকে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, লিয়াকে সে একা ঢাকায় যেতে দেবে না। ফলে কোন কনট্র্যাক্ট সই করানো সম্ভব হয়নি।

কাফি ভাবছে, এ-ব্যাপারে মিনতি তাকে সাহায্য করতে পারে। ভিড়ের মধ্যে খুঁজছিল ওকে, দেখতে পেয়ে ডাকল। 'মিনতি, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে মিনতি জানতে চাইল, 'কি কথা, কাফি ভাই?'

'তোমার কথাই ঠিক, মিনতি। আজাদ লিয়াকে অভিনয় করতে দিতে রাজি নয়। বলছে, আগে লেখাপড়া শেষ করুক, তারপর দেখা যাবে। আসলে লিয়াকে একা ঢাকায় পাঠাতে ভয় পাচ্ছে সে। ভাবছিলাম, তুমি হয়তো তাকে বোঝাতে পারবে। আমি নাহয় ঢাকায় ওদেরকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিলাম, ভাই-বোন দু'জনেই থাকল।'

'ভাই-বোন?' তিক্ত হেসে মাথা নাড়ল মিনতি। 'দুঃখিত, কাফি

ভাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে আমি রাজি নই।'

হতাশ দেখাল কাফিকে, তারপর হঠাৎ হাসতে দেখা গেল তাকে। 'তুমি না চাইলেও দেখা হবে। বোধহয় কথাও বলতে হবে। ওই দেখো লিয়ার সঙ্গে আসছে সে।'

নিমেষে বদলে গেল মিনতির চেহারা, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঝট করে ঘুরল, দ্রুত পায়ে হারিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল কাফি, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে।

বড় ভাই সুলভ আদর মাখানো হাসি উপহার দিয়ে লিয়াকে অভ্যর্থনা জানাল কাফি, আজাদকে বোঝাতে চাইল তার অসৎ কোন উদ্দেশ্য নেই, লিয়াকে সে ছোট বোনের মতই দেখে।

'ভাইয়াকে অনেক পটিয়েছি,' কাফির কানে কানে ফিসফিস করল লিয়া। 'এক শর্তে রাজি হয়েছে। বলছে, আমার ওপর নজর রাখার জন্যে বয়স্কা ও বিশ্বস্ত কেউ থাকলে আমাকে ঢাকায় পাঠাতে আপত্তি করবে না।'

কাফির মাথা দ্রুত কাজ করছে। প্রথমেই তার বনিতার কথা মনে পড়ল। তার পরবর্তী ছবির সমস্ত ড্রেস বনিতার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে তৈরি হবে, ডিজাইন করবেন তিনি নিজেই। অর্থাৎ, পরবর্তী ছবির শূটিং চলার সময় তাঁকে লোকেশনে উপস্থিত থাকতে হবে। কাজেই লিয়ার ওপর নজর রাখতে তাঁর কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। তাঁর নাম প্রস্তাব করলে আজাদও রাজি হবে বলে মনে হয়।

লিয়াকে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিল কাফি, হ্যাণ্ডশেক করল আজাদের সঙ্গে। 'সেদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে আমি একটা অপরাধ করে এসেছি,' বলল সে। 'ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ

খুঁজছিলাম…'

'অপরাধ?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল আজাদ। 'কি অপরাধ?'

'মিনতি সম্পর্কে যে-কথাগুলো বলেছি তার একটাও সত্যি নয়। এই হোটেলের ঝুল-বারান্দায় যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা আসলে একা আমার তরফ থেকে ঘটেছিল, মিনতির তাতে কোন সায় ছিল না… ।'

বাধা দিল আজাদ, 'থাক, এ-সব আমাকে আপনার না বললেও চলবে।'

'না, আমাকে বলতে দিন। সেদিন আমি আপনাকে আরও একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম… ।'

আবার বাধা দিল আজাদ 'বীজ বপন সংক্রান্ত, তাই না?' হেসে উঠল সে। 'আপনার ক্ষমা না চাইলেও চলে, কাফি সাহেব। কারণ আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি।'

কাফি বিস্মিত। 'বিশ্বাস করেননি? তাহলে আপনি মিনতিকে ফিরিয়ে দিলেন কেন? ফিরিয়ে যে দিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ… ।'

'না, ফিরিয়ে দিইনি,' বলল আজাদ। 'ওটা ছিল ফিরিয়ে দেয়ার ভান মাত্র।'

'ভান? কিন্তু কেন?'

আজাদ শব্দ করে হেসে উঠল। 'সে আপনি বুঝবেন না।' চারদিকে চোখ বুলাল সে। 'মিনতি কি এখনও স্যুইট থেকে নামেনি? ওকে কোথাও দেখছি না যে?'

'একটু আগে ছিল এখানে, আপনাকে আসতে দেখে চলে গেল।' খানিক ইতস্তত করে কাফি বলল, 'কারণটা জানি না, তবে মনে হলো আপনার ওপর সাংঘাতিক রেগে আছে।'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল আজাদ। 'মিনতি ওর রাগের প্রমাণ রেখে এসেছে।'

'মানে?'

জবাব দেয়ার জন্যে ওখানে থাকল না আজাদ, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে সে।

নিজের বেডরুমে খোলা জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনতি, নিজেকে নিয়ে কি করবে ভাবছে। আজাদ ওকে প্রত্যাখ্যান করার পর মনটা বিষণ্নতায় ভরে ছিল, তবে একবারও মনে হয়নি তাকে ভালবেসে ভুল করেছে সে। ভাবছিল, ফিরিয়ে দিয়েছে দিক ফিরিয়ে, তারপরও তাকে ভালবাসলে সে তো আর বাধা দিতে পারবে না। পাওয়া হলো না, এই দুঃখই ওর সম্বল হয়ে থাক। এরকম যন্ত্রণাদায়ক অথচ মধুর দুঃখই বা পায় ক'জন? পাব না জেনেও তাকে ভালবাসি, এই গর্বই ওর জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তখন মিনতির ধারণা ছিল ওকে আজাদ ফিরিয়ে দিয়েছে লিয়ার কারণে, লিয়াকে তার বিয়ে করতে হবে বলে। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। ওকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে অসতী মনে করে। ওর নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে কাফি, আর সেই অভিযোগ বিশ্বাস করেছে আজাদ।

কাজেই প্রশ্ন উঠছে, যে পুরুষ তাকে ব্যভিচারিণী বলে মনে করে, তাকে কিভাবে ভালবাসবে মিনতি, কেন ভালবাসবে? বিষণ্নতার বদলে এখন ওর মনে রাগ আর ঘৃণা জাগছে। নিজেকে বোঝাতে হচ্ছে, তাকে ভালবেসে ভুল করেছে ও। তারমানে জীবনটা ওর দুর্বিষহ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মনে রাখার নয়, ভুলে থাকার সাধনা করতে হবে এখন ওকে। এবং সেটা খুব কঠিন কাজ

হবে। কারণ ভালবাসতে পারাটা যত সহজ, ভুলে যাওয়াটা তত সহজ নয়। কপালে খারাবি আছে, অনেক ভুগতে হবে ওকে। একবার ভালবেসে ফেলার পর কি করে তাকে ভুলতে হবে ওর তা জানা নেই।

তারপর মিনতি এ-ও ভাবল, আজাদের মন থেকে ভুল ধারণাটা দূর করার চেষ্টা করবে নাকি? কিন্তু না, সে দায়িত্ব ওর নয়। অভিযোগটা শোনার পর আজাদেরই দায়িত্ব ছিল তা সত্যি কিনা যাচাই করে দেখা। শুনেই সে বিশ্বাস করেছে, যাচাই করার গরজটুকু পর্যন্ত অনুভব করেনি। সত্যি, ভাবতে খুব অবাক লাগছে মিনতির। এই লোককে সে ভালবাসল কিভাবে? শুনেই বিশ্বাস করে ফেলল, এবং তারপরই অপমান করে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে? এমন কি কেন তাড়িয়ে দিচ্ছে তা ব্যাখ্যা পর্যন্ত করল না! আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ কি ওর পাওনা ছিল না?

স্যুইটের দরজা খোলা দেখে পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে পড়ল আজাদ, মিনতি টেরও পেল না ওর বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর নরম সুরে ডাকল সে, 'মিনতি।'

শক্ত হয়ে গেল মিনতি। এক মুহূর্ত নড়ল না। তারপর ঝট করে ঘুরল। 'এখানে কি চান আপনি? কার অনুমতি নিয়ে ঢুকলেন?'

আজাদ নিঃশব্দে হাসছে। কথাগুলো শুনেও তার হাসি ম্লান হলো না। 'কি চাই মানে? কি আবার, তোমাকে চাই!' বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। 'একটু নাটকীয় হয়ে গেলেও বলি—ভালবাসি, সেই ভালবাসার অধিকার নিয়ে ঢুকেছি।'

'কাকে ভালবাসেন আপনি? কে আপনাকে ভালবাসে?' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মিনতি। 'দয়া করে আপনি চলে যান।

আমি সত্যি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না।'

'কাকে মানে? তোমাকে। এবং তুমিও আমাকে···।'

গলা চড়াল মিনতি। 'বাজে কথা বলবেন না। আপনি যাবেন, নাকি লোক ডাকব?'

'মিনতি, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন সেদিন তোমাকে আমি···।'

'আপনার কথা শোনার ধৈর্য বা সময় কোনটাই নেই আমার,' স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল মিনতি। 'আপনি এখন আসতে পারেন।'

'আমার ওপর তোমার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক,' বলল আজাদ। 'কিন্তু যখন শুনবে কেন সেদিন···।'

'কেন আবার, আমি অসতী একটা মেয়ে, তাই!' হেসে উঠল মিনতি, সেই হাসিতে রাজ্যের তিক্ততা। 'এই হোটেলের ঝুল-বারান্দায় এক লোকের সঙ্গে অত্যন্ত আপত্তিকর অবস্থায় দেখা গেছে আমাকে। সে আমার অস্তিত্বে কি না কি···ইত্যাদি··· ছি, ভাবতেও ঘেন্নায় বমি পায়। এই তো কারণ, তাই না? একটা মেয়েকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে এগুলোই কি যথেষ্ট নয়? অভিযোগ সত্যি কিনা তা যাচাই করার কোনই দরকার নেই। এটা বাঙালী সমাজ, এখানে মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলাই যথেষ্ট, তাতেই তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে কোন অসুবিধে নেই। আপনিও ঠিক তাই করেছেন। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত নীচ একটা মানুষ, নিতান্তই ছোটলোক। আপনার ভেতর বিবেচনাবোধ, মুক্তবুদ্ধি, উদারতা, এ-সব কিছুই নেই। আপনি দয়া করে এখুনি আমার সামনে থেকে দূর হোন।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল আজাদ। মাথা নাড়ল সে, বলল, 'না, আমি তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিনি। যে অভিযোগের কথা

বলছ, হ্যাঁ, ও-সব আমার কানে তোলা হয়েছে, কিন্তু আমি তা মোটেও বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো মিনতি। তবে গলার ঝাঁঝ এতটুকু কমল না। 'আপনি এখন মিথ্যে কথা বলছেন। বিশ্বাস না করলে আমাকে সেদিন অপমান করলেন কেন?' ভাবছে, সত্যি বিশ্বাস করেনি? এত গালমন্দ করছি, তারপরও হাসতে পারছে কিভাবে? সত্যি একটু খটকা লাগছে।

'সেটারই তো ব্যাখ্যা দিতে চাইছি, কিন্তু তুমি আমাকে বলতে দিচ্ছ না।'

'আচ্ছা, অপমান করে তাড়িয়ে দেয়ারও তাহলে ব্যাখ্যা থাকতে পারে?' মিনতির গলায় ব্যঙ্গ। ব্যাখ্যা? কি ব্যাখ্যা দিতে চায় সে? ব্যাখ্যা না ছাই! 'থাকলে থাকুক, আমি শুনতে চাই না। আপনি এখন যান।'

'আণ্টি,' বলল আজাদ। 'তোমার আম্মি।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল সে। আর কিছু বলছে না।

'আমার আম্মি?' ভুরু কোঁচকাল মিনতি। 'আমার আম্মি কি?'

'উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমার ওই চিলেকোঠায়।'

'আম্মি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল? কেন? কি বলল?'

'শুনতে চাইলে বলো। তা না হলে আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করি কেন, বরং চলেই যাই।' আজাদ হাসছে না, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব।

'এত নাটক করার দরকার কি,' তিক্ত সুরে বলল মিনতি। 'যদি কিছু বলার থাকে, বলে বিদায় হলেই তো পারেন।'

'তোমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে? তাহলে বলি। উনি আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি নাকি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে

দিচ্ছি। তুমি নাকি আমাকে ভালবাস না। আমার প্রতি যে আকর্ষণটা তুমি দেখিয়েছ, সেটা নাকি সাময়িক মোহ, তারমধ্যে ভালবাসার নামগন্ধও নেই। তাছাড়া, আমি গরীব মানুষ, সামান্য একজন আর্টিস্ট, তোমাকে কোনদিন সুখী করতে পারব না।'

'আম্মি আপনার সঙ্গে দেখা করে এ-সব কথা বলে এসেছে?' বিস্ময় ও অবিশ্বাসে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল মিনতির। 'আর কি বলেছে আম্মি?'

'বললেন, তোমার সুখ ও শান্তি, মঙ্গল ও উন্নতি, সবই রয়েছে কাফি চৌধুরীর হাতে। তিনি তোমাকে ভালবাসেন, এবং বিয়ের পর তুমিও তাকে ভালবাসবে। কিন্তু তোমাদের মাঝখানে আমি একটা পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছি।'

মিনতি ভাবছে, ওর আম্মির পক্ষে এ-সব কথা বলা খুবই স্বাভাবিক। যে-কোন প্রকারে কাফির সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম, আপনার এ-সব কথা আমি বিশ্বাস করি না। উনি বললেন, মিনতি আমার মেয়ে, ওকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। যে-কোন নতুন ও বিচিত্র জিনিস দেখলেই আকৃষ্টবোধ করে ও, সেটা নিয়ে এমন মাতাই মেতে ওঠে, মনে হয় ওটা ছাড়া ও বাঁচবে না। কিন্তু কিছুদিন পর আবার সব ঠিক হয়ে যায়, কেটে যায় মোহটা। উনি বললেন, আমার প্রতি তোমার আকর্ষণটাও সেরকম, নতুন ও বিচিত্র একজন মানুষ দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছ তুমি। আমি বললাম, আপনি ছোটবেলা থেকে দেখলেও, আমি মাত্র অল্প ক'দিন দেখেই মিনতিকে আপনার চেয়ে ভালভাবে চিনতে পেরেছি। মিনতি আমাকে ভালবাসে, এবং ওর ভালবাসা মোটেও সাময়িক মোহ নয়। কিন্তু উনি আমার কথা মেনে নিতে রাজি হলেন

না।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল মিনতি। দুই পা পিছিয়ে এসে ধপ করে খাটের কিনারায় বসে পড়ল।

'তুমি তাহলে সত্যি শুনতে চাইছ?' আজাদের গলায় কৌতুক। 'দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তুমি আমাকে বসতে বলবে না?'

'আম্মি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন...' বলল মিনতি। 'ঠিক আছে, হ্যাঁ, সবটুকু শুনতে চাই আমি। তারপর কি হলো? ঠিক আছে,' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল ও। 'ওখানে বসুন।'

'তোমার আম্মি তখন বললেন, তুমি আমাকে ভালবাস এ কি আমি প্রমাণ করতে পারব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি প্রমাণ দিতে হবে? উনি বললেন, মিনতিকে তুমি প্রত্যাখ্যান করো। তাকে বুঝিয়ে দাও, তুমি তাকে চাও না। এরপর উনি এবং আমি দু'জনেই আমরা লক্ষ রাখব তুমি কি করো। যদি দেখা যায় ফিরিয়ে দেয়ার পরও তুমি আমাকে ভুলতে পারছ না, তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবেন উনি।' এতক্ষণ বসেনি আজাদ। কথা শেষ করে এগিয়ে এল সে, তবে চেয়ারটায় বসল না, সেটাকে পাশ কাটিয়ে এসে খাটের কিনারায় বসে পড়ল, মিনতির কাছ থেকে মাত্র এক হাত দূরে।

তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মিনতি। ওর চোখের পাতা কাঁপছে, কাঁপছে ঠোঁট জোড়াও।

'তারপর তুমি আমাদের চিলেকোঠায় গিয়ে নিজের ছবিটা নষ্ট করে দিয়ে এলে,' বলল আজাদ। 'আণ্টিকে ডেকে নষ্ট ছবিটা দেখালাম আমি। বললাম, মিনতি যে আমাকে ভালবাসে, এই দেখুন তার প্রমাণ।'

'ছবি নষ্ট করার সঙ্গে কি সম্পর্ক?' বিড়বিড় করল মিনতি। ওর রাগ পানি হয়ে গেছে। তবে এখনও আশা-নিরাশায় দুলছে মন।

লিয়ার কথা চেষ্টা করেও ভুলে থাকতে পারছে না।

'রক্ত-মাংসের জ্যান্ত মানুষটাকে আমি চাই না, চাই তার ছবি, এই রাগে নষ্ট করা হয়েছে ওটা,' বলল আজাদ। 'ছবির বদলে তোমাকে কেন চাইনি আমি, এটাই তোমার রাগ, মিনতি। তুমি হয়তো নিজেও তা জানো না।'

বোধহয় সত্যি তাই, ভাবল মিনতি, তা না হলে কি কারণে আমি ছবিটা নষ্ট করতে গেলাম? কথা বলতে পারছে না, শুধু তাকিয়ে আছে আজাদের দিকে। এভাবে কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে যাবার পর ফিসফিস করল, 'আম্মি কি বলল?'

'আন্টি আমার যুক্তি বা ব্যাখ্যা মানলেন না। উনি বললেন, মিনতি তোমাকে ঘৃণা করে, এ তারই প্রমাণ। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন খুব বিপদেই পড়লাম। কিভাবে প্রমাণ করি তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস। বিশ্বাস করো, চোখে অন্ধকার দেখছিলাম।'

'তারপর?' আগ্রহে আজাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল মিনতি। 'কি করলেন আপনি? আম্মিকে কিভাবে প্রমাণ দিলেন?'

'প্রমাণ পাব কোথায়! তুমি কি এমন কিছু করেছ যাতে প্রমাণ হয় সত্যি আমাকে ভালবাস?'

'করিনি মানে?' প্রতিবাদ করল মিনতি। 'বায়েজীদ বোস্তামীর মাজারে গিয়ে মানত করেছি, আমার সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা যাতে কেটে যায়।'

'তোমার সম্পর্কে ভুল ধারণা?'

মিনতি বলল, 'আমি ধরে নিয়েছিলাম কাফি ভাই আমার সম্পর্কে যে-সব মিথ্যে অপবাদ দিয়েছেন সবই আপনি বিশ্বাস করেছেন, আর সেজন্যেই···।'

মিনতির মুখে একটা হাত চাপা দিল আজাদ। 'এ-সব কথা

ভুলেও কোনদিন মুখে আনবে না। স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনে কাফি চৌধুরীর মত লোকেরা অনেক নিচে নামতে পারে। তাদের কথা না আমরা বিশ্বাস করব, না কখনও আলোচনা করব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আজাদের কথায় সায় দিল মিনতি। 'কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আম্মির সঙ্গে কি কথা হলো আপনার। নাকি তারপর আর কোন কথা হয়নি?'

'উনি আমাদের গুরুজন, কাজেই যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা তো আর ভাঙতে পারি না···।'

'কি প্রতিশ্রুতি?'

'ওঁনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, যদি প্রমাণ করতে পারি যে তুমি আমাকে ভালবাস, তবেই তোমার সঙ্গে দেখা করে প্রত্যাখ্যানের কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারব। আর প্রমাণ করতে না পারলে দেখা করব না।'

'কিন্তু মাঝখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। যেদিন লিয়ার টেস্ট হলো, আপনি ওকে নিতে এসেছিলেন।'

'সেটা তো অনিচ্ছাকৃত, হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। তাছাড়া, আমি কিছু ফাঁসও করিনি।'

'কিন্তু আজ?'

'তার আগে আরেকটু বলি। যেহেতু তোমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলাম, তাই তুমি কি করছ না করছ কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়েই সব কথা খুলে বলতে হলো লিয়াকে।'

'কি!' প্রায় আঁতকে মত উঠল মিনতি। 'সব মানে?'

'সব মানে সব। বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি। আণ্টির সঙ্গে কি কথা হয়েছে তা-ও বললাম। লিয়া আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ

একমত হলো—তারও বিশ্বাস, তুমি আমাকে ভালবাস। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু প্রমাণ করা যায় কিভাবে? আমার প্রশ্ন শুনে লিয়া তো হেসেই খুন!'

'কেন, হাসবে কেন?' মিনতি বিরক্ত হবে, হাসবে, নাকি বিস্মিত হবে, বুঝতে পারছে না।

'আমিও জিজ্ঞেস করলাম, হাসছ কেন? কোন রকমে হাসি থামিয়ে সে কি বলল, জানো?'

'কি বলল?' কৌতূহল আর আগ্রহে আবার আজাদের দিকে ঝুঁকল একটু মিনতি।

ওর একটা হাত ধরল আজাদ। 'লিয়া বলল, তুমি যে আমাকে ভালবাস, সে তা অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবে। জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে? সে বলল, আমাকে কিছু করতে হবে না, আণ্টিকে প্রমাণ দেয়ার দায়িত্ব তার। আমি বললাম, তবু প্রমাণটা কি তা আমি জানতে চাই। তখন সে বলল, তুমি কাফি চৌধুরীর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ। এ থেকেই তো প্রমাণ হয়ে যায়, কাফি চৌধুরীকে নয়, তুমি আসলে আমাকে চাও। আমি বললাম, কাফি চৌধুরীকে মিনতি প্রত্যাখ্যান করেছে, এ-কথা তুমি জানলে কিভাবে?'

'কথাটা সত্যি,' বলল মিনতি। 'কিন্তু লিয়ার তা জানার কথা নয়। কিভাবে জানল?'

'কাফি চৌধুরী নিজেই সব বলেছেন ওকে।'

'তারপর?'

মিনতির হাতটা মুঠোয় নিয়ে ওপরে তুলল আজাদ, মুখের কাছে তুলে এনে আলতো চুমো খেলো। 'তারপর? তারপর আণ্টিকে আমাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে এল লিয়া। আমার সামনে কথাটা

ব্যাখ্যা করে শোনাল।'

'আর আম্মি? কি বললেন আম্মি?'

'উনি বললেন, হ্যাঁ, তিনিও খানিক আগে কথাটা শুনেছেন বটে।'

'আম্মিকে নিশ্চয়ই খুব মনমরা দেখাচ্ছিল?' ম্লান সুরে জানতে চাইল মিনতি।

মাথা নাড়ল আজাদ। 'আন্টির ধারণা ছিল, আমি একটা ভবঘুরে, আমার চাল-চুলো কিছু নেই, আমাকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে না। কথাগুলো যখন বলেছিলেন, আমি তখন প্রতিবাদ করিনি। তারপর যখন লিয়া প্রমাণ দিল যে সত্যি তুমি আমাকেই চাও, আমি তখন আন্টিকে বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা করার কোনই কারণ নেই, কারণ আপনার মেয়ে আমার কাছে খুব সুখেই থাকবে। যে কাজ কোনদিন করিনি, নিজের সয়-সম্পত্তির হিসাব দিতে হলো তাঁকে, বলতে হলো আর্টিস্ট হিসেবে সামান্য একটু নাম হওয়ায় এখনই প্রতি মাসে ছবি বিক্রি করে হাজার পঞ্চাশেক টাকা আয় করি আমি। এ-সব শুনে হাসি ফুটল তাঁর মুখে···।'

মিনতি মায়ের পক্ষ নিয়ে বলল, 'আম্মি আমাকে মানুষ করার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। সব মা-ই চায় তার মেয়ে সুখে থাকুক···।

'সেটাই চাওয়া উচিত, এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই,' সায় দিল আজাদ।

'আপনি বলতে চাইছেন, আম্মি তাহলে শেষ পর্যন্ত খুশিই হয়েছে?'

'খুশি হয়েছেন মানে? উনি আমাকে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে বলেছেন!' আজাদ হাসছে। 'ভাল কথা, তোমার জানতে ইচ্ছে

করছে না, কেন এলাম আমি?'

'কেন?' কত আজেবাজে কথা বলে ফেলেছে, সেজন্যে লজ্জায় ও নিজের ওপর রাগে মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে এল মিনতির। 'তোমার সঙ্গে জরুরী একটা ব্যাপারে পরামর্শ করতে চাই,' বলল আজাদ। 'লিয়ার ব্যাপারে।'

'লিয়ার ব্যাপারে কি পরামর্শ দিতে পারি আমি।'

'তোমার আম্মি তো যে-কোন দিন ঢাকায় ফিরে যাবেন, তাই না? ভাবছি, লিয়া যদি সিনেমায় নামে, আণ্টি কি ওকে নিজের কাছে রাখতে রাজি হবেন?'

'আপনি তাহলে লিয়াকে অভিনয় করতে দেবেন?'

'তুমি কি বলো? দেয়াটা উচিত হবে?'

'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন,' বলল মিনতি। 'আমি কি বলব।'

'লিয়া আমার দায়িত্ব, আর তুমি আমার ভালবাসা—লিয়ার ব্যাপারে তোমাকেই তো জিজ্ঞেস করব।' আজাদ হাসছে না।

মিনতি জানতে চাইল, 'কিন্তু আমি শুনেছিলাম লিয়াকে আপনি···লিয়া আর আপনার···।'

'ওটা আসলে ঝিলামের ফ্যাণ্টাসী ছিল,' বলল আজাদ। 'লিয়াকে আমি সব সময় বোন হিসেবেই দেখে এসেছি। তাছাড়া, তার বয়েসও এত কম যে অন্য রকম কিছু কখনই ভাবতে উৎসাহ বোধ করিনি।'

'লিয়া অভিনয় ভালই করবে বলে মনে হয়,' বলল মিনতি। 'যেহেতু তার আগ্রহ আছে, বাধা দেয়া উচিত নয় বলেই মনে করি।'

'গুড। তাহলে আণ্টিকে তুমি বলে দেখবে?'

মিনতি মাথা ঝাঁকাল। 'আমি বললে আম্মি রাজি হবে।'

'উফ্, তাহলে তো বেঁচে গেলাম!'

এরপর দু'জনেই ওরা চুপ করে থাকল। এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল আজাদ, 'তুমি আমাকে কিছু বলবে না, মিনতি?'

'কি বলব?'

'এই যেমন বিয়ের আগে ঢাকা থেকে একবার ঘুরে আসতে চাও কিনা।'

মিনতি চুপ করে থাকল। সে অভিনেত্রী, কোনদিন ভাবেনি এ-ধরনের পরিস্থিতিতে লজ্জা পাবে, কিন্তু এ মুহূর্তে ভীষণ লজ্জা লাগছে ওর। 'না।'

'বেশ, বেশ, শুনে খুশি হলাম। আমি তাহলে বিয়ের তোড়জোর শুরু করি?'

হেসে ফেলল মিনতি। 'আমি সে-কথা বলতে চাইনি। না বলার অর্থ, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।'

'তাহলে ফয়েজ লেক সম্পর্কে কিছু বলো। সেদিন যে বেড়ালাম আমরা, সেই স্মৃতি কি কোনদিন ভুলতে পারবে? কিংবা আমার বাগানটা সম্পর্কে কিছু বলো। ওই বাগানে রোজ বিকেলে বসতে কেমন লাগবে তোমার? তোমার সঙ্গে আমি থাকব। আমি ছবি আঁকব, তুমি দেখবে। তারপর আমরা তিনজন হব। তাকে নিয়ে খেলব আমরা। আম্মির মত তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে তুমি···।'

হঠাৎ খেয়াল হতে আঁতকে উঠল মিনতি। 'নিচের ওরা কেউ জানে আপনি এখানে এসেছেন?'

'নিশ্চয়ই জানে, আমি তো আর লুকিয়ে আসিনি।'

'ছি, কে কি ভাবছে বলুন তো!'

'যদি কিছু ভাবে, যদি আমাদের দুর্নাম হয়, ক্ষতি কি?' আজাদ হাসছে।

'ক্ষতি আবার কি, শুধু শুধু বিব্রত হতে হবে। চলুন নিচে যাই।' খাট থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল মিনতি।

ওর হাতটা আবার ধরে ফেলল আজাদ। 'তার আগে বলো, আমার ওপর তোমার কোন রাগ নেই।'

ধীরে ধীরে ঘুরে আজাদের মুখোমুখি হলো মিনতি। দু'জন ওরা এত কাছে, পরস্পরের নিঃশ্বাস স্পর্শ করছে ওদেরকে। মিনতি কথা বলতে পারল না, শুধু মাথা নাড়ল, তারপর হেসে ফেলে মুখ লুকাল আজাদের চওড়া বুকে।

****